ভূমিকা।

যুবা ছাত্রগণের উপযোগী নীতিগ্রন্থ বঙ্গভাষায় বিরল। এই অভাব মোচনকল্পে, ডাক্তার স্মাইলস্ প্রণীত Character নামক উপাদেয় ইংরাজী গ্রন্থের আদর্শ অবলম্বনে মূল সংস্করণ "মানব-চরিত্র" রচিত হয়। প্রবন্ধের উপযোগিতায়, ভাবের গাম্ভীর্য্যে এবং ভাষার লালিত্যে যাহাতে যুবক-বৃন্দের মনোমধ্যে নীতিজ্ঞানের উন্মেষ, নৈতিক চিন্তা ও বিচারের স্ফুরণ এবং আত্মদৃষ্টি জাগরিত হয়; তাহাদের হৃদয়ে যাহাতে নৈতিক জীবনের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত এবং সাধুতার প্রতি অনুরাগ ও সম্মান বর্দ্ধিত হয়, তাহাই মানব-চরিত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য। যুবকগণের অন্তরে সুচরিত্র ও সাধু জীবনের আদর্শ স্ফুটতর করিয়া দিবার জন্য স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মহাজন-চরিত্রের বহুল দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং ভারতের বিবিধ শাস্ত্র ও সংহিতা হইতে নীতিতত্ত্ব ও সুচরিত্রের সাধুবাদ প্রতিপাদক শ্লোকাবলী উদ্ধৃত করিয়া তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

মূল সংস্করণ "মানব-চরিত্রের" প্রস্তাবগুলি সুদীর্ঘ এবং ভাষা অপেক্ষাকৃত কঠিন হওয়াতে উহা কলেজের ছাত্রগণেরই সমধিক উপযোগী হইয়াছে। এই জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উপযোগী করিয়া মানব-চরিত্রের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মুদ্রিত হইল। মূল গ্রন্থের অন্তর্গত অনেক বিষয় বিদ্যালয়ের ছাত্রের পক্ষে অনাবশ্যক ও দুরূহ বোধে এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই এবং মূল সংস্করণ হইতে ইহাতে বিষয়-সন্নিবেশ-প্রণালীরও কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু ভাষার প্রাঞ্জলতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মূল গ্রন্থের সহিত

ইহার ভাব ও দৃষ্টান্ত-নিচয়ের যথাসম্ভব একতা রক্ষা করিবার প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে। ফলতঃ মূল গ্রন্থের অন্তর্গত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিই সংক্ষিপ্ত ও বিশদ আকারে বর্ত্তমান সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সম্প্রতি যুবা ছাত্রগণের বাঙ্গালা ভাষা ও নীতিশিক্ষা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। আশা করা যায়, বর্ত্তমান গ্রন্থখানি এই দুই উদ্দেশ্য সাধনেই কিয়ৎ পরিমাণে সহায়তা করিবে। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই গ্রন্থখানি কোনও পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিলেই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ও শ্রম সফল হইবে।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু বেথুন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মূল সংস্করণের ন্যায় এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ "মানব-চরিত্র" প্রকাশেও বহু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক ইহার আদ্যোপান্ত প্রুফ সংশোধন ও মুদ্রণসংক্রান্ত যাবতীয় পরিদর্শন কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। আমার পরম হিতৈষী ও ভক্তিভাজন জনৈক বিখ্যাত সংস্কৃত এবং বঙ্গভাষা-বিশারদ ব্যক্তিও এই গ্রন্থের ভাষার পরিবর্ত্তন ও পারিপাট্য সাধনে বিশিষ্ট সহায়তা করত আমাকে চির-কৃতজ্ঞতা ঋণে-আবদ্ধ করিয়াছেন।

ভাগলপুর,
২৫শে মার্চ্চ ১৯০০

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

"মানব-চরিত্রের" এই বিদ্যালয়-পাঠ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ইতিপূর্ব্বে সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট্‌বুক কমিটী কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই পুস্তকখানি ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষার্থিনীগণের পাঠ্য-রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আশা করি ম্যাট্রি-কিউলেশন পরীক্ষার ছাত্রী ও ছাত্রগণ এতৎপাঠে নীতিশিক্ষা এবং রচনা-কুশলতা লাভ করিবে।

কলিকাতা,
নভেম্বর, ১৯১৪

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মানব-চরিত্র।

শ্রী

(বিদ্যালয়-পাঠ্য।)

প্রথম অধ্যায়।

(১)

চরিত্র।

চরিত্র জগতের মহাশক্তি, মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ভূষণ এবং মহত্ত্বের পরিচায়ক। যে মানব ইতরজীবের ন্যায় প্রবৃত্তির বশীভূত, আত্মসুখরত ও দুর্ব্বলচিত্ত, এ সংসারে সে কাহারও চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হয় না। কিন্তু শুভসঙ্কল্প, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির চরণে সকলেই গভীর শ্রদ্ধাভরে অবনত হইয়া থাকে। ঈদৃশ মহৎ ব্যক্তি মানবজাতির অকপট বিশ্বাসভাজন হন, এবং তদীয় চরিত্র জগতের চির অনুকরণীয় হইয়া থাকে।

প্রতিভা, জ্ঞান, সম্পদ্—এ সকল মানবের গৌরবের সামগ্রী সন্দেহ নাই। কিন্তু চরিত্রের অভাবে এ সকলের শোভা কোথায়? চরিত্রবিহীন প্রতিভা সমুজ্জ্বল করজাল বিকীর্ণ করিতে না পারিয়া ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া পড়ে; চরিত্র-বর্জ্জিত জ্ঞান মানবপ্রাণে আনন্দ ও শান্তি সঞ্চারে সমর্থ হয় না; সাধুতা-বিহীন ধনসম্পদ্ অহঙ্কার, যথেচ্ছাচার ও পরপীড়নের কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিভা, জ্ঞান ও সম্পদ্ সুচরিত্রের সম্মিলনে মানবকে ধর্ম্মপথে পরিচালন পূর্ব্বক মহত্ত্বে উন্নীত করে।

জগৎপাতা জগদীশ্বর মানবজাতিকে চরিত্রধনে প্রমুক্ত অধিকার প্রদান করিয়াছেন। প্রচুর বিভবশালী নরপতি অথবা পর্ণকুটীরবাসী শাকান্নতুষ্ট দরিদ্র; পরমজ্ঞানবান্ পণ্ডিত অথবা বর্ণজ্ঞানবর্জ্জিত কৃষক; সুসভ্য জনপদবাসী অথবা গিরি-কাননচারী অসভ্য বর্ব্বর; সকলেরই চরিত্রধনে তুল্যাধিকার। ষোড়শোপচারে রাজভোগ সেবন, সমুন্নত অট্টালিকা মধ্যে স্বর্ণপর্য্যঙ্কে শয়ন, বহুমূল্য যানাশ্বগজাদি আরোহণে ভ্রমণ এবং মণিরত্নখচিত বসনভূষণে বিভূষিত হইয়া সুখে কাল-যাপন করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। বিবিধ বিদ্যার উপার্জ্জন ও বিবিধশাস্ত্রের আলোচনা সকলের আয়ত্ত নহে এবং সকলেই যে নিউটন বা ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় ধীশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন এমন নহে। কিন্তু হৃদয় ও মনোবৃত্তি-নিচয়ের উৎকর্ষ সাধন এবং বিবেক-প্রদর্শিত পন্থাবলম্বনে জীবন যাপন করা ব্যক্তিমাত্রেরই সাধ্যায়ত্ত।

চরিত্র সমাজবন্ধন ও জাতীয় উন্নতির প্রাণস্বরূপ। যে জাতির মধ্যে চরিত্রের আদর নাই, বাহ্যবিষয়ে শ্রীবৃদ্ধিশালী হইলেও তন্মধ্যে বিবিধ কলুষব্যাধি প্রবিষ্ট হয়, এবং অচিরেই তাহার অধঃপতন ও উচ্ছেদ হইয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীক জাতি জ্ঞানে ও শিল্পে, সাহসে ও বীরত্বে উন্নত ও শক্তিশালী হইলেও, কেবল চরিত্রবলের অভাবে অনতিবিলম্বেই অধঃপতিত হইল। রোমকজাতি শৌর্য্য বীর্য্য ও সভ্যতায় মহাপরাক্রান্ত হইয়াও কেবল আত্মশাসনে অসমর্থতাপ্রযুক্ত ক্রমে ক্রমে বিলাসিতা, আমোদ-প্রিয়তা ও আলস্য-পরায়ণতার দুর্ভেদ্যজালে বিজড়িত হইয়া পড়িল ও অবশেষে তাহাদের জাতীয় গৌরব-রবি চির অস্তমিত হইল। ফলতঃ চরিত্রই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলীভূত কারণ।

সাধুচরিত্রের সুদৃষ্টান্ত, কালপ্রবাহের সহিত মানবসমাজে সঞ্চারিত হয় এবং অলক্ষ্যে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের বিকাশ সাধন করিয়া থাকে। সক্রেটিস ও শাক্যসিংহ, শঙ্করাচার্য্য ও পার্কার, হাওয়ার্ড ও বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাজনগণের ক্ষণভঙ্গুর জড় দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের অমর চরিত্র নীরব অথচ চিরপরিচিত মধুর ভাষায় প্রতিনিয়ত উপদেশদানে জনসমাজকে মহত্ত্বপথে পরিচালন করিতেছে।

(২).

চরিত্র-সাধন।

চরিত্রসাধনের লক্ষ্য কি এবং তাহার প্রণালীই বা কীদৃশ ? মানবের মনোবৃত্তি-নিচয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশই চরিত্র-সাধনের লক্ষ্য। যে প্রণালী অবলম্বন করিলে সত্য, ন্যায়পরতা, সাহস, সংযমশক্তি প্রভৃতি জাগরিত হইয়া উঠে; দয়া, স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিনয়, প্রীতি প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি-লাভ হয় এবং শ্রমশীলতা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, সেবা প্রভৃতির সম্যক্ বিকাশ হয়, তাহাই পূর্ণাঙ্গ চরিত্র-সাধনের প্রকৃষ্ট প্রণালী।

গৃহাশ্রম সদ্‌গুণ-বিকাশ ও চরিত্র-সাধনের প্রকৃত স্থান। মানব শিশুকালে এখানে যে ভাব, যে চিন্তা ও যে ধারণা সঞ্চয় করে, তাহাই কালক্রমে অভিব্যক্তি লাভ করত অভ্যাসে পরিণত হয় এবং সে তদনুসারেই আজীবন কার্য্য করিয়া থাকে। যে গৃহ সত্য ও ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, যেখানে প্রতিনিয়ত নির্ম্মল পুণ্যজীবন প্রবাহিত, সংযম ও অনুশাসনের বিধিসমূহ যথায় অবিচল নিষ্ঠায় প্রতিপালিত হয়, সাধুতার প্রতি যেখানে সমুচিত আদর, সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাদৃশ গৃহেই উন্নত চরিত্র স্ফূর্ত্তি লাভ করে; যে গৃহে তদ্‌বিপরীত ভাব বিদ্যমান, তথায় সুশীলতার প্রস্ফুটন কদাপি সম্ভব নহে।

কি উপায় অবলম্বন করিলে চরিত্র বিকাশ লাভ

ক্সরে, এক্ষণে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ ও আলোচনা প্রয়োজনীয়। চরিত্র-সাধনের প্রথম উপায়,—মানব-মনের সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা-শক্তি। যেমন গম্যপথ জ্ঞাত হইলেই গন্তব্যস্থানে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, সেইরূপ কেবল জীবনের উদ্দেশ্য সুপরিজ্ঞাত হইলেই চরিত্র লাভ করা যায় না। সজীব সঙ্কল্প হৃদয়ে লইয়া ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া, প্রতিনিয়ত তীক্ষ্ণ আত্মদৃষ্টি, সময়োচিত আত্মসংযম ও কঠোর আত্মশাসনে, স্বীয় চিন্তা ভাব ও কার্য্যকে সাধুপথে পরিচালিত করিলে, অনুপম চরিত্র-রত্ন-লাভে সমর্থ হওয়া যায়।

দ্বিতীয় উপায়—অধ্যবসায়, আশা ও উদ্যম। মানব কতই শুভসঙ্কল্প লইয়া, উন্নত জীবনাদর্শ মানসপটে অঙ্কিত করিয়া, আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া, সিদ্ধিলাভাকাঙ্ক্ষায় কার্য্যক্ষেত্রে ধাবমান হয়। কিন্তু শতসহস্র প্রতিকূল ঘটনা আসিয়া তাহার ক্ষুদ্র শক্তির সম্মুখে দুর্ভেদ্য সৈন্যব্যূহের ন্যায় দণ্ডায়মান হইতে থাকে। তদ্দর্শনে সে সিদ্ধিলাভে ভগ্নমনোরথ ও ক্ষোভে একান্ত মুহ্যমান হইয়া পড়ে। অধ্যবসায়পূর্ণ আশাশীল ব্যক্তি ঈদৃশ বিঘ্ন ও প্রতিকূল ঘটনার আঘাতে ভগ্নোদ্যম ও বিগত-সঙ্কল্প হন না। যতবারই তিনি বিফলপ্রযত্ন হন, ততবারই নবীন উদ্যম ও অটল প্রতিজ্ঞায় সংগ্রাম করিতে করিতে, অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং প্রতিকূল অবস্থা পরম্পরাকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া পরিণামে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন।

তৃতীয় উপায়—সাধুদৃষ্টান্ত ও সৎসঙ্গ। সচ্চরিত্র ব্যক্তির

সাধুব্যবহার দর্শনে মানবের অন্তর্নিহিত উৎকৃষ্ট বৃত্তিনিচয় সজীব হইয়া উঠে, আদর্শ স্ফুটতর হয় এবং তদনুরূপ সাধু জীবন লাভে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। অঙ্গার যেমন প্রজ্বলিত বহ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে, অচিরেই অগ্নিবর্ণ ধারণ করে; ক্ষুদ্র তিল যেমন যূথিকা, বেল, গোলাপ প্রভৃতি কুসুমের গাঢ় সংস্পর্শে তৎসৌরভে সুবাসিত হইয়া উঠে, তদ্রূপ সাধুজন-সংসর্গে মানবহৃদয় ধীরে ধীরে বিমল সাধুতায় অনুরঞ্জিত ও সৌরভময় হইয়া থাকে। এইরূপে বিদ্বমণ্ডলীর সহবাসে অজ্ঞানী জ্ঞান লাভ করে, উৎসাহী তেজস্বী পুরুষের চরিত্র-প্রভাবে ভীরু ব্যক্তির হৃদয়ে সাহস ও উৎসাহ স্ফুরিত হইয়া উঠে; প্রেমিক ব্যক্তির সংসর্গে অপ্রেমিকের পাষাণ সমান কঠিন ও বিশুষ্ক হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া মধুর প্রীতিপ্রস্রবণ সৃষ্টি করে এবং স্বার্থপর ক্ষুদ্রাশয় মানব, উদারহৃদয় বিশ্বহিতৈষীর চরিত্র-প্রভাবে স্বার্থসুখে জলাঞ্জলি দিয়া পরার্থপরতা শিক্ষা করে। সৎপ্রসঙ্গও শ্রোতৃবর্গের প্রাণে প্রভূত সাধুতার সঞ্চার করিয়া থাকে। হিতোপদেশ গ্রন্থে কথিত আছে, "সজ্জনসহবাস বুদ্ধির জড়তা হরণ করে, বাক্যে সত্য সেচন করে, সম্মান বৃদ্ধি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করে, পাপ মোচন করে, চিত্ত প্রসন্ন করে এবং চতুর্দ্দিকে যশোবিস্তার করে।" যে সকল বালক ও যুবক, ভক্তিভাজন গুরুজনপার্শ্বে নীরবে উপবিষ্ট হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক একান্ত-মনে তাঁহাদের ধর্ম্ম, নীতি ও সদনুষ্ঠান-প্রসঙ্গ শ্রবণ করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে উচ্চাশয়তা, বিনয়,

আত্মসংযম এবং সাধুতানুরাগ শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন বিকাশ লাভ করিতে থাকে।

চতুর্থ উপায়—সাধুজীবনী অধ্যয়ন। সাধু মহাজনগণের জীবন-চরিতাধ্যয়ন চরিত্র-সাধনে বিশিষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। স্বদেশানুরাগী বীরপুরুষের স্বদেশপ্রীতির অদ্ভুত কাহিনী পাঠ করিতে করিতে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত এবং হৃদয় স্বদেশানুরাগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। সংসার-বিরাগী, ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষগণের জ্বলন্ত বৈরাগ্য, কঠোর সাধনা ও সুকোমল ভগবদ্‌ভক্তির মধুর কাহিনী পাঠ করিতে করিতে আমাদের মনোমধ্যে কি এক সবিস্ময় ভক্তি ও আনন্দের উদয় হইয়া, আমাদিগকে সংসারাতীত চিন্ময়-রাজ্যের আভাস উপলব্ধি করায়। যাঁহারা স্বাবলম্বন ও স্বচেষ্টায় সংসারের দীনতম অবস্থা হইতে শ্রেষ্ঠ পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অদ্ভুত তেজ, অদম্য উদ্যম ও অতুলনীয় অধ্যবসায়-বৃত্তান্ত পাঠ করিতে করিতে আমাদের মনে স্বতঃই স্বাবলম্বন, তেজস্বিতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সমুদিত হইয়া থাকে এবং পরহিতৈষীর পরদুঃখকাতরতা ও করুণাকাহিনী পাঠ করিতে করিতে হৃদয় করুণরসে বিগলিত হইয়া যায়, আমরা বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে থাকি ও দীন-দরিদ্র-আর্ত্তজনের ক্লেশ-বিমোচনের শত শত আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে উত্থিত হয়। সেইরূপ যাঁহারা জগতে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার্থ অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিতে করিতে

আমাদের অন্তরে ন্যায় ও সত্যানুরাগ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, এবং অন্যায় ও অসত্যের প্রতি বিদ্বেষের উদ্রেক হয়। সংযমীর আত্ম-সংবরণ ও আত্ম-নিগ্রহের ব্যাপার অধ্যয়নে আমাদের হৃদয়ে আত্ম-সংযম ও আত্ম-শাসনাকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়া থাকে এবং বিশ্বহিতৈষীর অদ্ভুত আত্মত্যাগ-প্রসূত শত শত জন-হিতকর অনুষ্ঠান বিবরণ পাঠ করিতে করিতে আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণও প্রসারিত হইয়া বিশ্বপ্রেমের আভাস উপলব্ধি করে।

পঞ্চম উপায়—সদনুষ্ঠান-অভ্যাস ও সাধন-নিষ্ঠা। অভ্যাস মানবের মহোপকারী বন্ধু। আরম্ভে যাহা সম্পন্ন করা অসম্ভব মনে হয়, অভ্যাসগুণে পরিণামে তাহাই সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। প্রতিদিন অটল নিষ্ঠা-সহকারে সদ্‌গুণ বা সৎকার্য্যসাধনের অভ্যাস করিতে থাকিলে পরিণামে তাহাই মানবের প্রকৃতিতে পরিণত হয়। যদ্রূপ বিন্দু বিন্দু বারি নিপতিত হইয়া কুম্ভকে পূর্ণ করে, অথবা একটির পর আর একটি মুক্তাফল গ্রথিত হইয়া সুন্দর মুক্তাহার রচিত হয়, তদ্রূপ অনুদিন একাগ্র-নিষ্ঠায় সদনুষ্ঠানের অভ্যাস দ্বারাই অভীষ্ট চরিত্র লাভে সমর্থ হওয়া যায়।

চরিত্র-সাধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়—বিবেক-পরায়ণতা। ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে বিবেকের সুমধুর বাণী চির-বিরাজিত রাখিয়াছেন। পৃথিবীর সকল রব শান্ত হইলেও বিবেক কখনও নীরব হইতে জানে না। বিবেক মানবকে প্রতিনিয়ত অন্যায় ও

অসাধু আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া, নীতি ও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রেরণা করিতেছে। কাহার সাধ্য এই অজেয় বিবেককে প্রতিরুদ্ধ করে? বিবেক আমাদের হৃদয়-মন্দিরের চিরজাগ্রত অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আমরা যদি বিবেকানুগত হইয়া স্বীয় স্বীয় জীবনে সত্য, ন্যায় ও সাধুতার প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হই, তবেই আমাদের মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব লাভ হয়। আর যদি আমরা প্রবৃত্তির প্ররোচনায় তদ্বিরুদ্ধাচরণ করি, তবে আমরা স্বার্থ, নীচতা ও অসাধুতার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া মানব নামে কলঙ্ক অর্পণ করি।

বিবেককে অবাধে জীবনে আধিপত্য প্রদান কর, দেখিবে, শত শত সাধুর সাধুতা তোমার হৃদয়ে ঘনীভূত হইতেছে, বহু আয়াসেও যে চরিত্র-বিকাশ সংসাধিত হয় নাই, বিবেক-নির্দ্দিষ্ট পন্থাবলম্বনে অনায়াসেই তাহা সুসম্পন্ন হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(১)

বিদ্যাশিক্ষা।

বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা মানব-মনের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়। সভ্যতার আদিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত জগতের নানা বিভাগে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় শাস্ত্র ও ইতিহাসাকারে জ্ঞান-ভাণ্ডারে চিরসজ্জিত রহিয়াছে। মানব বংশ-পরম্পরাক্রমে তৎসমূহের অধিকারী হইয়া নিজের ও মানবজাতির কল্যাণ-সাধন করিতে পারেন। কিরূপে বাষ্পমাত্র হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে; কিরূপে মৃত্তিকাস্তর-নিচয় উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠের সঙ্গঠন করিয়াছে; কিরূপে বৃক্ষলতা, ফল-পুষ্পের উৎপত্তি ও পোষণ হইতেছে; কিরূপে নিম্নতম শ্রেণীর প্রাণী হইতে পর্য্যায়ক্রমে উচ্চতর জীবের সৃষ্টি হইয়াছে; ভূচর, খেচর জলচর, যাবতীয় জন্তু কি নিয়মে এবং কিরূপ আচার ব্যবহারে জীবলীলা সম্পন্ন করিতেছে, তাহা জ্ঞানানুশীলন ও বিদ্যাশিক্ষা দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ-পূর্ণ এই সুবিশাল সৌরজগৎ অদ্ভুত শৃঙ্খলা ও নিয়ম-কৌশলে, কি উদ্দেশ্যে শূন্যে ঘূর্ণ্যমান হইতেছে; কি নিয়মে ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া

অভ্রস্পর্শী পর্ব্বতরাজি উত্থিত হইয়াছে, অবিরল ঝর ঝর ধারায় নির্ঝর প্রবাহিত হইতেছে, নদনদী বীচি-বিক্ষেপে নৃত্য করিতে করিতে সাগরোদ্দেশে প্রধাবিত হইতেছে; কি নিয়মে মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করিতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইয়া প্রাণিগণের জীবন রক্ষা করিতেছে, ঋতু-সমূহের পর্য্যায়-পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে এবং এই নৈসর্গিক ভূতগণের সহিত ভূমণ্ডলস্থ প্রাণিপুঞ্জের এবং মানব-প্রকৃতির কিরূপ অপরিবর্ত্তনীয় সম্বন্ধই বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা কেবল বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানানুশীলন দ্বারাই সম্যক্ অবগত হওয়া যায়। কি উপাদানে মানবশরীর সংগঠিত হইয়াছে; রক্ত-সঞ্চালন, পরিপাক, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি কি অদ্ভুত নিয়ম-কৌশলে, মানবের দেহযন্ত্র পরিচালিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে; চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের মধ্য দিয়া, কি বিচিত্র প্রণালীতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের অনুভব সংঘটিত হইতেছে; কি অত্যদ্ভুত অতীন্দ্রিয় নিয়মে মানব-মনে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে; স্মৃতিচক্র ক্রমাবর্ত্তন করিতেছে; শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি ভাব-লহরী নৃত্য করিতেছে; হৃদয় সৌন্দর্য্যরসে আপ্লুত হইয়া বিমল আনন্দ লাভ করিতেছে; কি নিয়মে হর্ষ, বিষাদ, ঘৃণা, লজ্জা প্রভৃতি ভাব-সমূহ পর্য্যায়ক্রমে মনোমধ্যে উত্থিত ও বিলীন হইতেছে, তাহা বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানানুশীলন দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। কি প্রণালীতে মানবজাতির মধ্যে সামাজিক ভাব-সমূহ প্রস্ফুটিত

ইহয়া, যুগ-পরম্পরায় এই সুবিশাল সমাজ-শরীর সংগঠিত করিয়াছে; কি প্রণালীতে বিবিধ কল্যাণকর নিয়মসমূহ ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সভ্যতা বিকাশ করিয়াছে, তাহা বিদ্যা ও জ্ঞানালোচনা দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। প্রাকৃতিক শক্তি ও জড়ীয় উপাদানের কৌশলময় সংযোগে, কি নিয়মে তাড়িত যন্ত্র, বাষ্পীয় যন্ত্র প্রভৃতি উদ্ভাবিত হইয়া জনসমাজের বিবিধ কল্যাণ সাধন করিতেছে; পৃথিবীর কোন্ প্রদেশে কোন্ জাতির বাস, কোন্ স্থানের কি প্রকার জলবায়ু, কোন্ জাতির মধ্যে কিরূপ ধর্ম্ম-প্রণালী, আচার ব্যবহার, শাসনপ্রণালী প্রচলিত আছে; কোন্ স্থানে কিরূপ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, এবং কিরূপে বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতি সংসাধিত হয়; কোথায় কোন্ পর্ব্বত বা নদীর কি বিশেষত্ব, তাহা কেবল বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানালোচনার দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। যুগে যুগে সমাজ ও রাষ্ট্র-বিপ্লব দ্বারা কিরূপে অধর্ম্মের পরাজয় ও ধর্ম্মের জয় হইয়াছে, এ সকল কেবল বিদ্যাধ্যয়ন ও জ্ঞানালোচনার দ্বারাই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানানুশীলন দ্বারা মানসিক স্থৈর্য্য সম্পাদিত হয়, বুদ্ধি প্রখর হয়, চিন্তা সংযত হয় ও গভীরতা লাভ করে, চিত্তের স্ফূর্ত্তি ও প্রসন্নতা জন্মে এবং হৃদয় উদার ও ভাবুক হয়।

কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞান সাধনার উদ্দেশ্য কি ? কঠোর পরিশ্রমে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও গভীর গবেষণা পূর্ব্বক বিবিধ বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণের চরম লক্ষ্য কি ? জগতের নানা বিভা-

গের নিয়ম শৃঙ্খলা এবং শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ উন্নতির নিগূঢ় নিয়ম সমূহ সম্যক্ অবগত হইয়া মানব যেমন একদিকে স্বীয় জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করিয়া, বিশ্ব-বিধাতার অসীম জ্ঞান, করুণা, সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল ভাবের উপলব্ধি করত বিস্ময়, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-রসে অভিষিক্ত হইবেন, অন্যদিকে তেমনি লব্ধজ্ঞান দ্বারা স্বকীয় জীবন ও মানবজাতির বিবিধ উন্নতি সাধন করিবেন। মানবাত্মার বৃত্তি-নিচয় স্বভাবতঃ একদিকে মানবজাতির উন্নতি ও সেবার জন্য চিরব্যাকুল, অন্যদিকে অতীন্দ্রিয়, অবাঙ্মনসগোচর মহেশ্বরের অপরিসীম রহস্যময় ভাবের অভিমুখে চিরপ্রবাহিত হইতেছে। মানবাত্মার বৃত্তি-সমূহের এই দ্বিবিধ আকাঙ্ক্ষার সর্ব্বাঙ্গীণ পরিতৃপ্তি-সাধনই বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানালোচনার চরম লক্ষ্য।

বিদ্যা দ্বারাই মানবচরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। বিদ্যা চরিত্রকে উৎপন্ন করিতে পারে না বটে, কিন্তু গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানালোচনার দ্বারা স্বীয় চরিত্রকে সুশীলতার অলঙ্কারে বিভূষিত করিতে সমর্থ হন। আকরোত্থিত হীরক যদ্রূপ ঘর্ষণ ও পরিমার্জ্জনে সুপরিষ্কৃত হইয়া নির্ম্মল ও উজ্জ্বল আভা বিস্তার করে, তদ্রূপ মানবের স্বাভাবিক সদ্‌গুণসমূহও জ্ঞান ও বিদ্যার অনুশীলনে ঔজ্জ্বল্য লাভ করত জগদ্‌বক্ষে কোমলোজ্জ্বল আভা প্রদান করে।

বিদ্যাশালী পুত্র জনক-জননীর হৃদয়-রঞ্জন, আত্মীয়গণের সন্তোষ ও গৌরবস্থল। চাণক্য কহেন ;—

যদ্রূপ একমাত্র চন্দ্রের দ্বারা গগনমণ্ডল সুশোভিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র বিদ্বান্, ধীশক্তি-সম্পন্ন, পুরুষ-শ্রেষ্ঠ সুপুত্র দ্বারাও কুল সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে।*

বিদ্যাশিক্ষা তপস্যা-বিশেষ। ছাত্র-জীবন ও তপস্বি-জীবনে অল্পই প্রভেদ। শাস্ত্রে বিধি আছে, বিদ্যার্থী শান্ত, দান্ত, সমাহিত, শ্রদ্ধাযুক্ত, বৈরাগ্যসম্পন্ন ও নিষ্ঠাপরায়ণ হইয়া বিদ্যার আরাধনা করিবেন। বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানালোচনার কতিপয় প্রণালীর এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ মনোযোগ সাধন। মনোভিনিবেশ জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রধান উপায়। আন্দোলিত সরোবর বক্ষে সুবিমল চন্দ্রমার পূর্ণচ্ছবি কখনও সুস্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হয় না। মানবের চিত্ত-সরোবরও যদি নানা বাহ্য বিষয়ের চিন্তায় সর্ব্বদা অস্থির থাকে, তবে জ্ঞানের পূর্ণচন্দ্র তাহাতে প্রতিভাত হইতে পারে না। অতএব বিদ্যার্থী সর্ব্বপ্রথমে মানসিক স্থৈর্য্য সাধন করিবেন। তাঁহার মন এরূপ শান্ত ও সমাহিত হইবে যে, তিনি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে সংসারের শত কোলাহল, আমোদ আহ্লাদের সহস্র প্রলোভন এবং অবস্থার প্রতিকূলতা তাঁহার চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটাইতে সমর্থ হইবে না। মনঃসংযোগই স্মৃতিশক্তি-সাধনের মূলমন্ত্র। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় একান্ত অধ্যয়নশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মনোভিনিবেশ এতাদৃশ গভীর ছিল

---

* "একেনাপি সুপুত্রেণ বিদ্যাযুক্তেন ধীমতা।
কুলং পুরুষসিংহেন চন্দ্রেণ গগনং যথা॥"

যে, অধ্যয়ন ও জ্ঞানালোচনা-কালে তিনি বাহ্যজগতের তাবৎ ব্যাপার, এমন কি, ক্ষুধা তৃষ্ণা পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইতেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার্য্য সামগ্রী আনীত হইয়া যথাস্থানে রক্ষিত হইত। কিন্তু সেই জ্ঞানানুরাগী পুরুষ গ্রন্থাধ্যয়ন ও নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-পর্য্যালোচনায় এরূপ নিবিষ্ট-চিত্ত থাকিতেন যে, আহার করিতে হইবে এচিন্তাও তাঁহার মনে উদিত হইবার অবসর পাইত না। প্রহরের পর প্রহর নীরবে অতীত হইয়া যাইত, তথাপি তাঁহার চিত্তবিক্ষেপ ঘটিত না। এইরূপ প্রগাঢ় মনোভিনিবেশ সহকারে তিনি যে নানা বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার ফলস্বরূপ "চারুপাঠ" "পদার্থবিদ্যা," "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার" প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থাবলী এবং ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় অপরাপর বহুল পুস্তক তাঁহার লেখনী হইতে সমুদ্ভূত হইয়া নব্য বঙ্গে জ্ঞান-বিস্তারের প্রচুর সহায়তা করিয়াছে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কর্ত্তা জগদ্‌বিখ্যাত স্যার আইজাক নিউটনের গভীর মনঃসন্নিবেশ-সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি নিজে বলিতেন,—"লোকে আমার প্রতিভার সুখ্যাতি করে, কিন্তু আমি নিজে অন্য লোকের সহিত আমার এই মাত্র পার্থক্য দেখিতে পাই যে, অন্যান্য অনেকের অপেক্ষা আমার সহিষ্ণুতা ও মনঃসংযোগের শক্তি অধিক।" যদি কেহ প্রকৃত জ্ঞানানুশীলন করিতে অথবা কোনও শাস্ত্রকে আয়ত্ত করিতে যথার্থ অভিলাষ করেন, তবে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে মনোভিনিবেশ ও একাগ্রতা সাধন করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, স্মৃতিশক্তির অনুশীলন। সুচারুরূপে সজ্জিত এবং নিরাপদে রক্ষিত না হইলে বহুমূল্য রত্নরাজিসঞ্চয় নিষ্ফল হয়। বিবিধ অধীত বিদ্যা ও তত্ত্বসমূহ স্মৃতিপটে সর্ব্বদা অঙ্কিত না থাকিলে অধ্যয়নও নিষ্ফল হইয়া থাকে। যদি অধ্যয়ন করিতে না করিতেই অধীত বিদ্যাসমূহ বিস্মৃতি-সলিল-তলে অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহা হইলে, সে অধ্যয়নে ফল কি? অধ্যয়ন-লব্ধ জ্ঞান স্মৃতিপথে চিরবিদ্যমান থাকিলে তবেই তাহা কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া স্বকীয় ও পরকীয় উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে!

প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক সুবিখ্যাত প্যারী-চরণ সরকার মহাশয়ের স্মৃতিশক্তি অতীব তীক্ষ্ণ ছিল। একদা তাঁহার কতিপয় ছাত্র কোন বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য সমুৎসুক হইয়া, অনেক বিদ্বান্ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা ও অনেক আয়াসের পর বিফল-মনোরথ হইয়া অবশেষে সরকার মহাশয়ের সমীপে উপস্থিত হন এবং তদ্‌বিষয়ের তত্ত্ব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। সরকার মহাশয় তাঁহাদিগকে কহিলেন যে, বহুকাল হইল, তিনি এক অতি প্রাচীন ও দুর্ল্লভ গ্রন্থে ঐ বিষয় পাঠ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি সেই গ্রন্থের যে খণ্ডে, যে অধ্যায়ে যে পৃষ্ঠায়, যে স্থানে উহা লিখিত আছে, তাহা ছাত্র-দিগকে বলিয়া দিলেন। তাঁহারা তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে অনুসন্ধান করিয়া সেই গ্রন্থে ঐ বিষয় প্রাপ্ত হইলেন এবং অধ্যাপকের তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিতে

লাগিলেন। এই প্যারীচরণ সরকার মহাশয় তদানীন্তন সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিতগণের মধ্যে একজন অগ্রণী ছিলেন।

লর্ড মেকলের মেধা এরূপ তীক্ষ্ণ ছিল যে, তিনি বলিতেন, যদি মিল্টনের "প্যারাডাইস্ লষ্ট্" নামক কাব্য ঘটনাবশে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তবে তিনি ছেদাদি সহ উক্তকাব্য পুনরায় লিখিয়া দিতে পারেন। এইরূপে দেখা যায় যে, যে সমস্ত ব্যক্তি গম্ভীর পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া জগতে যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অসাধারণ স্মৃতিশক্তিতে ভূষিত ছিলেন। স্বাভাবিক প্রতিভা-সম্পন্ন মহাশয়গণের সমকক্ষতা লাভ করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব হইলেও, ছাত্রগণ যে তাঁহাদিগের ছাত্রজীবনকে আদর্শরূপে সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক মনঃসংযোগ ও অধীত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আলোচনা দ্বারা স্মৃতিশক্তির উন্নতি-সাধন করিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তৃতীয়তঃ, চিন্তা ও গবেষণা।—অধিকাংশ ছাত্র বহু গ্রন্থ অধ্যয়নপূর্ব্বক পরীক্ষাকালে অধীত বিদ্যার আবৃত্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। কিন্তু ইহা বিদ্যাধ্যয়নের প্রকৃত লক্ষ্যই নহে। গ্রন্থে যে বিষয় অধ্যয়ন করা যায়, জগতের প্রকৃত ঘটনা ও পদার্থসমূহের অভ্যন্তরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক তত্তদ্বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জ্ঞানের গভীরতা ও পরিপক্বতা লাভ করাই অধ্যয়নের প্রকৃত লক্ষ্য। উত্তর গীতায় লিখিত আছে ঃ—

"যদ্রূপ চন্দন-ভারবাহী গর্দ্দভ তাহার ভারজ্ঞ মাত্র হয়,

কিন্তু চন্দনের মর্ম্ম অবগত হয় না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও তাহার সারতত্ত্ব অবগত নহে, সে গর্দ্দভ তুল্য শাস্ত্রভার বহন করিয়া থাকে।" *

বস্তুতঃ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণিবিজ্ঞান, শরীরতত্ত্ব, শারীরবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিত্তত্ত্ব, প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ তত্তদ্‌বিষয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ব্যতীত কেবলমাত্র অধ্যয়ন করিলে, তাহাতে বিশেষ কোনও ফল দর্শে না।

---

(২)

কারণানুসন্ধিৎসা।

চিন্তা ও বিচার-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে মানব-মনে কারণানুসন্ধিৎসা বিদ্যমান আছে। এই পরিদৃশ্যমান বিশাল বিশ্বের ক্ষুদ্র বৃহৎ তাবৎ বস্তু ও ঘটনার পশ্চাতে এক দুরবগাহ অনন্ত কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। চিন্তাশক্তির তীক্ষ্ণ আলোকে তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। গভীর চিন্তা দ্বারা প্রাকৃতিক, শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক জগতের কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলা অবগত না হইলে মানব নিজের ও স্বজাতির উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হয় না। এই স্বাভাবিক বুদ্ধি, বিচার ও চিন্তা-শক্তির বিকাশ সাধন দ্বারা, প্রপঞ্চের অন্তরালে অবস্থিত আদি কারণে উপনীত হওয়াই বিদ্যা-শিক্ষা ও জ্ঞানালো-

---

* 'যথা খরশ্চন্দনভারবাহী, ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।
তথৈব শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য, সারং ন জানন্ খরবৎ বহেৎ সঃ॥"

চনার চরম লক্ষ্য। ইহাই মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। স্মৃতিগত পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র লইয়া যাঁহারা তৃপ্তিলাভ করেন, তাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানের আস্বাদনজনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও সুবিমল আত্মপ্রসাদ অনুভবে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

বিস্ময় ও আনন্দ।—পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা জগতের অত্যদ্ভুত নিয়মশৃঙ্খলা ও কার্য্যকারণ-তত্ত্ব অবগত হইয়া, তৎ-সমূহের মধ্যে এক জীবন্ত, জ্ঞানময়, অসীম শক্তি অনুভব করিয়া যদি মনে বিস্ময়ের সঞ্চার না হয় এবং প্রচুর সৌন্দর্য্যরসে হৃদয় বিগলিত, উচ্ছ্বসিত ও বিমুগ্ধ না হয়, তবে অর্জ্জিত জ্ঞানরাশি মরুভূমির প্রতপ্ত বালুকারাশির ন্যায় মানব-জীবনে কেবল অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যের অগ্নিকণা বিকীর্ণ করিতে থাকে। যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের অতলস্পর্শ জ্ঞান-সাগরে নিমগ্ন হইয়া সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে মূল কারণের অনুসন্ধান করিতে করিতে পরিশেষে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন, এবং ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী, অসীম-জ্ঞানময়ী শক্তির নিকট স্বীয় শক্তির ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিয়া, শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে নীরব হইয়া থাকেন। বাস্তবিক এই মহতী শক্তিকে অনুভব করিতে সমর্থ না হইলে, সৃষ্টিকার্য্যের অধিকাংশ সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য, ব্রহ্মাণ্ডের অধিকাংশ রহস্য মানবের নিকট চিরলুক্কায়িত থাকিয়া যাইত। হৃদয়ে স্বভাবতঃ বিস্ময় ও শ্রদ্ধা সমুদিত হইলেই বিদ্যাশিক্ষা সফল হয় এবং জ্ঞানবৃত্তি পরিতৃপ্তি লাভ করে। অতএব যাহাতে হৃদয়ে ভাবের উদ্দীপনা হয়, বিস্ময়, শ্রদ্ধা, ভক্তি,

বিনয়, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলে, সাধ্যমত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্ভোগ এবং বিশুদ্ধ কাব্যালোচনা দ্বারা তাহার শিক্ষালাভ করা ছাত্রজীবনের একটি গুরুতর ও অবশ্য-সাধনীয় কর্ত্তব্য।

(৩)

স্বাস্থ্যরক্ষা ও বৈষয়িক শিক্ষা।

ছাত্রগণকে অধিকাংশ স্থলেই শারীরিক স্বাস্থ্য-সংরক্ষণে উদাসীন দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষার জন্য এত অধিক মানসিক পরিশ্রমে রত থাকেন যে, শরীর তাঁহাদের স্মৃতি ও মনোযোগের সম্পূর্ণ বহির্ভূত হইয়া পড়ে। অহোরাত্র মানসিক পরিশ্রমে রত থাকিয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ করিলে, অচিরেই তাহার অনিবার্য্য ফল ভোগ করিতে হয়। কে না অবগত আছেন যে, অনেক ছাত্রই রাত্রি-জাগরণ পূর্ব্বক অধ্যয়ন-নিবন্ধন, অথবা শারীরিক পরিশ্রমে বিমুখতা-বশতঃ প্রায়ই অজীর্ণ, স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য, দৃষ্টিক্ষীণতা, বাতব্যাধি, শিরঃপীড়া প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন? তাঁহারা বিদ্যার সাধনায় সফলতা লাভ করত সম্মানাস্পদ হইতে পারেন; তাঁহারা সুশীল ও শান্ত-স্বভাব হইয়া সকলের প্রীতি ও প্রশংসা-ভাজন হইতে পারেন; কিন্তু বিদ্যা-ক্ষেত্র হইতে সংসার-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার সময়

তাঁহাদিগের অধিকাংশকেই "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং" বলিয়া আক্ষেপ করিতে হয়। তখন তাঁহাদিগের জীবন নিস্তেজ, নিরুদ্যম, স্ফূর্ত্তিবিহীন, অলস, উন্নতিবিমুখ এবং বিশ্রামান্বেষী হইবে না ত আর কি হইবে? শিক্ষার্থী যুবককুলের সর্ব্বদা স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য যে, শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হইলে মনও নিস্তেজ হইয়া যায়, চিত্তে প্রফুল্লতা থাকে না; সুতরাং অধ্যয়নের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। অতএব শরীর যাহাতে সর্ব্বদা সুস্থ থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা, ছাত্রজীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। প্রত্যহ ঊষাকালে যতদূর সম্ভব, প্রাকৃতিক শোভা-সমন্বিত স্থানে বিচরণ-পূর্ব্বক নির্ম্মল বায়ু সেবন দ্বারা শারীরিক জড়তার অপনয়ন এবং চিত্তের প্রফুল্লতা সম্পাদন করা তাঁহাদের নিত্যকরণীয় কর্ত্তব্য। ছাত্রগণের আহার, স্নান, নিদ্রা, পরিধান, পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে মিতাচার অবলম্বন করা এবং অবস্থানুসারে, অশ্বারোহণ, নৌ-চালনা, ক্রিকেট, জিম্‌নাষ্টিক প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ-সঞ্চালন ও মানসিক প্রফুল্লতা বিকাশোপযোগী ব্যায়ামে, দিবসের অপরাহ্ণ সময়ে নিয়মিতরূপে রত থাকা উচিত। শারীরিক পরিশ্রমে যেমন একদিকে শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ হয়, অন্যদিকে তেমনই মনেও অমিত স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। চিত্ত প্রফুল্ল থাকিলে পাঠ্য বিষয়ে সত্বর মনোভিনিবেশ হয়। অভিনিবেশই বিদ্যা লাভের প্রথম সোপান। অতএব মানসিক উন্নতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষাপূর্ব্বক নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা ছাত্রগণের অবশ্য-কর্ত্তব্য।

উল্লিখিত প্রণালী অনুসারে যুবকের শারীর-বৃত্তির পরিণতি ও সর্ব্বাঙ্গীণ মানসিক উন্নতি সাংসাধিত হইলে তাঁহার সাংসারিক শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক। আমরা প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, সকল মানব জগতে একই কার্য্য করিবার জন্য আগমন করে না। জগতের এই বিশাল কার্য্যক্ষেত্রে অসংখ্য শ্রমবিভাগ বিদ্যমান রহিয়াছে। এ সংসারে কেহ রাজা, কেহ প্রজা; কেহ বিচারক, কেহ ব্যবহারজীবী, কেহ চিকিৎসক, কেহ শিক্ষক; কেহ বণিক্, কেহ শিল্পী; কেহ শান্তিরক্ষক, কেহ ধর্ম্মপ্রচারক ইত্যাদি। মানবগণ স্ব স্ব প্রবৃত্তি ও শক্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করে এবং তাহাদের শিক্ষা ও জ্ঞান বিশেষভাবে তত্তৎ পথ অবলম্বন করিয়া থাকে।

অধিকাংশ ছাত্র অর্থোপার্জ্জনই বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ভাবিয়া যদ্দ্বারা অল্পবয়সে অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইতে পারা যায়, বাল্যাবধি সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে সেই শিক্ষা লাভেরই চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং অল্পবয়সে বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট ও শিক্ষিত হইয়া, চিরজীবন তদনুশীলনদ্বারা সাংসারিক উন্নতিই সাধন করিয়া থাকেন; স্বকীয় জীবনে মনুষ্যত্বের বিকাশ এবং জনসমাজের প্রকৃত উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহাদের প্রবৃত্তি এবং অবসর অতি অল্পই থাকে। জ্ঞান, হৃদয় এবং নৈতিক বৃত্তি সমূহের যথোপযুক্ত বিকাশ ও দৃঢ়তা সংসাধিত হইবার পূর্ব্বে অর্থোপার্জ্জনের জন্য জীবন-সংগ্রামে নিযুক্ত হইলে, মানবজীবন অস্ফুট কুসুম-কলিকাবৎ সংসারের প্রখর রবি-কিরণে অকালে

বিশুষ্ক ও ম্লান হইয়া পড়ে। হৃদয় প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরস পানে সমর্থ হয় না, হস্তযুগল, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা গণনার অতীত, জনসমাজের শ্রেষ্ঠতর কল্যাণের জন্য ব্যস্ত হইতে শিক্ষা করে না। অল্প বয়সেই এরূপ লোকের সজীবতার অবসান, প্রফুল্লতার বিনাশ ও হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি সংরুদ্ধ হয়; পরমায়ুর অর্দ্ধেক অতীত হইতে না হইতেই তাঁহার সাংসারিক সকল সুখ, সকল আশা ও সকল আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হয়। এইরূপে সে চির-বন্দীর ন্যায় স্বীয় ব্যবসায়ের অন্ধ কারাগারে অমূল্য মানবজীবন যাপন করিয়া, গভীর অতৃপ্তিতে তাহার অবসান করে।

হে শিক্ষার্থী যুবকবৃন্দ! অল্পবয়সে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া অমূল্য জীবনের অপব্যবহার করিও না। অপরিণত বুদ্ধিতে, কোমল স্কন্ধে সংসারের গুরুভার গ্রহণ পূর্ব্বক, অল্পবয়সে পিতা পিতামহ সাজিয়া, অকালে আপনার সুখ, আকাঙ্ক্ষা, উন্নতি ও চরিত্রে জলাঞ্জলি দিয়া, নৈরাশ্যে, দুঃখে ও অতৃপ্তিতে অমূল্য জীবনের অবসান করিও না। শরীরকে দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও সুস্থ রাখ—দীর্ঘজীবী হইয়া কঠিন পরিশ্রমে অবাধে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হইবে। জ্ঞানের সম্যক্ উন্নতি সাধন কর—চিরজীবন তদনুশীলনে হৃদয়ে বিমল আনন্দ এবং চরিত্রে প্রশান্তভাব, গাম্ভীর্য্য ও উদারতা লাভ করিতে পারিবে, ভবিষ্যতে অবলম্বিত ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবে। চরিত্র এবং ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হও—জগতের কল্যাণ সাধনে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবে,

এবং পরম পিতা পরমেশ্বরকে জ্ঞাত হইয়া তৎপ্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়া মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিবে। জ্ঞানে, চরিত্রে ও ধর্ম্মে প্রথমতঃ জীবনকে ভূষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তৎপরে স্বীয় স্বীয় শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ে শিক্ষালাভ কর, উপযুক্ত ও কর্ম্মক্ষম হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হও এবং সেই জ্ঞান, চরিত্র, ও ধর্ম্মের কিরণে তোমাদের কর্ম্মক্ষেত্রকে আলোকিত করিয়া, জগতের আদর্শরূপে দণ্ডায়মান হও। যদি নিতান্ত অবস্থাবৈগুণ্যে অল্পবয়সে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহা হইলেও তাহার মধ্য হইতে অবসর করিয়া নিজ নিজ শরীর, মন ও হৃদয়ের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য দেশে কত ব্যক্তি এইরূপে সামান্য অবস্থা হইতে আত্মোন্নতি সাধন করিয়া জনসমাজে গণ্য-মান্য হইয়া গিয়াছেন। তোমরাই বা তাঁহাদের পদচিহ্নের অনুসরণ করিতে পারিবে না কেন?

---

(৪)

গুরুভক্তি।

বাল্যকাল হইতে সুবিজ্ঞ, তত্ত্ব-জ্ঞানী, শাস্ত্র বা ব্যবসায়-বিশারদ ব্যক্তিগণের নিকট আত্মোন্নতি ও জীবনের কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ এবং শিক্ষা লাভ না করিলে, পরিণত জীবনে সেই লক্ষ্য সংসিদ্ধ হয় না। যিনি যে বিদ্যা বা যে ব্যবসায়

শিক্ষা করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাকে সেই বিদ্যা বা সেই ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক, প্রতিনিয়ত আত্মচেষ্টা দ্বারা তাহা নিজ জীবনে আয়ত্ত করিতে হইবে। প্রাচীনতম কাল হইতে এপর্য্যন্ত যত বিদ্যা ও ব্যবসায়ের আবিষ্কার ও উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে তৎসমুদায় যুগে যুগে বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তি কর্ত্তৃক সুপরিজ্ঞাত, পরিচিন্তিত ও প্রকর্ষিত হইয়াছে। কোনও মানবের পক্ষে ব্যক্তিগত আমূল পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তৎসমুদায়ের আয়ত্তীকরণ সম্ভব নহে। সুতরাং কাহাকেও কোনও বিদ্যা বা ব্যবসায়ে সুশিক্ষিত হইতে হইলে, তত্তদ্‌বিষয়ের শাস্ত্র ও বিজ্ঞ গুরুর উপর নির্ভর করিতে হইবে। ডাক্তার স্মাইল্‌স্‌ বলিয়াছেনঃ—"যিনি আপনাকে প্রভূত জ্ঞানী মনে করিয়া অপরের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিতে চাহেন না, তিনি কখনই কোনও মহৎ অথবা সাধু কার্য্যে সিদ্ধি লাভে সমর্থ হন না। আমাদিগকে মন এবং হৃদয়-দ্বার সতত উন্মুক্ত রাখিতে হইবে, যাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগের সাহায্যে শিক্ষালাভ করিতে লজ্জিত হওয়া আমাদিগের কখনই উচিত নহে।"

গুরু এবং শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করিয়া নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনভাবে কোনও বিষয়ে পারদর্শিতালাভ করা সাধারণ মানবের পক্ষে দূরের কথা; পরন্তু অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন মহাত্মগণও ইহা সম্ভব ও সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। ছাত্র-

জীবনে গুরুর সাহায্য ব্যতীত, জ্ঞান, বিদ্যা, চরিত্র বা ধর্ম্ম কিছুই লাভ করা যায় না। হৃদয় ও মনের বৃত্তি-নিচয় গুরুর উপদেশ ও তৎপ্রদত্ত সুশিক্ষায় উদ্গত ও বিকসিত হইয়া থাকে। গুরুর সস্নেহ, নিঃস্বার্থ উপদেশে মানব-মনের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে ঃ—

"অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন ব্যক্তি যাঁহা হইতে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মল দৃষ্টি লাভ করে, তাঁহার অপেক্ষা বন্ধু আর কে আছে?" *

প্রাচীন ভারতবর্ষে বিদ্যার্থিগণ বাল্যকালে উপনয়ন-সংস্কারান্তে গুরুগৃহে প্রেরিত হইতেন, এবং দশ, দ্বাদশ বা চতুর্দ্দশ বর্ষকাল সর্ব্ব বিষয়ে গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়া নানাশাস্ত্র ও বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি প্রভৃতি ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশসমূহে এবং সুসভ্য মার্কিণ দেশে বালকগণ শিক্ষালাভার্থে বোর্ডিং হাউস বা ছাত্রনিবাসে প্রেরিত হইয়া থাকে। তথায় তাহারা সচ্চরিত্র ও সুপণ্ডিত শিক্ষকগণের সহিত একত্র অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদের দ্বারা সম্যক্ পরিচালিত ও শিক্ষিত হয়। কোনও ব্যবসায় বা শিল্প শিক্ষা করিতে হইলেও তদ্‌বিষয়ে কৃতকর্ম্মা ব্যক্তিকে উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট শিক্ষার্থী (apprentice) থাকিতে হয়।

---

* "অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্নো জ্ঞানদীপং যতো লভেৎ।
চক্ষুশ্চ নির্ম্মলং পশ্যেৎ কো বা বন্ধুস্ততঃ পরম্॥"

ইদানীং অস্মদ্দেশীয় ছাত্রগণের ব্যবহার ও কার্য্যকলাপে শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের প্রতি যে প্রকার অসম্মানের ভাব পরিদৃষ্ট হয়, তাহা নিতান্ত নিন্দনীয়। সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই ঈদৃশ উদ্ধত ও হৃদয়হীন ভাবকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকেন। শিক্ষক যতই কেন বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, উন্নতচরিত্র, ধার্ম্মিক ও স্নেহশীল হউন না, এমন অনেক ছাত্র আছে, যাহারা তাঁহার প্রশংসাবাদ করিবার সময়েও তাঁহাকে ইতর-জনোচিত জঘন্য বিশেষণে অভিহিত করা যেন একটা গৌরবের বিষয় মনে করে। শিক্ষকগণ শিক্ষাদানের পরিবর্ত্তে বেতন গ্রহণ করেন বলিয়া যে তাঁহাদের যত্ন, স্নেহ, সুশিক্ষা ও সদুপদেশের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইব না, ইহা অতি অর্ব্বাচীনের কথা। এজগতে যাঁহার নিকট উপকার পাওয়া যায়, তাঁহারই প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। বিশেষত জ্ঞানে ও চরিত্রে শ্রেষ্ঠ যে সকল ব্যক্তি, আমাদের পিতামাতা ও গুরুজনের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া, মনের অজ্ঞানান্ধকার দূর করত আমাদিগকে উন্নতির আলোকময় পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা যে আমাদের বিশিষ্ট সম্মান ও ভক্তির পাত্র, ইহাতে সন্দেহ করাই ঘোর মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বাল্যকালেই যাহার হৃদয় হইতে এই ভক্তিভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়; তাহার চরিত্রের পরিণাম অতি ভয়াবহ। সে ক্রমে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে এবং অবশেষে ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত অশ্রদ্ধা করিবার পথ প্রশস্ত করে। গুরুকে শ্রদ্ধা, সম্মান এবং ভক্তি

করা এবং তাঁহার একান্ত বশবর্ত্তী হওয়া ছাত্রগণের অবশ্য-কর্ত্তব্য। ভক্তিই প্রকৃত মহত্ত্বের ভিত্তিভূমি।

গুরুর প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিবিধ শাস্ত্রে বিধি ও আদেশ আছে। মনু বলেন ঃ—"শিষ্য পরোক্ষেও গুরুর উপাধিবর্জ্জিত নাম ব্যবহার করিবে না। পরন্তু (বিদ্রূপচ্ছলে) তাঁহার গমন, বাক্য অথবা কর্ম্মের অনুকরণ করিবে না। যেখানে গুরুর পরিবাদ বা নিন্দার উল্লেখ হয়, সেখানে শিষ্য কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিবে অথবা তথা হইতে অন্যত্র প্রস্থান করিবে।"*

যে ছাত্র গুরুর নিকট মহোপকার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা না করে এবং তাঁহার আদেশ অবহেলা করে, সে অকৃতজ্ঞ, দুর্ব্বিনীত এবং অহঙ্কারী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জ্ঞানের পরিপাক না হওয়া পর্য্যন্ত, কিয়ৎপরিমাণে সাংসারিক অভিজ্ঞতা লাভ করত শুভ সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া স্বাবলম্বনে স্বীয় কর্ত্তব্য পথে চলিবার ক্ষমতা না হওয়া পর্য্যন্ত, ছাত্র স্বীয় জীবনের শুভাশুভ গুরুর হস্তে ন্যস্ত করিবে এবং অবিচারিত ভাবে তাঁহার আদেশের বশবর্ত্তী হইবে। যৌবন-কালে বাসনা প্রবল হইয়া ছাত্রগণকে নিয়ত উচ্ছৃঙ্খলভাবে নানা প্রলোভনে নিক্ষেপ করে। অপরিণত বয়সে আপনার

---

* "নোদাহরেদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলম্।
ন চৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতি-ভাষিত-চেষ্টিতম্॥"
"গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ॥"

কর্ত্তব্য ও হিতাহিত বিচার করা সম্ভব নহে। অতএব এই অবস্থায় সর্ব্ববিষয়ে গুরুর একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকাই ছাত্রের পক্ষে শ্রেয়স্কর। যে ছাত্র বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই স্বাবলম্বন ও স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহে, সে উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া, কাণ্ডারি-বিহীন তরণীর ন্যায় সংসারসমুদ্রে ইতস্ততঃ ঘূর্ণ্যমান হয় এবং বাসনা-তরঙ্গাভিঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া তাহার দুর্ব্বল জীবন অবশেষে সংসারাবর্ত্তে নিমগ্ন হইয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে ঃ—"যে শিষ্য গুরুবাক্যানুসারে কার্য্য করেন, তিনি জ্ঞানী, তিনি কল্যাণাস্পদ, এবং তিনি পুণ্যবান্। পদে পদে তাঁহার মঙ্গল হইয়া থাকে।"*

(৫)

নীতিশিক্ষা।

বিদ্যা ও জ্ঞান যদি সাধু চরিত্র এবং সুশীলতার সহিত সংযুক্ত না হয়, তবে তাহা মানবজীবনে সুখ শান্তি প্রদান করিতে পারে না। শেরিডানের ন্যায় বিখ্যাত বাগ্মী ও রাজনীতিবিশারদ ব্যক্তিকেও, কেবল চরিত্রের অভাবে চিরজীবন দুঃখ-ক্লেশে অতিবাহন পূর্ব্বক অবশেষে দারুণ মনস্তাপ ও অশান্তি লইয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার শেষ জীবনের দুর্দ্দশার বিষয় শ্রবণ করিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। লর্ড বায়রণ অলৌকিক প্রতিভাশালী কবি ছিলেন।

* "স পণ্ডিতঃ স চ জ্ঞানী স ক্ষেমী স চ পুণ্যবান্।
গুরোর্বচস্করো যো হি ক্ষেমং তস্য পদে পদে॥"

তাঁহার কাব্য পাঠ করিয়া কাব্য-রস-গ্রাহী সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই প্রীত ও বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্র কলুষিত ও উচ্ছৃঙ্খল ছিল বলিয়া, তিনি কখনও প্রাণে শান্তি অনুভব করিতে পারেন নাই এবং জীবনে কখনও সুখ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার সমস্ত কাব্য তিনি কেবল নিজ জীবনের ঘোর নৈরাশ্য, দারুণ অতৃপ্তি এবং গভীর অনুতাপের আর্ত্তনাদে পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। চরিত্রবর্জ্জিত দেশহিতৈষণা জগতের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না এবং চরিত্র-বিহীন ধর্ম্ম ভিত্তিশূন্য অট্টালিকার ন্যায় অচিরেই ধূলিশায়ী হইয়া থাকে। সুবক্তা স্বীয় বাগ্মিতায় লোককে চমৎকৃত করিতে পারেন বটে; সুকবি অদ্ভুত কবিত্ব শক্তিতে লোকের হৃদয় মুগ্ধ করিতে সমর্থ হন বটে; সুলেখক ভাষার ছটায় জনসাধারণকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতে পারেন বটে; নৈয়ায়িক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম যুক্তি ও কূটতর্ক-জালে মানব-মনকে বিস্মিত করিতে সমর্থ হন বটে, কিন্তু চরিত্রে সাধুতা ও সুশীলতার পরিচয় না দিলে, তাঁহাদের প্রতি আমাদের সাময়িক শ্রদ্ধা, গগনপটস্থ ইন্দ্রধনুর ন্যায় দেখিতে দেখিতে বিলীন হইয়া যায়। কবি, বাগ্মী, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের বিশেষ কার্য্য জগদ্-ভাণ্ডারে সজ্জিত থাকে বটে, কিন্তু চরিত্রশালী মহাত্মগণই জীবনী-শক্তি হইয়া চিরদিন মানব-সমাজকে প্রকৃত উন্নতিপথে পরিচালিত করেন।

জ্ঞানী, কবি, বৈজ্ঞানিক বা বাগ্মীর প্রতিভা বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যেই প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সাধারণ মানব তাহার

মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হয় না; কিন্তু চরিত্র-সম্পন্ন ব্যক্তি, বিশাল অম্বরতলে ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায়, মানবসমাজে চির প্রকাশিত থাকেন। কোটি কোটি ভারতবাসীর মধ্যে কয়জন ভাস্করাচার্য্যের নাম অবগত আছে? কিন্তু রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের নামে ভারতের পুরুষ রমণী, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সকলের হৃদয়ই শ্রদ্ধা ও ভক্তিরসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কোপার্ণিকস্ বা প্লেটোর নাম ইয়ুরোপের বিদ্বান্ ও সভ্য-সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের অবিনশ্বর নাম তদ্দেশীয় সামান্য শ্রমজীবী অবধি মহা ক্ষমতাশালী সম্রাট্ পর্য্যন্ত কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়-সিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক যুগে যুগে রাজত্ব করিতেছে এবং তদীয় নির্ম্মল চরিত্র ইয়ুরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে সজীবতার স্রোত প্রবাহিত রাখিয়াছে।

এ সংসারে শ্রেষ্ঠ মানব কে? যিনি অসাধারণ বীরত্বপ্রভাবে সমগ্র ইয়ুরোপ, আসিয়া ও আফ্রিকাখণ্ডের প্রদেশসমূহের সম্রাট্ হইয়া, স্বীয় ক্ষমতাগৌরবে স্ফীত হইয়া জগৎকে অতি ক্ষুদ্র অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার আক্ষেপ রহিল যে আমি অধিকার করি এমন ভূখণ্ড আর নাই," সেই বাহুবলগর্ব্বিত দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার শ্রেষ্ঠ—অথবা যিনি সুবিশাল জ্ঞানসাগরের উপকূলে উপবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, "যে অনন্ত প্রসারিত জ্ঞান-সমুদ্রের গভীর নির্ঘোষ আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তন্মধ্যস্থিত রত্নরাজি বহুদূরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে,"—সেই বিনীত নিউটন শ্রেষ্ঠ? স্বীয় বাহু-

বিক্রমে যিনি সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎকে আলোড়িত ও বিকম্পিত করিয়াছিলেন, সেই নেপোলিয়ন শ্রেষ্ঠ, অথবা যিনি এশিয়া মহাদেশের অর্দ্ধাংশকে স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তিতে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন সেই ধর্ম্মবীর শাক্যসিংহ শ্রেষ্ঠ ? যিনি তোষামোদ ও তুষ্টিসাধন দ্বারা মোগল-সম্রাটের সভায় সম্ভ্রমলাভ পূর্ব্বক সম্পদ্ ও যশোলাভ করিয়াছিলেন সেই মানসিংহের নাম কয় জনে করে ? কিন্তু যিনি স্বীয় রাজ্য সম্পদ্ হইতে বিচ্যুত হইয়া আরাবল্লী পর্ব্বতের গহ্বরে গহ্বরে অবস্থিতি করিয়াও স্বদেশের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার সাধনের চেষ্টা পরিত্যাগ করেন নাই, যিনি চক্ষের সম্মুখে বনিতা ও আত্মজগণের অনাহার-ক্লেশ দর্শনে ব্যথিত হইয়াও আত্মমর্য্যাদা এবং জাতীয় গৌরব বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, সেই চিতোর-গৌরব মহাত্মা রাণা প্রতাপসিংহের নামে ভারতের কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি না অশ্রুপাত করিয়া থাকেন ?

চরিত্রই মানবের একমাত্র অবলম্বন। ধনসম্পদ্, প্রখরবুদ্ধি, ক্ষমতা প্রভৃতি লইয়া মানব কত দিন পরিতৃপ্ত ও প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে ? পার্থিব ধন, যশ, ক্ষমতা অতি অস্থায়ী—পদ্মপত্রের জলের ন্যায় অতি চঞ্চল। আজ যিনি বাহুবলে দিগ্বিজয় পূর্ব্বক স্বর্ণ মুকুটে মস্তক সুশোভিত করিয়া, সিংহাসনারূঢ় সম্রাট্, কাল যদি তাঁহার রাজবেশ সহিত সেই মুকুট কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে চীর-বসন পরাইয়া প্রকাশ্য পথে বহির্গত করিয়া দেওয়া হয়, তবে তাঁহার জীবনে এমন কি অবশিষ্ট থাকে,

যদ্দারা তিনি তাঁহার লুপ্তগৌরব পুনঃপ্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন? নেপোলিয়ন বোনাপার্টির জীবন আলোচনা কর, কি দেখিবে? ফ্রান্সের রাজসম্মান তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষ প্রাণকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিল না। তিনি ইটালীর রাজ-মুকুট মস্তকে পরিধান করিতে বাসনা করিলেন, ইংলণ্ডের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে অভিলাষী হইলেন এবং রুষিয়াকে স্বীয় পদতলে আনয়ন করিবার সংকল্প করিলেন। তাঁহার অজেয় সংকল্প ও উদ্যম তাঁহার অধিকাংশ আকাঙ্ক্ষাকেই কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সেই বিজয়-গৌরব অচিরেই অস্তমিত হইয়া গেল। তাহার কারণ কি? কারণ এই যে, তাঁহার সফলতা সাধুতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তিনি তাঁহার বিজয়-স্তম্ভকে বালুকারাশির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সুতরাং তদুপরি যখন ঝটিকা প্রবাহিত হইল, তখন তাহার অসারত্ব প্রতিপন্ন হইয়া পড়িল। যে নেপোলিয়ন সমগ্র ইয়ুরোপের রাজন্যবর্গের উপর প্রবল প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, অবশেষে তাঁহাকে সেই উন্নত সম্মান-শিখর হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক, নতশিরে পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দ্দূলের ন্যায় নির্জ্জন কারাগৃহে প্রবেশ করিতে হইল। তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপ, তাঁহার সংগ্রামসফলতা, তাঁহার পূর্ব্ব-গৌরব সকলই কারাগারের বাহিরে পড়িয়া রহিল। তখন তাঁহার জীবনে এমন কি সামগ্রী ছিল, যাহা তাঁহার হৃদয়ের গভীর পরিতাপ দূর করিতে, তাঁহার অবনত মস্তককে পুনরুন্নত

করিতে, তাঁহার অবসন্ন প্রাণে আত্মপ্রসাদের সঞ্চার করিতে পারিত?

চরিত্রশালী ব্যক্তি আপনার তেজে আপনি উজ্জ্বল হইয়া থাকেন। তাঁহাকে পৃথিবীর সম্রাটই কর, আর অরণ্যে শূকরচারণাই করিতে দেও, তিনি আপনার সম্ভ্রমে আপনি সম্ভ্রান্ত। সুখের সুকোমল অঙ্কেই স্থাপিত কর, অথবা দুঃখের ভীম নিষ্পেষণেই নিপীড়িত কর, তিনি সকল অবস্থাতেই অটল। দরিদ্র সক্রেটিস মিথ্যাপবাদে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন এবং বিষপানে প্রাণত্যাগ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। তখনও তিনি নির্ভয় নিশ্চিন্ত চিত্তে, শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করিতে করিতে গরল-পাত্র স্বীয় মুখে উত্তোলন করিয়াছিলেন। সার ফিলিপ সিড্‌নী রণক্ষেত্রে আহত, শুষ্ককণ্ঠ, আসন্ন-মৃত্যু হইয়াও স্বীয় পানপাত্র পার্শ্ববর্ত্তী মুমূর্ষু সৈনিককে দিতে আদেশ করিবার সময় বলিয়াছিলেন, "আমার অপেক্ষা তোমার প্রয়োজন অধিক।" এই সকল ব্যক্তির আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন বা জুলিয়স্ সীজরের ন্যায় ক্ষমতা অথবা রথ্‌স্ চাইল্ড বা জগৎশেঠের ন্যায় অগণ্য ধনরাশি ছিল না, কিন্তু সাধুতা, ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যপরায়ণতা, উপচিকীর্ষা গুণেই তাঁহারা সকলের চিত্ত বিমুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জীবনের অবস্থা ও কার্য্যবৈচিত্র্যের মধ্যে চরিত্রই মানবের অপরিবর্ত্তনীয় মেরুদণ্ডস্বরূপ।

শিক্ষার্থী যুবকবৃন্দ! নীতিহীন বিদ্যার চাকচিক্যে বিমুগ্ধ

হইও না, পরিণামে দেখিতে পাইবে তাহাতে সুখ নাই, শান্তি নাই, উন্নতি নাই এবং আনন্দ নাই। বিদ্যালাভকে অর্থোপার্জ্জনের উপায়স্বরূপ মনে করিও না, কিন্তু চরিত্রলাভের সোপানস্বরূপ মনে করিবে। চরিত্রধনে ধনী হওয়াই বিদ্যালাভের মুখ্য উদ্দেশ্য। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য প্রভৃতির গভীর আলোচনাদ্বারা জ্ঞানী হও, যশস্বী হও, ভাবুক হও, কিন্তু নীতিকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন জানিয়া চরিত্রশালী সাধু ব্যক্তিগণের চরণতলে উপবেশন পূর্ব্বক, অহরহঃ তাহার শিক্ষা ও সাধনায় নিযুক্ত থাক, বিশুদ্ধ সাধুজীবনলাভে তোমাদের জন্ম সার্থক হইবে।

(৬)

আত্মোৎকর্ষসাধন।

ছাত্রজীবন কি কখনও শেষ হয়? পর্য্যায়ক্রমে পরীক্ষার পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হয় বটে, কিন্তু ক্রমবিকাশশীল মানব-জীবনের শিক্ষার অন্ত কোথায়? মানবমনের জ্ঞানপিপাসার কি পরিসমাপ্তি আছে? মানবচরিত্রের বিকাশের কি সীমা আছে? মানবমন চিরঅর্জ্জনশীল, মানব-জীবন চিরউন্নতিশীল। পক্ষী প্রভাতসমীরণ-স্পর্শে জাগ্রত্ ও বালার্ককিরণে অনুরঞ্জিত হইয়া, অনন্ত আকাশে উড্ডীয়মান হয়, এবং পক্ষপুট বিস্তারপূর্ব্বক,

স্তরের পর স্তর শুভ্রসুকোমল মেঘরাজি ভেদ করিয়া, পূর্ণ উচ্ছ্বাসে তাহার মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীতে গগনতল প্লাবিত করিয়া, ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রদেশে উত্থিত হইতে থাকে। তদ্রূপ চিরউন্নতিশীল সজীব মানবাত্মা জনক-জননীর স্নেহসমীরণ হিল্লোলে প্রবোধিত এবং গুরুর জ্ঞান-কিরণে অনুরঞ্জিত হইয়া, এই জড়জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের সীমাকে অতিক্রম করিয়া, জ্ঞানের পর জ্ঞান অর্জ্জন করিতে করিতে, বিস্ময়ের পর বিস্ময় অনুভব করিতে করিতে, সম্প্রসারিত হইতেছে এবং নব নব আনন্দ সম্ভোগ করিতে করিতে, ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে অনন্ত জীবন সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে, কি জানি কোন্ অজ্ঞাত, অতীন্দ্রিয়, অনির্দ্দেশ্য, অসীম রহস্যের দিকে প্রধাবিত হইতেছে! এক যুগের মানব জ্ঞান, প্রীতি ও পুণ্যে উন্নতিলাভ পূর্ব্বক সেই শক্তিতে পর যুগের মানবকে সবল করত তাহাদিগকে সেই পথে অগ্রসর করিয়া দিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যান, তাঁহাদের পরবর্ত্তিগণ তৎপ্রদত্ত শক্তি ও শিক্ষায় তৎপ্রদর্শিত উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। এইরূপে যুগপরম্পরায় মানবজাতি জ্ঞানে, কার্য্যে সভ্যতায় ও ধর্ম্মে, অনন্ত উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। হে শিক্ষার্থিন্, ভাবিও না যে এই আকাঙ্ক্ষা, এই কর্ত্তব্য এই চেষ্টার বিরাম আছে। ভাবিও না কোথাও গিয়া এই উন্নতি-স্রোতের গতি রুদ্ধ হইবে। অতএব আলস্য-বর্জ্জনপূর্ব্বক আত্মোৎকর্ষলাভের জন্য আশা কর এবং উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে চির-জীবন পরিশ্রম কর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ হইলেই ছাত্রজীবন শেষ হয় না। এই সংসারে অনেক বিষয় শিখিবার আছে। গুরু ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রগণকে প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তিভূমি দেখাইয়া দেন মাত্র। এই ভিত্তির উপর ছাত্রগণকে, স্বীয় পরিশ্রমে, স্বচেষ্টায় ও স্বাবলম্বনে স্ব স্ব জীবনের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া লইতে হয়। চিন্তা, ভাব ও কার্য্যে স্বাধীনতা লাভ করা এবং স্বাবলম্বনে জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। বিদ্যালয় সেই উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী শক্তিবিকাশের সহায়তা করে এবং গুরু জীবনের গম্য পথ প্রদর্শন করেন। কিন্তু সেই পথে চলিতে হইলে, আত্মশক্তি, আত্মচেষ্টা, স্বাবলম্বন, দায়িত্ববোধ এবং প্রভূত পরিশ্রম অবশ্য প্রয়োজনীয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলেই কি মানবের শিক্ষা ও অধ্যয়নের শেষ হইল? স্বকীয় এবং পারিবারিক গ্রাসাচ্ছাদন সংগৃহীত হইলেই কি মানব-জীবনের কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের পরিসমাপ্তি হইল? তাহা কখনই নহে। ইহা মানবজীবনের নিতান্ত হীন আদর্শ। অন্নবস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য জীবন ধারণের প্রয়োজন নহে, জীবন ধারণ করিবার জন্যই অন্নবস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজন। কিন্তু সেই জীবন-ধারণের উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিই সেই মহৎ উদ্দেশ্য। পশু-জীবনের সহিত সংগ্রাম করিয়া উচ্চতর মানব-জীবন লাভ করাই সেই মহৎ উদ্দেশ্য।

এই যে সংসারে শত সহস্র মানব অন্নবস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করিতে করিতে জীবনের অবসান করিতেছে, আবার জিজ্ঞাসা করি, মানবকুলে তাহারা শ্রেষ্ঠ, না ঐ গারফীল্ড যিনি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা লইয়া সামান্য কৃষিকর্ম্ম হইতে স্বকীয় চেষ্টা ও পরিশ্রমে ক্রমে ক্রমে আমেরিকার অধিনায়ক হইয়াছিলেন তিনি শ্রেষ্ঠ ? যিনি স্বীয় ক্ষমতাকে চিনিতে চেষ্টা না করিয়া আত্মাদর বিস্মৃত হইয়া, আলস্য ও বিলাসিতার স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দেন এবং অদৃষ্টের উপাধান অবলম্বনপূর্ব্বক রাজা বা সম্রাট্ হইবার দিবাস্বপ্ন দর্শন করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ, না ঐ বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন যিনি অসাধারণ পরিশ্রম, অধ্যবসায় স্বাবলম্বন, সাধুতা ও ন্যায়নিষ্ঠাগুণে, মধূত্থবর্ত্তিকা প্রস্তুতকারীর পদবী হইতে ক্রমে ক্রমে দেশের সর্ব্বোচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং ধনী, জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত হইয়া স্বজাতীর বিবিধ উন্নতিসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ ? যে পৈতৃক আবাস ও উদ্যানের সংকীর্ণ গণ্ডীর অভ্যন্তরে জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে আবদ্ধ রাখিয়া, পরচর্চ্চা অথবা দ্যূত-ক্রীড়ায় অমূল্য জীবন যাপনপূর্ব্বক নিরীহ মেষ-শাবকের ন্যায় একমুষ্টি আহার লাভেই পরিতৃপ্ত হয়, সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, অথবা ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণতনয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যিনি প্রগাঢ় অধ্যবসায়, কঠোর পরিশ্রম এবং বৈরাগ্যগুণে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করত, স্বদেশে জ্ঞান বিস্তার ও স্বজাতীয়গণের দুঃখ-বিমোচন-ব্রতে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষ শ্রেষ্ঠ ?

শেষোক্ত শ্রেণীর মানবই যে জগতে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আত্মোৎকর্ষ সাধনের উপায় কি? প্রথমতঃ—অধ্যয়ন ও চিন্তা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমা অতিক্রম করিলেই অধ্যয়নের পরিসমাপ্তি হয় না। এবং সাংসারিক জীবন আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃত অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। অধ্যয়ন দ্বারা চির-জীবন জ্ঞানিগণের অভিজ্ঞতার আলোক লাভ করিয়া সেই আলোকে স্বীয় কর্ত্তব্য-পথকে উজ্জ্বল করিতে হইবে এবং প্রতিদিন নূতন তত্ত্ব, নূতন ভাব নূতন আদর্শ সঞ্চয় পূর্ব্বক, তৎসমুদায় স্বীয় জীবনের অঙ্গীভূত করত পর্য্যায়ক্রমে উন্নতি-শৈলের উচ্চ হইতে উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ—কি শারীরিক, কি মানসিক, কি নৈতিক, কি আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ অনুশীলনে নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা। অর্থের অপব্যবহার করিলে যেমন সাংসারিক উন্নতি বাধা প্রাপ্ত হয়, সময়ের অপব্যবহার করিলে তেমনি মানসিক এবং নৈতিক উন্নতিও ব্যাহত হইয়া থাকে। শক্তির যথাযথ নিয়োগ এবং সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারাই মানব-জীবনে অবিচ্ছিন্ন উন্নতি সংসাধিত হইয়া থাকে। প্রণালী ও শৃঙ্খলা ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় মানবের আত্মোৎকর্ষ লাভের চেষ্টা ও নিষ্ফল হইয়া যায়। কি কার্য্য কি অধ্যয়ন, কি চিন্তা, কি ব্যায়াম, কি পরোপকার সর্ব্ববিষয়েই সুপ্রণালী ও সুশৃঙ্খলা বিধানপূর্ব্বক অটল নিষ্ঠার সহিত অনুদিন প্রগাঢ়

পরিশ্রম করিলে, অজ্ঞাতসারে জীবনের উন্নতি সংসাধিত হয় এবং অন্তঃকরণে বিমল আত্মপ্রসাদ সমুপস্থিত হইয়া থাকে।

যুবকগণ! স্বীয় স্বীয় জীবনকে ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিও না। মানব জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিও না। আপনা-দিগের কর্ত্তব্যব্রত কি তাহা চিনিয়া লইয়া, শক্তি ও সময়ের সদ্ব্যবহার পূর্ব্বক দিনের পর দিন জ্ঞানে, প্রেমে ও পুণ্যে পরিপুষ্ট হইতে থাক। মহচ্চরিত্রের আদর্শ সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক অটল অধ্যবসায়-সহকারে অনন্ত উন্নতি-পথে অগ্রসর হও, প্রকৃত মনুষ্যত্বধনে ধনী হও এবং মানবসমাজকেও সেই ধনে ধনবান্ কর।

তৃতীয় অধ্যায়।

(১)

শ্রমশীলতা।

যদি কেহ অভিনিবিষ্ট চিত্তে মানবদেহের রচনাকৌশল পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন যে শ্রমেই ইহার পরিপুষ্টি, শ্রমেই ইহার পরিবর্দ্ধন এবং শ্রমেই ইহার বিকাশ। শরীরস্থ প্রত্যেক অবয়বের সন্ধি-সংযোজনা; পেশী-তন্তু সমূহের উপাদান ও প্রকৃতি; স্নায়ুতন্ত্রীনিচয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম প্রসারণ; ধমনী এবং শিরা সমুহের বিন্যাস ও কার্য্যপরম্পরা; হৃৎপিণ্ড এবং শ্বাসযন্ত্রের স্বাভাবিক সংকোচন ও প্রসারণ; পাকযন্ত্রস্থ নানা বিভাগের স্বতঃ রস-নিঃসারণ প্রভৃতি সর্ব্বসমঞ্জস নীরব ভাষায় এই নিগূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে যে পরিশ্রম দ্বারাই মানবকে জীবনযাত্রা সম্পন্ন করিতে হইবে। যে অদ্ভুত শিল্পী সূক্ষ্ম কৌশলে এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মানবদেহ রচনা করিয়াছেন, তিনিই আবার তদভ্যন্তরে গূঢ় শ্রম-শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন।

মানব ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি স্বাভাবিক অঙ্গ-সঞ্চালন হইতে আরম্ভ করিয়া, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর প্রকৃষ্টতর প্রণালী অনুসারে প্রাকৃতিক, পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষা দ্বারা স্বকীয় জীবনধারণ করে এবং জনসমাজের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের উপযোগী শ্রমশীলতায় অভ্যস্ত হইয়া, প্রকৃতির গূঢ় অভিপ্রায় পূর্ণ করিয়া থাকে।

আদি হইতে একাল পর্য্যন্ত শিল্প, বিজ্ঞান নীতিধর্ম্মে মানব সমাজে সভ্যতার ভূয়িষ্ঠ বিকাশ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বাষ্পবলে লৌহকাষ্ঠময় বৃহৎ শকটশ্রেণী তীরবেগে ছয়মাসের পথ ছয় দণ্ডে ধাবমান হইতেছে; ভারতবর্ষের সংবাদ তার-যোগে নিমেষ মধ্যে সুদূর ইয়ুরোপে চালিত হইয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য ও রাজকার্য্যের যৎপরোনাস্তি সৌকর্য্য বিধান করিতেছে; প্রকাণ্ড বাষ্পীয় পোতসমূহ বিশাল জলধিবক্ষঃ আলোড়িত করিয়া, দ্রুত গতিতে সুদূর প্রদেশে ভ্রমণ পূর্ব্বক অন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিতেছে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভাষা ভাব ও জাতিগত বিদ্বেষ দূর করত সদ্ভাব ও সহানুভূতি বিস্তার করিতেছে; বাষ্পীয় বয়ন-যন্ত্র, চক্ষের নিমেষে কার্পাস হইতে সূত্র এবং সূত্র হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া সুবৃহৎ বস্ত্রসম্ভার বন্ধনপূর্ব্বক বাণিজ্যার্থে দেশান্তরে প্রেরণ করিতেছে; মুদ্রাযন্ত্র প্রত্যহ রাশি রাশি ক্ষুদ্র বৃহৎ সংবাদপত্র ও গ্রন্থনিচয় মুদ্রিত করিয়া নগর হইতে নগরান্তরে প্রেরণ করিতেছে; সুচারু কারু-

কার্য্যখচিত সমুন্নত হর্ম্ম্যমালা নগর সকল সুশোভিত করিতেছে ; চিত্রবিদ্যা, ভাস্করবিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ শিল্প ও কারুকার্য্য ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিয়া জন-সাধারণের নয়নমন মুগ্ধ করিতেছে। অসংখ্য মানবের ঐকান্তিক কঠোর পরিশ্রমই এই সমুদায়ের মূলশক্তি। এত যে রাজকার্য্যের শৃঙ্খলা ও উন্নতি ; এত যে বিবিধ তত্ত্ব ও বিদ্যার গবেষণা, সাধনা ও প্রচার ; এত যে ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র সমূহের প্রণয়ন ও প্রচার, এ সকল মানবের গভীর মানসিক পরিশ্রমের ফল। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এই সুবিশাল জীবন্ত মানব-সমাজ ও ইহার সুখসমৃদ্ধি পরিশ্রমের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবনরক্ষা ও চরিত্রের বিকাশ সাধন করিতে হইলে প্রত্যেকেরই কোনও না কোনও কর্ম্মে পরিশ্রম করা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

পরিশ্রমই চরিত্র-বিকাশের প্রকৃষ্ট উপায়। পরিশ্রমদ্বারা বাধ্যতার অভ্যাস হয় ; আত্মসংযম শক্তি জাগ্রত হয় ; একাগ্রতা সংসাধিত হয়, এবং অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা হয়। পরিশ্রম মানবের নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ত্তব্যরাজিকে সহজ করিয়া তুলে এবং ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী ক্ষমতাগুলিকে প্রস্ফুরিত করিয়া দেয়।

আলস্য মানবজীবনের ঘোর বিড়ম্বনা ও চরিত্রের মহাশত্রু। ইহা বংশকীটের ন্যায় মানবের দেহ ও মনোমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে তাহার অস্থিমজ্জা ভক্ষণ করিতে থাকে এবং তাহাকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া পরিণামে

ঘোর দুর্দ্দশায় নিপাতিত করে। অলস ব্যক্তি কখনও সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হয় না, কোনও কাজে সফলতা লাভ করে না এবং প্রকৃত সুখের আস্বাদনে অধিকারী হইতে পারে না। মহাভারতে লিখিত আছে:—

"যে মানব আলস্যপরায়ণ হইয়া কেবল শয়নে থাকে তাহাতে অলক্ষ্মীর আবেশ হয়, কিন্তু কার্য্যকুশল ব্যক্তি স্বীয় কর্ম্মের ফল লাভ করত নিঃসন্দেহ অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন।"*

অলসব্যক্তি কোনও কালে শারীরিক সচ্ছন্দতা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। শিরোঘূর্ণন, অনিদ্রা, অজীর্ণ, বাত রোগ প্রভৃতি পীড়া তাহার দেহকে "ব্যাধি মন্দিরে" পরিণত করে; প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তাহার কাছে নিষ্প্রভ ভাব ধারণ করে; আত্মীয় পরিজনের সহবাসও তাহার নিকট বিরক্তিকর হইয়া উঠে। সে স্বার্থপরতার নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া, স্বীয় কক্ষ মধ্যে খিন্ন দেহে, বিষণ্ণ হৃদয়ে অবস্থান করে এবং জনসমাজের দোষ ত্রুটির তীব্র সমালোচনা করিতে করিতে অথবা ক্রমাগত অপরের অনিষ্ট চিন্তায় স্বীয় শোচনীয় জীবনের অবসান করে।

বিনা শ্রমে উপার্জ্জন, বিনা যত্নে সফলতা, বিনা আয়াসে সুখ সম্ভোগের বাসনা অনেকেরই মনে বিদ্যমান থাকে। বিনা অধ্যয়নে বিদ্বান্ হইতে, বিনা চেষ্টায় ধনবান্ হইতে, বিনা

* অলক্ষ্মীরাবিশত্যেনং শয়ানমলসং নরং।
নিঃসংশয়ং ফলং লব্ধ্বা দক্ষোভূতিমবাপ্নুতে॥"

আয়াসে সংগ্রামে জয়লাভ করিতে, বিনা সাধনায় যশ, প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে অনেকেই সাধ করিয়া থাকেন। কিন্তু পশ্চিমাকাশে অরুণোদয়ের ন্যায় সে প্রত্যাশা নিতান্তই অসম্ভব। তুমি প্রগাঢ় মানসিক শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিবে না, অথচ একদিন প্রভাতে সহসা জাগরিত হইয়া দেখিতে পাইবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানপত্র তোমার সুকোমল উপাধানের নিম্নে উপস্থিত রহিয়াছে; তুমি গভীর মনোযোগ ও অধ্যবসায় সহকারে বুদ্ধি ও জ্ঞানবৃত্তির অনুশীলন করিবে না, অথচ তোমার পাণ্ডিত্য প্রভায় জগৎ চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইবে; তুমি হস্তপদ সংকোচনপূর্ব্বক, আলস্যের সুকোমল শয্যায় বিশ্রাম-সুখ সম্ভোগ করিবে, অথচ নানা উপাদেয় ভোজ্য পেয়, আপনা আপনি তোমার কবলে আসিয়া উপস্থিত হইবে; তুমি বসিয়া বসিয়া অসার কল্পনা জল্পনায়, অমূল্য সময়ের শোচনীয় অপব্যবহার করিবে, অথচ প্রচুর ধন সম্পত্তি—স্বর্ণ, রজত, হীরক, রত্ন তোমার সম্মুখে আসিয়া পর্ব্বতাকারে স্তূপীকৃত হইবে—এ আশা কি নিতান্তই দুরাশা এবং দিবা-স্বপ্নের ন্যায় একান্ত নিষ্ফল নহে?

বীরপ্রবর ওয়াশিংটন যদি বহু সঙ্কটের মধ্যে অক্লান্তভাবে সৈন্য চালনপূর্ব্বক মহা সংগ্রাম করিয়া বিজয়ী না হইতেন, এবং লিঙ্কন, গারফীল্ড্ প্রভৃতি মহামতিগণ, স্বদেশের কল্যাণ-কল্পে প্রাণ মন সমর্পণ পূর্ব্বক পরিশ্রম না করিতেন, তবে নব অভ্যুদিত আমেরিক সভ্যতার প্রদীপ্ত আলোক আজ

কোথায় থাকিত? আর ইটালীর ঐ ধ্বংসাবশেষ শ্মশান ভূমির প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর! যে রোমক জাতি শক্তি সামর্থ্যে, শিল্পে বাণিজ্যে, জ্ঞানে ধর্ম্মে সকল জাতির অগ্রগণ্য হইয়া ধীরে ধীরে ইউরোপের চতুর্দ্দিকে অধিকার বিস্তারপূর্ব্বক অগ্রসর হইতেছিল, স্বীয় সৌভাগ্য-গর্ব্বে অহঙ্কৃত হইয়া, ক্রমে ক্রমে সেই জাতিই বিশ্রামের সুখশয্যা বিস্তারপূর্ব্বক, বিবধ বিলাস ও আমোদ ক্রীড়ায় নিরত হইল এবং অচিরাৎ আলস্য-কীট তাহার অস্থি, মাংস, মজ্জায় গূঢ় প্রবিষ্ট হইয়া পরিণামে তাহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিল।

জেমস্ ওয়াট্ যদি গভীর গবেষণাদ্বারা বাষ্পীয় শক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক বাষ্পীয় যন্ত্রের উন্নতি না করিতেন, এবং তৎপরবর্ত্তিগণ শারীরিক ও মানসিক শক্তি নিয়োগ পূর্ব্বক তাহার ক্রমোন্নতি সাধন না করিতেন, তবে আজি আমরা অল্প সময়ের মধ্যে দূর দূরান্তর প্রদেশে কিরূপে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইতাম? পাস্কাল, গ্যালভানি, টিণ্ডেল, হাক্‌স্লি, ডারউইন, এডিসন প্রভৃতি মহাবৈজ্ঞানিকগণ অক্লান্ত-ভাবে মস্তিষ্কের গভীর আলোড়নপূর্ব্বক প্রকৃতির রহস্যের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়াই ইয়ুরোপ ও মার্কিণ ভূমিতে অধুনা জড়বিজ্ঞানের এতাদৃশী উন্নতি সংশাধিত হইয়াছে। আমরা যে আজিও উপনিষৎ, গীতা, সাংখ্য, ন্যায়, মীমাংসা, রামায়ণ, মহাভারত, আয়ুর্ব্বেদ,

ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতির গৌরবে পুলকিত হইবার অধিকারী, তাহা জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, কণাদ, শঙ্করাচার্য্য, বাল্মীকি, ব্যাস, চরক, সুশ্রুত, পাণিনি, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় দেবর্ষি, রাজর্ষি, মহর্ষিগণের গিরিগুহা অথবা বিজন অরণ্যবাস-সম্ভূত ঐকান্তিক তপশ্চরণ এবং তাঁহাদের মানবচরিত্র ও মানব-সমাজের গূঢ় নিয়ম-নিচয়ের বহুদর্শন-জনিত প্রখর জ্ঞানের ফল। জীবন ধারণার্থে নিত্য প্রয়োজনীয় পান ভোজন হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞান ধর্ম্মের বিস্তার পর্য্যন্ত মানবের ঐহিক ও পারলৌকিক যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু এবং মানব-সমাজের সভ্যতা ও সৌভাগ্যের যাহা কিছু উপকরণ তৎসমুদায়ই পরিশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি মানব-সমাজ হইতে পরিশ্রমের তিরোভাব হয় তাহা হইলে উহা অধঃপতিত হইয়া অচিরেই আবার সেই দারুণ ক্লেশময় অন্ধতম আদিম বর্ব্বরাবস্থায় গিয়া উপনীত হইবে।

অতএব কি ধনী কি নির্ধন, কি বিদ্বান্ কি মূর্খ, কি স্বাধীন কি অধীন, কি ভদ্র কি ইতর, সকলের পক্ষেই পরিশ্রম একান্ত প্রয়োজনীয়। মানব পরস্পর সাহায্যসাপেক্ষ হইয়া সমাজে বাস করে। ধনবান্, নিত্য লক্ষ লক্ষ নির্ধন শ্রম-জীবীর কায়িক শ্রমজাত বিবিধ দ্রব্যে জীবন ধারণ ও সুখ সম্ভোগ করিয়া, যদি তাহার বিনিময়ে জনসমাজের জন্য কোনও প্রকার পরিশ্রম করিতে আপনাকে কর্ত্তব্যবদ্ধ বলিয়া অনুভব না করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই ভ্রান্তি ও অকৃতজ্ঞতার

অপরাধে অপরাধী। জ্ঞানী যদি অজ্ঞান শ্রমজীবিগণের শ্রম-সঞ্জাত অন্ন বস্ত্রে ও আত্মীয় বান্ধবগণের সেবায়, নিশ্চিন্ত মনে নির্জ্জন কক্ষে অধ্যয়ন বিলাসী হইয়া দিনযাপন করেন তাঁহার নির্জ্জন নিশীথ-লব্ধ বিদ্যা ও জ্ঞান জনসমাজে বিস্তার-কল্পে যদি তিনি চেষ্টা ও পরিশ্রম না করেন, তবে তিনিও ঘোরতর স্বার্থপরতা ও অকৃতজ্ঞতা দোষে দোষী। জন-সমাজের পরিশ্রমে পরিপুষ্ট হইয়া এবং সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্ভোগ করিয়া যে ব্যক্তি সাধ্যানুসারে কোনও না কোন আকারে তাহার প্রতিদান না করিয়া আলস্য বা বিলাসামোদে দিন যাপন করে, সে যে নিতান্ত নীচাশয়, কৃতঘ্ন, সমাজদ্রোহী, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে পরস্বাপহারী প্রবঞ্চকের সহিত তাহার তুলনা করিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। মহানুভব সাধুব্যক্তি কদাপি এরূপ শ্রমপরাঙ্মুখ নহেন। আলস্য ও অকর্ম্মণ্যতা কখনই মানবের জীবনের সুখ ও চরিত্রের গৌরব নহে। লর্ড ষ্ট্যান্‌লি বলিয়াছেন, "মানব যতই কেন অমায়িক-প্রকৃতি এবং অন্যান্য বিষয়ে সম্মানাস্পদ হউক না, কর্ম্ম ব্যতীত সে যে কখনও প্রকৃত সুখী হইয়াছে, বা হইতে পারে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না।" মহাত্মা সেন্টপল বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিতে চাহে না, অর্থ গ্রহণ করা তাহার উচিত নহে।" তিনি স্বীয় জীবনেও এ কথার গৌরব ও সার্থকতা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সাধু পল স্বীয় ধর্ম্মজীবনের জীবন্ত প্রভাবে, অতুল

পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতায়, মহোৎসাহে দেশ দেশান্তরে ধর্ম্ম-প্রচার করিতেন, কিন্তু স্বীয় জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য কাহারও নিকট কিছু প্রতিগ্রহণ না করিয়া স্বহস্তে পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক তদ্বিক্রয়লব্ধ অর্থেই জীবন ধারণ করিতেন।

কার্য্যই চরিত্রের রচয়িতা। চরিত্র এমন সামগ্রী নহে যে উহা কোনও পণ্যজীবীর বিপণি হইতে ক্রয় করত তদ্দ্বারা শরীর সুশোভিত করা যাইবে এবং তাহা দর্শন করিয়া সকলে প্রশংসা ও সাধুবাদ প্রদান করিবে। চরিত্রের মূল নিয়ম-সমূহ আমরা সকলেই অবগত আছি। কে না জানে সত্য-পরায়ণতা বা ন্যায়নিষ্ঠা কি? অথবা দয়া বা পরোপকার কাহাকে বলে? চরিত্রের দৃষ্টান্তও আমরা ভূরি ভূরি দর্শন করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে, বাক্যে ও ব্যবহারে যখন সেই সকল সদ্‌গুণ প্রকাশ পাইতে থাকে এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা তাহা আমাদিগের প্রকৃতির সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়া জীবনে বদ্ধমূল ও অটল হইয়া যায়, তখনই আমরা প্রকৃতপক্ষে চরিত্রধনে অধিকারী হই। কেবল মুখে চরিত্রের ব্যাখ্যা করিলেই হইবে না, কেবল চরিত্রের আদর্শ কল্পনা করিয়া, অলসশয্যায় সুখে নিদ্রা গেলে হইবে না, কিন্তু আমাদের দৈনিক জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ কর্ত্তব্যরাজির মধ্যে সত্য, ন্যায়, আত্মসংযম, সৌজন্য, দয়া, দেশহিতৈষণা প্রভৃতিকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতে হইবে।

সময়ের সদ্ব্যবহার।

যদ্রূপ বিন্দু বিন্দু বারি লইয়াই সমুদ্র, কণা কণা বালুকা লইয়াই মরুভূমি, তদ্রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত লইয়াই এই মানবজীবন। সুতরাং প্রতি মুহূর্ত্তে সময়ের সদ্ব্যবহার করিলেই জীবনের সদ্ব্যবহার করা হয়। যে সময়ে কোন কার্য্য আরম্ভ করা উচিত, তদপেক্ষা বিলম্বে আরম্ভ করিলে সে কার্য্য ফলপ্রসূ হয় না। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ বাক্য আছে; "সূর্য্য যখন কিরণ বিতরণ করে, তখনই তৃণ শুষ্ক কর।" একথা অতীব মূল্যবান্। বাস্তবিক যখন রৌদ্র থাকে তখন যদি তৃণ শুষ্ক না করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া দাও, কে বলিতে পারে রজনীযোগে ঘোর মেঘাড়ম্বরে অজস্রধারে বারি বর্ষিত হইয়া সেই তৃণ বন্যার জলে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে না? যদি কৃষক যথাসময়ে স্বীয় ক্ষেত্রের কণ্টকবৃক্ষাবলী উৎপাটন পূর্ব্বক ভূমির যথাযথ কর্ষণ না করিয়া, তাম্রকূট সেবনে বা আরামপ্রদ কন্থাবলম্বনে, সুখ-নিদ্রায় সুযোগ অতিবাহিত করে, তবে সে পরিণামে কণ্টকবৃক্ষ এবং অনুতাপ ব্যতীত আর কি প্রাপ্ত হইবে? যদি কেহ সপ্তাহব্যাপী যত্ন ও চেষ্টায় কোন দেশে গমন করিবার জন্য সুসজ্জিত ও প্রস্তুত হইয়াও, বাষ্পীয় যান বা পোত ছাড়িবার দুই মিনিট পরে গিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহার সমস্ত সপ্তাহের সযত্ন ও সাগ্রহ

সজ্জা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায়, হয় ত তাহার বিষয় কার্য্যের দারুণ ক্ষতি হয় এবং গভীর মনঃক্ষোভে তাহাকে গৃহে ফিরিয়া আসিতে হয়। রোগের প্রারম্ভে তাহার প্রতিকার-চেষ্টা না করিয়া, যখন উহা সাংঘাতিক আকার ধারণ করে, তখন রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া দেশের সমস্ত সুচিকিৎসক তোমার দ্বারদেশে একত্রিত করিলেও রোগীর জীবন রক্ষা করা কি অনেক সময় অসম্ভব হয় না? নদীর বাঁধে সামান্য ছিদ্র হইয়া যখন তাহা হইতে অল্প অল্প জল নিঃসারিত হইতে থাকে তখন যদি তাহার সংস্কার চেষ্টা না করা যায়, তবে ঐ সামান্য বারিপ্রবাহ ক্রমে বৃহদায়তন হইয়া বাঁধ ভগ্নকরত জনপূর্ণ গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র সকল জলপ্লাবিত করিয়া দিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর হে বিদ্যালয়ের ছাত্র! তুমি যদি অধ্যয়নে বিরত হইয়া, ক্রীড়া-কৌতুক, আমোদ-প্রমোদে সম্বৎসর যাপন পূর্ব্বক পরীক্ষার মাসমাত্র-কাল অবশিষ্ট থাকিতে প্রত্যেক পুস্তকের পাঠ আরম্ভ কর, তবে ইহা নিশ্চয় যে, তুমি এক বৎসরের পাঠ একমাসে সম্পন্ন করিতে পারিবে না এবং পরীক্ষায় সফলতা লাভ করিতে অসমর্থ হইবে। যে ব্যক্তি কার্য্যের সময় নিদ্রা যায়, নিদ্রার সময় অধ্যয়ন করে ও আহারের সময় ভ্রমণে বহির্গত হয়; যে ব্যক্তি ছাত্র-জীবনে দেশহিতৈষণার বক্তৃতায় সময় যাপন করে, পারিবারিক গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জ্জনের সময় ধ্যান চিন্তায় মগ্ন হইতে চাহে এবং দুর্ভিক্ষের

হাহাকারের মধ্যে দ্যূতক্রীড়ায় সময় অতিবাহিত করে; যে ব্যক্তি দিবা দ্বিপ্রহরে আলোক জ্বালিয়া আমোদ প্রমোদ করে এবং সন্ধ্যা-সমাগমে গ্রন্থ লইয়া তীব্র দৃষ্টি সঞ্চালনে অধ্যয়নের নিষ্ফল চেষ্টা করে, তাহার কোনও কার্য্যেই কখন সিদ্ধি লাভ হয় না এবং কোনও কালেই তাহার চরিত্র গঠিত হয় না। যথাসময়ে কার্য্য আরম্ভ না করিলে, এবং যখন কার্য্যে প্রগাঢ় মনোযোগ দেওয়া উচিত তৎকালে হাস্যামোদে রত হইয়া দিন যাপন করিলে, জীবনব্যাপী অবসাদ, নৈরাশ্য ও বিফলতাই সঞ্চয় করিতে হয়। অতএব কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে হইলে দৈনিক কর্ত্তব্যনিচয়কে প্রণালী বদ্ধ করিয়া, সময় নির্দ্ধারণপূর্ব্বক কার্য্য করা উচিত।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন যে সামান্য বালক-ভৃত্যের পদ হইতে ক্রমে ক্রমে স্বদেশের শীর্ষস্থানীয় সম্ভ্রান্ত পদবীতে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, প্রগাঢ় পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে সময়ের সদ্ব্যবহার তাহার প্রধান কারণ। তিনি তাঁহার জীবনের সর্ব্বাবস্থাতেই কর্ত্তব্য কার্য্যগুলির সময়নির্দ্ধারণ করিয়া লই-তেন। তাঁহার আহার, নিদ্রা, অধ্যয়ন, কার্য্য, ভ্রমণ, লৌকিকতা প্রভৃতি তাবৎ ব্যাপারই নির্দ্দিষ্ট সময়ানুসারে সুসম্পন্ন হইত, একটী ও পরিত্যক্ত হইত না। সুতরাং তাঁহার জীবনের এক মুহূর্ত্তও অপব্যবহৃত হয় নাই। মহাবীর নেপোলিয়ন যে অপ্রতিহত পরাক্রমে বহুসংগ্রামে বিজয়লাভপূর্ব্বক ইয়ুরোপ-ভূমিতে স্বীয় যশোবৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করিতে সমর্থ হইয়া

ছিলেন, সমরকার্য্যে শৃঙ্খলা এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবার শক্তিই তাহার নিগূঢ় কারণ।

অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারক, বাগ্মিপ্রবর স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কার্য্য-শৃঙ্খলা ও সময়যাপন-প্রণালী অতি সুন্দর ছিল। তাঁহার পাঠাগারে পুস্তক, কাগজ, কলম, মসীপাত্র প্রভৃতি, তাঁহার বস্ত্রাধারে পরিচ্ছদসমূহ, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত একই শৃঙ্খলায় সজ্জিত ছিল। তাঁহার দৈনিক জীবনের বিবিধ কর্ত্তব্য কার্য্য একই ভাবে, একই প্রণালীতে সম্পাদিত হইত। কথা কহিবার প্রণালী, লিখিবার প্রণালী, বক্তৃতা করিবার প্রণালী, অধিক কি, সূচীতে সূত্র দিবার প্রণালীটী পর্য্যন্তও অপরিবর্ত্তনীয় ছিল। কলিকাতার টাউনহলে তাঁহার বক্তৃতার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইলে, দলে দলে শ্রোতা আসিয়া সেই প্রশস্ত গৃহ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিত। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সকলে উৎকণ্ঠিতচিত্তে উদ্‌গ্রীব হইয়া তাঁহার সভাতলে আগমন প্রতীক্ষা করিত, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়েই, ঘটিকাধ্বনি শ্রুত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, শত শত লোকের আনন্দসূচক করতালির মধ্যে বক্তার প্রফুল্ল-গম্ভীর, উন্নত মূর্ত্তি বক্তৃতামঞ্চে সমাসীন দেখা যাইত। তাঁহার সময়নিষ্ঠা এরূপ দৃঢ় ছিল যে, দারুণ দুর্য্যোগ তুচ্ছ করিয়া, বর্ষার জলধারায় সিক্ত হইয়া, অন্যের অনুপস্থিতিসত্ত্বেও তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট সভাগৃহে উপস্থিত হইতেন।

(৩)

অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা।

ইংরাজীতে প্রবাদ আছে, "রোমনগরী এক দিনে নির্ম্মিত হয় নাই।" বাস্তবিক নগর নির্ম্মাণের ন্যায় অন্যান্য কার্য্যে সফলতাও একদিনে লব্ধ হয় না। "একটু একটু করিয়া পথ অতিবাহিত হয়, একটু একটু করিয়া পথ অতিবাহিত হয়, এবং একটু একটু করিয়াই পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করা যায়।"*

কোনও কার্য্য আরম্ভ করিয়া, প্রগাঢ় অধ্যবসায় অবলম্বন-পূর্ব্বক বহুল বাধাবিপত্তি পরাজয় করিয়া নিবিষ্ট মনে পরিশ্রম করিলে তবে তাহাতে সিদ্ধিলাভ হয়। এক সময়ে মহা উৎসাহে কোনও কাজ আরম্ভ করিলে, কিন্তু দিবসত্রয় অতীত হইতে না হইতেই তোমার উৎসাহ শিথিল হইয়া আসিল এবং তুমি সে কার্য্য পরিত্যাগ করিলে। আজ তুমি কোনও বন্ধুর উৎসাহ ও প্ররোচনায়, মহোদ্যমে কোনও কার্য্যের সূত্রপাত করিলে, কিন্তু একমাস কাল অতীত হইলে তাহার কোন ফল দর্শন না করিয়া তুমি নিরাশ হইতে লাগিলে; অন্য একজন বন্ধু আসিয়া তোমার কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন, অমনি তুমি বিগতোদ্যম হইয়া ভগ্নমনে সে কার্য্য পরিত্যাগ করিলে। আজ তুমি

---

* "শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনং।"

মহজ্জীবনের আখ্যায়িকা. পাঠে উৎফুল্লচিত্তে, আশান্বিত হইয়া কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, কিন্তু তৎপথে নানা বিঘ্ন বিপত্তি দর্শনে নিরাশ হইয়া পুনরপি অন্য এক কার্য্য অবলম্বন করিলে। ঈদৃশ পরিবর্ত্তনশীলতা, চঞ্চলতা ও অসহিষ্ণুতা লইয়া কেহ কস্মিন্‌কালে কোনও কার্য্যে সফলতা লাভ করে নাই বা করিবেও না।

আমেরিকাভূমির আবিষ্কর্ত্তা কলম্বস যখন স্বীয় অভিপ্রায় রাজসভাতে বিজ্ঞাপিত করেন, তখন রাজা অবধি তাঁহার বন্ধুবান্ধব পর্য্যন্ত স্বদেশীয় তাবৎ ব্যক্তিই তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রবল বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি সকল বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া স্বীয় সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য অর্ণবপোতারোহণে বহির্গত হইলেন। কতিপয়মাত্র সহচর সমভিব্যাহারে স্বকল্পিত প্রহেলিকাময় বিশ্রাম বিহীন মহাযাত্রায়, কতদিন দিগন্তপ্রসারিত মহার্ণববক্ষে পোতচালনা করিলেন। সঙ্গিগণ নিরাশ হইতে লাগিল, আহার্য্যসামগ্রী নিঃশেষিত হইয়া আসিল, করাল কাল সেই নিরাশ্রয় ক্ষুদ্র অর্ণবযান মধ্যে ভীষণ হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিল, কলম্বস সহচরগণের তীব্র অভিসম্পাতের পাত্র হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি এ সকল বিপদ কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া পোতচালনপূর্ব্বক অবশেষে স্বীয় অভীষ্ট স্থানে অবতীর্ণ হইলেন, এবং সুবিস্তীর্ণ নূতন ভূমির আবিষ্কারের জন্য পরিণামে তাঁহার মস্তকে অক্ষয় যশের গৌরব-মুকুট স্থাপিত হইল।

স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অধ্যবসায়-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তাঁহার পিতা প্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় বহুলক্ষ টাকা ঋণ রাখিয়া পরলোকগত হন। সেই ঋণ পরিশোধের কোনও উপায় ছিল না। সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ, পারিবারিক ভরণপোষণ নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়স্বরূপ তাঁহার পৈতৃক জমিদারীর আয় হইতে সেই ঋণ পরিশোধে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সুবৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহের জন্য অত্যল্পমাত্র বৃত্তি নির্দ্ধারিত রাখিয়া জমীদারীর অধিকাংশ আয় ঋণপরিশোধার্থে প্রদান করিতে লাগিলেন। রাজভোগ এবং বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া ধনি-সন্তান দেবেন্দ্রনাথ এই সময় অতি সামান্য আহার্য্য গ্রহণ ও সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। তদীয় বৃহৎ পরিবারের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি স্বীয় সংকল্প হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না, এবং ঈদৃশ অধ্যবসায়গুণে বহুবৎসরে সেই ঋণরাশি পরিশোধ করিতে সমর্থ হইয়া, পরিণামে স্বীয় সম্পত্তি যথেপ্সিত সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

(৪)

আশাশীলতা ও উদ্যম।

যদি কোনও ব্যক্তি চিন্তাপূর্ব্বক কার্য্যসাধনের সুপ্রণালীর উদ্ভাবনা করে এবং অসীম অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার সহিত তাহাতে নিষ্ঠাবান্ থাকিবার জন্য প্রস্তুত হয়, তথাপি সেই কার্য্য তদীয় প্রাণে আনন্দ সঞ্চার না করিলে এবং তাহার সফলতা সম্বন্ধে সংশয় বিদ্যমান থাকিলে, কদাপি সে তৎকার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। আশাহীন সন্দিগ্ধ চিত্তে কখনও উদ্যম ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় না। উদ্যম ব্যতীত কোনও কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। উদ্যমই কার্য্যের প্রাণস্বরূপ। যে ব্যক্তি কোনও কার্য্যের সঙ্কল্প করিয়া জড়তার আসনে উপবেশন পূর্ব্বক নিমীলিত নয়নে, সন্দিগ্ধ মনে তাহার ফলাফল বিচারেই দিবস অতিবাহিত করিতে থাকে, তাহার সঙ্কল্প কোনও কালেই ফল প্রসব করিতে সমর্থ হয় না। "দৈব" অথবা "অদৃষ্টের" উপাধান অবলম্বন-পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত মনে, নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্টভাবে প্রতীক্ষা করার নাম অধ্যবসায় নহে। "যে কখনও বপন করে নাই, সে কখনও শস্য কর্ত্তন করিবে না।" উদ্যমবিহীন সঙ্কল্প আকাশ-কুসুম, উদ্যমবিহীন কার্য্যপ্রণালী মৃত, উদ্যমবিহীন সহিষ্ণুতা কাপুরুষতা, উদ্যমবিহীন অধ্যবসায় আলস্যের নামান্তরমাত্র। উদ্যমই প্রাণস্বরূপ হইয়া চিন্তা, সঙ্কল্প,

কার্য্যপ্রণালী, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতাকে সঞ্জীবিত রাখে। হিতোপদেশকার বলিয়াছেন :—

"কার্য্যসমূহ উদ্যমের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে, শুষ্ক কল্পনা দ্বারা হয় না। নিদ্রিত সিংহের মুখে কখনও মৃগ সকল স্বয়ং আসিয়া প্রবেশ করে না।"*

"উদেযাগী পুরুষসিংহকেই লক্ষ্মী আশ্রয় করিয়া থাকেন। দৈববশতঃ সৌভাগ্যলাভ হয়, একথা কেবল কাপুরুষেই বলিয়া থাকে। দৈবকে নিহত করিয়া আত্মশক্তিদ্বারা পুরুষার্থ সাধন কর। যত্ন করিয়াও যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয় তবে তাহাতে দোষ কি?" †

নেপোলিয়ন বোনাপার্টি মহা উদ্যমশালী পুরুষ ছিলেন। কোনও স্থানে সমরযাত্রা করিবার সময়ে তাঁহার সৈন্যগণ বলিয়াছিল যে আল্‌স্ পর্ব্বত সেই পথে বাধাস্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। তাহাতে তিনি মহা তেজে উত্তর করিয়াছিলেন, "আল্‌স্ ওখানে থাকিবে না।" তাঁহার আদেশে অনতিবিলম্বেই গিরিবর্ত্ম প্রস্তুত হইল, এবং তৎপথে সৈন্যগণ সমরযাত্রা

* "উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥"

† "উদেযাগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষ মাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥

[ক]রিল। উদ্যমগুণে তিনি সকল কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করিতেন, [স্ব]ীয় উদ্যম অপরের প্রাণে সঞ্চারিত করিতেন, এবং উদ্যমশীল-[ত]ার আকর্ষণে সকলকেই বশীভূত করিয়া ফেলিতেন।

বাস্তবিক উদ্যমশালী পুরুষের নিকট কোনও কার্য্যই [অ]সম্ভব বলিয়া মনে হয় না কোনও বাধাবিঘ্ন তাঁহাকে [অ]ভীপ্সিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না আমাদের [স্ব]র্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান [হ]ইয়াও যে পরিণামে নানাকার্য্যে সিদ্ধিলাভ করত জগতে [চি]রস্মরণীয় নাম রাখিয়া গিয়াছেন, তদীয় উদ্যমশীলতাই [ত]াহার প্রধান কারণ। তাঁহার হৃদয় যেমন দয়ার অনন্ত সাগরবৎ [ছি]ল, তাঁহার জীবনও তেমনি বিচিত্র কর্ম্মের উত্তাল তরঙ্গময় [স]মুদ্রের ন্যায় আলোড়িত ছিল। উদ্যম ও উৎসাহে পরিপূর্ণ [হ]ইয়া, তিনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ নানাকার্য্যে প্রধাবিত হইতেন [ত]াহার বিচিত্রতাপূর্ণ ক্রিয়াশীল জীবনের কোন্ কার্য্যের উল্লেখ [ক]রিয়া তাঁহার উদ্যমের পরিচয় প্রদান করিব? একদা [স্ব]র্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে কোনও কাজ করিয়া [দি]বার জন্য তিনি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। অনন্তর কোনও [স]ময়ে সংস্কৃত কলেজে একজন অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে [বি]দ্যাসাগর মহাশয় তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে ঐ পদে নিযুক্ত [ক]রিবার জন্য তথাকার তদানীন্তন অধ্যক্ষ ময়েট সাহেবকে [অ]নুরোধ করেন। ময়েট সাহেব বাচস্পতি মহাশয়কে আবেদন [ক]রিবার-জন্য অনুরোধ করিতে বলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়

প্রথমতঃ বাচস্পতি মহাশয়কে পত্র লিখিবার সঙ্কল্প করেন। কারণ, তিনি সে সময় কালনায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। কিন্তু দুই দিবস পরে ঐ শূন্য পদ পূরণ করা হইবে, সুতরাং পত্রের উত্তর পাইতে বিলম্ব হইলে কাজটী হস্তান্তরিত হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই দিবসই রাত্রিযোগে একজন আত্মীয় সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে ত্রিশ ক্রোশ ব্যবধান কাল্‌নাগ্রামে বাচস্পতি মহাশয়ের উদ্দেশে পদব্রজে যাত্রা করিলেন, এবং সমস্ত রাত্রি পথপর্য্যটন পূর্ব্বক পরদিবস মধ্যাহ্নে কালনায় উপনীত হইলেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি বাচস্পতি মহাশয়ের আবেদন ও প্রশংসাপত্রসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় সেই দিনই পূর্ব্ববৎ পদব্রজে কলিকাতা যাত্রা করিলেন! এরূপ উদ্যম না থাকিলে কি বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বদেশে জ্ঞান বিস্তার এবং জনসমাজের অশেষ বিধ কল্যাণকর কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করত আজ ভারতের কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়-সিংহাসনে একচ্ছত্র রাজত্ব সংস্থাপনে সমর্থ হইতেন?

বিখ্যাত পর্য্যটক ডেভিড লিভিংষ্টোনের অপরিসীম উদ্যম ছিল। তাঁহার জীবনী পাঠ করিলে, তদীয় উদ্যম-শীলতার পরিচয় পাইয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। বাল্যকালে তিনি কোনও সূত্রের কারখানায় সামান্য শ্রমজীবীর কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বালজনোচিত প্রথমলব্ধ অত্যল্পমাত্র অর্থের কিয়দংশ ব্যয় করিয়া তিনি একখানি লাটিন ভাষার

ব্যাকরণ ক্রয় করেন এবং একটি নৈশ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া লাটিনভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন। রাত্রি দ্বাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত জাগরণপূর্ব্বক সেই শ্রমজীবি বালক বিদ্যোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং কতিপয় বৎসরের মধ্যেই লাটিন-ভাষার প্রসিদ্ধ কবিগণের উৎকৃষ্ট কাব্যসমূহ, বহুসংখ্যক উপন্যাস ও পর্য্যটন বৃত্তান্ত এবং বিবিধ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী অধিগত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অত্যল্প মাত্র অবসর তিনি উদ্ভিদ্‌বিদ্যা অধ্যয়ন ও বৃক্ষলতাদির সংগ্রহে যাপন করিতেন। বালক লিভিংষ্টোন্ কর্ম্মস্থানের ভীষণ কোলাহলের মধ্যেও অধ্যয়নে বিরত থাকিতেন না। সম্মুখে গ্রন্থ রক্ষা করিয়া কর্ম্ম [illegible] ও মধ্যে মধ্যে সতৃষ্ণ-নয়নে দুই একটি বাক্যের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ-পূর্ব্বক তাহার মর্ম্মগ্রহণে চেষ্টা করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের প্রচারক হইবার বাসনা জাগ্রত হইল। তদনুসারে লিভিংষ্টোন প্রচারকার্য্য শিক্ষা ও চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি তাঁহার আয় হইতে সাধ্যানুসারে অর্থ সঞ্চয় করিয়া স্বীয় অভীষ্ট শিক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি কারখানায় কাজ করিয়াও গ্লাসগো নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা, ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যও গ্রীকভাষা শিক্ষায় কতিপয় বর্ষ যাপন পূর্ব্বক অবশেষে নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষাসমূহে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন এবং "ডাক্তার লিভিংষ্টোন"

এই উপাধিতে ভূষিত হইয়া অভীষ্ট কার্য্যে বহির্গত হইলেন।

(৫)

জীবনের বিশেষ কার্য্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সকলেই এ সংসারে এক কাজ করিতে আগমন করে না। এই মহান্ বিশ্ববক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, ইহার মধ্যে অসংখ্য বিচিত্র পদার্থের সমাবেশ রহিয়াছে, এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই স্বীয় স্বীয় কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, মেঘ বিদ্যুৎ, বায়ু অগ্নি, গিরি, কানন, নদী সমুদ্র, বৃক্ষলতা ফল পুষ্প প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে,অমোঘ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে, অটলভাবে নীরবে নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চলিতেছে। তাহাদের পরস্পরের সমবেত কার্য্য, মনোহর ঐক্যতান বাদনের ন্যায় এক চিরজীবন্ত সঙ্গীতরূপে অনন্ত উন্নতিপথে বিশ্বপতির চরণোদ্দেশে উত্থিত হইতেছে। এখানে প্রত্যেক মানবেরই বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিবার আছে। তাহা গ্রহণ না করিয়া যদি কেহ সংসারবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া কেবল গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ অথবা যশঃপ্রতিষ্ঠা লাভে ইচ্ছুক হন, তবে যথাযথ প্রথা ও প্রণালী অনুসারে সংসারস্থ যে

কোনও কার্য্য অবলম্বন করিলেই তিনি কৃতকার্য্য হইবেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রাণের নিভৃত অবসাদ ও ক্ষোভ নিবারিত হইবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি জীবনের এতদপেক্ষা মহত্তর নিগূঢ় উদ্দেশ্য প্রাণের সহিত অনুভব করেন, তিনি ইন্দ্রিয়-সুখকে তুচ্ছ করিয়া, যশোমান পদতলে বিদলিত করিয়া, লৌকিক কার্য্যের আবরণ বিদীর্ণ করিয়া স্বীয় জীবনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসাধনে সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় জনসমাজে বহির্গত হন এবং জনসমাজও তাঁহার সেই কার্য্য হইতে অশেষ কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে।

মহাত্মা শাক্যসিংহ যদি কঠোর বৈরাগ্যে পূর্ণ হইয়া, রাজ্য-সুখ ও রাজসম্ভ্রম চরণে ঠেলিয়া, অটল অক্ষুণ্ণ ভাবে, গিরি-গুহা ও বৃক্ষমূলে দুষ্কর তপশ্চর্য্যা না করিতেন, তবে জগতে তাঁহার প্রচারিত জ্ঞান ও প্রীতির আলোক আজ কোথায় থাকিত? ভক্তকুল-চূড়ামণি শ্রীচৈতন্য যদি সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় সংসারসুখে মগ্ন হইয়া স্বীয় অলৌকিক প্রতিভাকে চতুষ্পাঠীর ছাত্রাধ্যাপনা ও তর্কবিচারেই নিয়োজিত করিতেন, তবে সংসার মরুভূমিতে বাসনাবিকার-সন্তপ্ত মানবের প্রাণ জুড়াইবার জন্য তৎপ্রদর্শিত ব্যাকুল, হৃদয়োন্মাদক হরিভক্তির শান্তিময় শীতল সরোবর কেমন করিয়া প্রকাশিত হইত? যদি "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ—"এই শ্লোক বাল্মীকি-প্রতিভার উচ্ছ্বাসরূপে তদীয় বদন হইতে বিনিঃসৃত না হইত, তাহা হইলে বিমল অমৃতধারোপম রাম-জীবনের মধুর কাহিনী

আজ কোথায় থাকিত? কিন্তু দেখ, কবিবর মধুসূদন ও বাইরণের ন্যায় মহোজ্জ্বল প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের জীবনের প্রকৃত আহ্বান বুঝিতে অসমর্থ হইয়া বায়ুচালিত শুষ্ক পত্রের ন্যায় চিরজীবন বাসনা-বিতাড়িত হইয়া সংসারের দুঃখসন্তাপের সহিত নিষ্ফল সংগ্রাম করিলেন; তাঁহাদের প্রতিভা অৰ্দ্ধস্ফুট পুষ্পের ন্যায় বিকশিত হইতে না হইতেই, পরিশুষ্ক ও ম্লান হইয়া গেল, এবং পরিশেষে তাঁহারা শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়া হতাশ চিত্তে, অনুতাপ ও ক্রন্দন করিতে করিতে ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। আমরা তাঁহাদিগের প্রতিভার অণুমাত্র সৌরভেই বিমুগ্ধ হইয়াছি। যদি তাহা পূর্ণ বিকাশের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, ইন্দ্রিয় সুখের অতীত নিৰ্ম্মল স্থানকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইত, তবে না জানি মানবজাতি আজ কতই কল্যাণ ও আনন্দালাভ করিত।

অনেকের ধারণা এই যে সামান্য কাৰ্য্য বা সাধারণ ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিলে মানব তাহার জীবনের বিশেষ লক্ষ্য নির্দ্দেশ বা সাধন করিতে সমর্থ হয় না। একথা কখন ও স্বীকার করা যাইতে পারে না। এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে যে অতি সামান্য কাৰ্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও জগতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় জীবনের লক্ষ্য সাধনপূৰ্ব্বক তদ্দ্বারা জনসমাজের মহাকল্যাণ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। আমরা জন ষ্টুয়ার্ট মিল, সেক্সপীয়ার, মার্টিন লুথার, সেণ্টপল

প্রভৃতির নাম স্মরণে শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে অবনত হই। কিন্তু ইঁহাদিগের ন্যায় মহৎ ব্যক্তিগণকে কিরূপে জীবিকার সংস্থান করিতে হইত তাহা অনেকেই অবগত নহেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিল ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কর্ম্ম করিতেন। ইংরাজী কাব্যের পিতৃস্থানীয় কবি চষার প্রথম জীবনে সৈনিকের কার্য্য করিতেন এবং পরিণত জীবনে রাজকীয় বাণিজ্যসংক্রান্ত কোন সম্ভ্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মিল্টন রাজকীয় লাটিন সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার "প্যারাডাইস্ লষ্ট" নামক অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য ও অন্যান্য কবিতা তদীয় অবকাশকালে রচিত। মহাকবি সেক্সপীয়র আজীবন তেজারতির ব্যবসায় করিতেন এবং সেই কার্য্যেই তাঁহার অধিকাংশ সময় নিয়োজিত হইত। সার আইজাক্ নিউটন তঙ্কশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক লর্ড বেকন প্রথমতঃ ব্যবহারজীবী ছিলেন, তৎপরে লর্ড চ্যান্সেলরের পদ প্রাপ্ত হন। দার্শনিক পণ্ডিত স্পিনোজা স্বহস্তে কাচ পরিষ্কার পূর্ব্বক গ্রাসাচ্ছাদন অর্জ্জন করিতেন। আমাদের দেশেও দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। বঙ্গভাষার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান, প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জীবনের অধিকাংশ কাল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে প্রগাঢ় শ্রম করিয়া গিয়াছেন। নাটক-রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় ডাকবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুদিন যাবৎ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানে বঙ্গদেশে

বহুসংখ্যক বিদ্যালয় পরিচালিত হইত। এই কার্য্যে তিনি যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণের সুখ্যাতি ও সন্তোষের ভাজন হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি দেশে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা ও বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং দীন দুঃখীর ক্লেশ মোচনে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ব্যবহারজীবী ছিলেন এবং নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় রাজকীয় শাসনবিভাগে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়াও বহুসংখ্যক উপন্যাস, ইতিহাস ও ধর্ম্মগ্রন্থের রচনা এবং অনুবাদ করিয়াছেন।

এইরূপে দেখা যায় যে, জগতের যে সকল শ্রেষ্ঠতম ধার্ম্মিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি প্রভৃতির গভীর জ্ঞান ও ভাবে আমরা বিমুগ্ধ হই, তাঁহারাও সামান্য কার্য্য বা প্রচলিত ব্যবসায় অবলম্বন করাকে কখন আত্মসম্মানের বিরোধী বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। প্রত্যুত, সেই সকল কার্য্যের মধ্য দিয়াই তাঁহাদের চরিত্রে ন্যায়, সত্য, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, অধ্যবসায়, দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল ও জীবনের মহত্ত্ব বিকসিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা সেই সকল কার্য্যে সংলিপ্ত হইয়া, স্ব স্ব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কখনও বিস্মৃত হন নাই। এই সকল কার্য্যে প্রগাঢ় পরিশ্রম করিয়াও তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা

দিগ্‌দর্শন শলাকার উত্তরাভিমুখে অবস্থিতির ন্যায় নিয়তই জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যাভিমুখীন ছিল। ফল কথা, প্রচলিত কার্য্য অবলম্বন করিয়াও যাহাতে জীবনের গূঢ় উদ্দেশ্যসাধনে সমর্থ হওয়া যায়, বাল্যকাল হইতেই তদ্বিষয়ের শিক্ষা ও যত্ন আবশ্যক।

হে মানব! যখন প্রত্যেক বৃক্ষপত্র, প্রত্যেক পুষ্প, প্রত্যেক তৃণ, প্রত্যেক বারিবিন্দু, প্রত্যেক বালুকারেণুর এ জগতে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে, তখন তোমার জন্য যে এখানে কোনও নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নাই ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। এই মহা বিশ্বনাট্যশালায়, তোমার অভিনয় করিবার জন্য কি কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয় নাই? অবশ্যই আছে। একবার জড়ের বন্ধন ছেদনপূর্ব্বক ধনযশঃসুখসচ্ছন্দতার আবরণ বিদীর্ণ কর; অন্তর্দৃষ্টিকে উজ্জ্বল কর, দেখিবে তোমারও বিশেষ কার্য্যের আদর্শ অন্তর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তোমার সমগ্র দেহমনের যত্ন ও পরিশ্রম তাহাতেই নিয়োজিত কর, তুমি যাহা করিবার জন্য জগতে আগমন করিয়াছ তাহাই তোমার জীবনে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে, তোমার নৈরাশ্য, অবসাদ ও অতৃপ্তি দূরীভূত হইয়া মুখমণ্ডল আনন্দ, আশা ও সন্তোষের কমনীয় আলোকে অনুরঞ্জিত হইবে, এবং তোমার জীবন সার্থক ও ধন্য হইয়া যাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

(১)

প্রখর চিন্তালোকে মানবপ্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ কর্ত্তব্য মানবের সমগ্র জীবন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পিতামাতা, পুত্রকন্যা, ভ্রাতাভগিনী, স্বামীস্ত্রী, প্রভুভৃত্য, আত্মীয়স্বজন, রাজাপ্রজা ও প্রতিবেশিগণ পরস্পর কর্ত্তব্যবন্ধনে সুদৃঢ় আবদ্ধ। নিষ্ঠাবলম্বনে সকলের স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনের উপর মানবসমাজের অস্তিত্ব ও উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

অটল কর্ত্তব্যজ্ঞান মানব-চরিত্রের শিরোভূষণ। ইহাই মানবকে মহত্ত্বে উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত করে। কর্ত্তব্যজ্ঞানের অভাবে মানব সংসারক্ষেত্রে পদে পদে স্খলিতপদ ও বিড়ম্বিত হয় এবং দুঃখদারিদ্র্য, বিপদপ্রলোভন ও প্রতিকূল অবস্থা-

রম্পরার আঘাতে অচিরেই অধঃপতিত হইয়া থাকে। কিন্তু কর্ত্তব্যজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ধ্রুব-নক্ষত্রের ন্যায় স্থির-আলোকে স্বীয় লক্ষ্য পথে অটল হইয়া থাকেন। সুখ সম্পদ, দুঃখ বা বিপদ, ব্যাধি বা দারিদ্র্য মৃত্যু বা শোক, কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। কর্ত্তব্যজ্ঞানই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য। কর্ত্তব্যভ্রষ্ট ব্যক্তি অন্যান্য সহস্র বিষয়ে মানবসমাজকে বিমুগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেও অচিরেই সকলের নীরব অশ্রদ্ধার ভাজন হইয়া উঠে এবং কেহই তখন তাহার বাক্য ও উপদেশের আদর বা দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে না। কর্ত্তব্যে স্থিরনিষ্ঠ মহাশয় ব্যক্তি মানবজাতির শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণপূর্ব্বক জনসাধারণের মনে কর্ত্তব্যজ্ঞানের উদ্দীপনা করিয়া দেন। সমুদয় জগৎ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং তদীয় কার্য্যের উপর অকপট বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপন করিয়া থাকে।

একদা সাগরবক্ষোবাহী কোনও বাষ্পীয় পোতে সহসা অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়। জাহাজের কোন্ অংশে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, কেহই তাহা নির্ণয়পূর্ব্বক অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে সমর্থ হইল না। সুতরাং বহ্নি বিবিধ বস্তুতে সংলগ্ন ও প্রধূমিত হইয়া প্রবল পরাক্রমে সমগ্র জাহাজে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। আরোহিগণ জীবননাশভয়ে, বিমূঢ়চিত্তে ভীষণ ক্রন্দন কোলাহল উত্থাপিত করিল।

সেই বাষ্পতরীর অধ্যক্ষ, সংযত চিত্তে স্বীয় অধীনস্থ কর্ম্মচারী-দিগকে বিচলিত হইতে নিষেধ করিলেন এবং প্রত্যেককে তদীয় নির্দ্দিষ্ট স্থানে অটল থাকিয়া, প্রাণপণে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। অনতি-বিলম্বেই অগ্নি লোল রসনা বিস্তারপূর্ব্বক জাহাজের যন্ত্র-কক্ষে প্রবিষ্ট হইল এবং সেই ক্ষুদ্র কক্ষ অচিরেই ধূমে সমাচ্ছন্ন ও ভীষণ প্রতপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু যন্ত্রচালক সেই প্রধূমিত ও প্রজ্বলিত হুতাশনসমাকীর্ণ গহ্বর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া অটলভাবে স্বকীয় কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত রহিলেন। সন্নিকটেই সমুদ্রের তীরভূমি নয়নগোচর হইতেছে; আরোহিগণ সোদ্বেগ-নেত্রে কূলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে; আর কয়েক মুহূর্ত্ত চালিত হইলেই জাহাজ তীরে উপনীত হইবে। অধ্যক্ষ জাহাজের উপরিভাগ হইতে তীব্র কণ্ঠে যন্ত্রচালককে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। চালক সেই গহ্বর হইতে আশ্বাস দিতেছেন "—আশঙ্কা নাই, যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে।" ক্রমশঃ তাঁহার কণ্ঠ-স্বর বিকৃত ও ক্ষীণতর হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে বিরত হইলেন না। অবিলম্বে জাহাজ কূলে উত্তীর্ণ ও আরোহিগণের মধ্যে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। কয়েকজন কর্ম্মচারী সত্বর গমনে যন্ত্রচালককে সেই ভীষণ বিপৎসঙ্কুল গহ্বর হইতে বাহিরে আনয়ন করিলে দেখা গেল যে তিনি কর্ত্তব্য-শ্রম ও দাহ-যন্ত্রণায় হতচেতনপ্রায় হইয়াছেন। আর কয়েক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলেই তাঁহার

শ্বাসাবরোধ হইয়া জীবননাশ ঘটিত। এই ব্যক্তির দৃঢ় কর্ত্তব্য-পরায়ণতার জন্য শত শত বিপন্ন আরোহীর জীবনরক্ষা হইল। তিনি সংসারের দৃষ্টিতে সামান্য বৃত্তি-ভোগী নিম্ন-শ্রেণীর একজন যন্ত্রচালক মাত্র। কিন্তু এই স্বার্থত্যাগী কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ মহাত্মার সম্মুখে মুকুটধারী রাজ্যেশ্বরকেও সবিস্ময়ে ও সসম্ভ্রমে নতজানু হইতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(২)

সত্যনিষ্ঠা।

কর্ত্তব্য সত্যের সহিত একসূত্রে গ্রথিত। কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে তদীয় বাক্য, কার্য্য ও ব্যবহারে সত্যকে সমাদরে রক্ষা করিয়া চলেন। সত্যপরায়ণতা কর্ত্তব্যের অস্থি মজ্জা, সাধুতা ইহার শোণিত ও সরলতা ইহার সৌন্দর্য্য। মিথ্যাদ্বারা কখনও জগৎ শাসিত ও পরিচালিত হইতে পারে না। কি গৃহ, কি সমাজ, কি রাজ্য সমুদায়ই সত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া, শান্তিতে পরিচালিত হইতেছে। সত্যই মানবসমাজের গ্রন্থিরজ্জু। মানবগণ পরস্পরের বাক্য, কার্য্য ও ব্যবহারের উপর বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক নিশ্চিন্তমনে সমাজ মধ্যে বাস করিয়া থাকে। সত্য ব্যতীত, আদান প্রদান, ব্যবসায় বাণিজ্য, সুখ শান্তি, ধন প্রাণ, কিছুই নিরাপদে সম্পাদিত ও রক্ষিত হইতে পারে না। সত্যকে পরিত্যাগ

করিলে জনসমাজে অরাজকতা উপস্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ইহার বিনাশসাধন করিয়া থাকে।

সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম, শ্রেয়ঃ কিছুই লাভ হয় না। মহানির্ব্বাণতন্ত্রকার বলেন ঃ—

"ঊষর ভূমিতে বীজ বপনের ন্যায়, সত্যহীন পূজা, সত্যহীন জপ ও সত্যহীন তপস্যা বৃথা হইয়া থাকে।"*

"সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। এবং মিথ্যা হইতেও গুরুতর পাপ আর কিছু নাই। অতএব একমাত্র সত্যকেই আশ্রয় করা মানবগণের কর্ত্তব্য।" †

অসত্য অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। তথাপি অনেকেই অসত্যাচরণকে নিতান্ত লঘু বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। ইহা নিরতিশয় লজ্জার বিষয় যে অনেক বিদ্বান্ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও অসত্যকে দোষাবহ মনে করেন না। অসত্যাচরণ দ্বারা, বিত্তোপার্জ্জন করা দূরে থাকুক, পরোপকার করাকেও শ্লাঘনীয় বলিয়া অনেকে বিবেচনা করিয়া থাকেন। অশিক্ষিত, কুসংসর্গপরায়ণ, নীচাশয় ব্যক্তিগণ যদি অসত্য ও প্রবঞ্চনা অবলম্বনে জীবন যাপন করে, তবে তাহাদের অজ্ঞানতা ও বিকৃত প্রকৃতির প্রতি কৃপার উদয়

* সত্যহীনা বৃথা পূজা, সত্যহীনো বৃথা জপঃ।
সত্যহীনং তপো ব্যর্থমূষরে বপনং যথা॥"

† "নহি সত্যাৎ পরোধর্ম্মঃ ন পাপমনৃতাৎ পরং।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ॥"

মাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু সুশিক্ষিত, জ্ঞানবান্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা ও কপটতার আশ্রয় গ্রহণে অর্থোপার্জ্জনপূর্ব্বক, সাংসারিক সুখসচ্ছন্দতা সম্ভোগে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতে দেখিলে সাধু ও সরল-চিত্ত ব্যক্তি মাত্রেরই মনে দারুণ ক্ষোভ ও ক্লেশের সঞ্চার হইয়া থাকে। তাঁহারা যে মিথ্যাচরণ দ্বারা কেবল স্বীয় আত্মার সর্ব্বনাশ সাধন করেন, এবং অপরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রতারিত করেন তাহা নহে, কিন্তু প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বংশধর এবং পরিবারস্থ আত্মীয় স্বজনগণের নীতি ও চরিত্রের মূলে নিদারুণ কুঠারাঘাত করিয়া থাকেন। তাহারাও নীরবে তাঁহাদের মিথ্যাচার এবং প্রবঞ্চনার অনুকরণ দ্বারা স্ব স্ব জীবনে দুর্নীতি-বিষের প্রবাহকে প্রবলতর করিয়া থাকে।

মিথ্যাকে জীবনের এক প্রান্তেও একবার স্থান প্রদান করিলে, উহা ক্রমে ক্রমে সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। পরিশেষে সত্যে ও অসত্যে আর কোনও ভেদজ্ঞান থাকে না। নৈতিক চেতনা বিলুপ্ত হইলে মিথ্যাই মানবের স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়। মানবের প্রকৃতি তখন এতাদৃক্ বিকারগ্রস্ত হয় যে সে মিথ্যা প্রবঞ্চনাতেই আনন্দলাভ করে এবং সত্যাবলম্বনে সাংসারিক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহার ক্ষোভ ও অনুশোচনার সীমা থাকে না!

কাহাকেও কোনও বিষয়ে বাক্যদান করিলে অর্থাৎ কাহারও

নিকট কোনও বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইলে প্রাণপণে যথাসময়ে ও যথাবিধানে তাহা সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি স্বার্থানুরোধে স্বীয় প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে, সেই কাপুরুষের উপর সংসারের কোনও ব্যক্তিই নিরাপদে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হয় না। সেই চঞ্চলমতি, শিথিলচিত্ত ব্যক্তি জনসমাজে নিন্দার্হ হইয়া বাস করে, এবং কর্ত্তব্যলঙ্ঘন বশতঃ স্বীয় অন্তর মধ্যে তীব্র তিরস্কার ভোগ করিতে থাকে। কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, সাধুসংকল্প ব্যক্তি প্রাণপণে স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করত অন্তরে বিমল আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করেন এবং জনসমাজেও সম্মান এবং বিশ্বাসভাজন হইয়া থাকেন। "সূর্য্যও যদি কখন পশ্চিমদিকে উদিত হয়, পদ্মও যদি কখন পর্ব্বতশিখরে প্রস্ফুটিত হয়, সুমেরু পর্ব্বতও যদি কখনও বিচলিত হইয়া যায় এবং অগ্নিও যদি কখনও শীতলতা প্রাপ্ত হয়, তথাপি সজ্জনের বাক্য কদাপি বিচলিত হয় না।" *

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র প্রতিজ্ঞা পালনের এক সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী জীবনবৃত্তান্ত হিন্দুমাত্রেরই পরম আদরের সামগ্রী ও শোকদুঃখপূর্ণ অন্ধকারময় জীবনে আশার আলোকস্বরূপ।

---

* উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে,
বিকসতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নি-
র্ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥

নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট নিবাসী নিম্নশ্রেণী সমুদ্ভূত কৃষ্ণপান্তির সত্যনিষ্ঠা অতিশয় প্রবল ছিল। তিনি একজন বিখ্যাত বণিক্ ছিলেন। তিনি কিছুমাত্র লেখাপড়া জানিতেন না, অধিক কি তাঁহার বর্ণজ্ঞান ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কেবল ব্যবসায়ের উন্নতিদ্বারাই তিনি ভূরি ভূরি অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়া এবং স্বীয় বংশধরগণের নিমিত্ত প্রভূত ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। রাণাঘাটের বিখ্যাত পালচৌধুরীগণ তাঁহারই বংশোদ্ভব। বিষয়বিভাগ বশতঃ সেই বিস্তীর্ণ পরিবার অধুনা অপেক্ষাকৃত হীনশ্রী হইয়া পড়িলেও, নদীয়া জেলায় ও রাণাঘাটে তাঁহাদের প্রশস্ত ভূম্যধিকার ও মানসম্ভ্রম অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। কৃষ্ণপান্তি মহাশয় কেবল সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমগুণেই এই বিপুল বিভবসঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণপান্তি মুখ হইতে একবার যে বাক্য বহির্গত করিতেন তাহার অনুষ্ঠান না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। কলিকাতায় তাঁহার ব্যবসায়ের "গদী" ছিল। কথিত আছে একদা তিনি কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে রাণাঘাটে গমনকালে রজনীতে পথিমধ্যে এক দল জলদস্যু তাঁহার নৌকা আক্রমণ পূর্ব্বক দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিল। তিনি দস্যুদিগকে কহিলেন, "তোরা এখন যা, কলিকাতায় আমার গদীতে যা'স্, তোদের বক্সিস্ দিব।" দস্যুগণ তাঁহার সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠার কথা

শ্রবণ করিয়াছিল। তাহারা সেই "পাঁচীধুতী" পরিহিত, কৃষ্ণকায় ব্যবসায়ীর অঙ্গীকারে অকপট বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার নৌকা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর তিনি কলিকাতায় আগমন করিলে তাহারা একদিন তাঁহার গদীতে উপস্থিত হইয়া তদীয় অঙ্গীকৃত "বক্সিস্" প্রার্থনা করিল। তিনি তাহাদিগকে কিয়ৎপরিমাণ অর্থপ্রদান করিতে খাজাঞ্চিকে আদেশ করিলেন। তাহাদিগকে অর্থদানে বিদায় করিয়া খাজাঞ্চি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ অর্থ কি কারণে ব্যয় হইয়াছে লিখিব?" তখন কৃষ্ণপান্তি তাঁহার বাটীগমনকালে পথে দস্যু-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়া এবং তাঁহাদিগকে অর্থদানের অঙ্গীকার করার বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। তাহা শুনিয়া, খাজাঞ্চি মহাশয় যারপরনাই বিস্মিত হইয়া দস্যুদিগের প্রতি এরূপ অঙ্গীকার পালনের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং এই দস্যুদলকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব অস্বীকারপূর্ব্বক কহিলেন যে, যখন তিনি তাহাদিগকে অর্থপ্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তখন তাহা পালন করিতেই হইবে। যে নিষ্ঠীবন মুখ হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করা হইয়াছে তাহা আবার কি প্রকারে মুখে পুনর্গ্রহণ করিবেন? পাঠক একবার চিন্তা করিয়া দেখ, তস্কর দস্যুগণও যাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও সাধুতায় নিঃসন্দেহে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে, তিনি কীদৃশ মাহাত্মা ব্যক্তি!

(৩)

সাধুতার আদর।

এ সংসারে ধর্ম্মেরই জয় হয়, সত্যেরই জয় হয়, সাধুতারই জয় হয়, অধর্ম্ম ও অসত্যের জয় কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। অসাধু ব্যক্তি আপাততঃ ধর্ম্মের চক্ষে ধূলি প্রদানপূর্ব্বক, অসৎ কার্য্য, প্রবঞ্চনা ও কপটাচারদ্বারা জনসমাজে যশঃপ্রতিষ্ঠালাভ করিতে চেষ্টা করিলেও, সে নিয়ত আপনার নিকট আপনি ধরা পড়ে এবং পরিণামে নিশ্চয়ই তাহার পতন হইয়া থাকে। স্বর্ণমণ্ডিত পিত্তল পাত্রের ন্যায় তাহার মলিন ও হীন স্বভাব শীঘ্র অথবা বিলম্বে জনসমাজে প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং তাহার অসদুপায়লব্ধ যশঃপ্রতিষ্ঠা শরদভ্রের ন্যায় দেখিতে দেখিতে বিচ্ছিন্ন ও বিলীন হইয়া যায়।

এ সংসারে সাধারণের বিশ্বাসভাজন হওয়া পরম সৌভাগ্যের বিষয়। ঈদৃশ বিশ্বাস ও প্রীতিভাজন সাধুব্যক্তিই জনসমাজের মুখপাত্র হইয়া থাকেন। জনসাধারণ তাঁহাকেই সর্ব্ববিষয়ে আপনাদের প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহারই উপরে জীবনমরণের গুরুতর কার্য্যভার অর্পণ করে এবং বিবাদকলহ, ন্যায়ান্যায়, সত্যমিথ্যার বিচার ও মীমাংসার জন্য তাঁহারই নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। তিনি যে কার্য্য করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন, লোকে একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভরের সহিত তাঁহার নিকটে যথাসময়ে সেই কার্য্যের

প্রত্যাশা করিয়া থাকে; দুঃখবিপদে তাঁহারই নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁহারই পরামর্শ ও আশ্বাস বাক্যে, আস্থা স্থাপন করে; এবং স্বদেশের কল্যাণ ও গৌরবজনক কার্য্যে সকলে সমবেত হইয়া তাঁহাকেই শীর্ষস্থানীয়রূপে বরণ করিয়া থাকে। তিনি দরিদ্র হইলেও তাঁহার চরিত্রের সম্ভ্রম ও গৌরব চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে। জনসমাজ তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া, হিতকারী বন্ধুরূপে বিপদে দুর্দ্দিনে তাঁহাকে রক্ষা করে এবং তাঁহার আনন্দ ও সুখে অকপট আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে।

সাধুব্যক্তি আপনার সাধুতায় আপনিই সম্মানিত। অসাধু আচরণের চিন্তাও যদি কদাচিৎ তাঁহার চিত্তপটে উদিত হয়, তবে তিনি আপনার নিকটে আপনি লজ্জিত ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। যন্ত্রণা ও অনুতাপে তাঁহার শরীর অবসন্ন এবং নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। কোনও বালককে তাহার জনৈক সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কেহত তোমাকে দেখিতে পাইত না, তবে তুমি কতকগুলি ফল আত্মসাৎ করিলে না কেন?" বালক উত্তর করিল, "কেহ আমাকে দেখিতে না পাইলেও আমি আপনাকে আপনি দেখিতে পাইতেছিলাম।" সাধুতার দৃষ্টি এই প্রকার তীক্ষ্ণ ও সমুজ্জ্বলই বটে!

সাধুতাই মানবজীবনের প্রথম এবং শেষ সম্পত্তি। যদি যশ চাও—সাধুতাকে আশ্রয় কর। যদি সুখ চাও—সাধুতাকে

হৃদয়ে স্থান দান কর। যদি জীবনে মরণে শান্তি প্রার্থনা কর, এবং ইহপরলোকে সুখী হইবার বাসনা রাখ, তবে জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সাধুপথ আশ্রয় করিয়া চল। সাধুতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিকুশলতা।

(৪)

ন্যায়পরতা।

সত্য ও সাধুতা ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা প্রদান করা ভিন্ন সত্য ও সাধু আচরণ হইতে পারে না, এবং এতদ্ব্যতীত কর্ত্তব্যেরও কোন অর্থ থাকে না। কর্ত্তব্যও ন্যায়ের উপরে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। যাহার যে সামগ্রী পাওয়া উচিত, যাহার যে সুখ বা সুবিধা পাওয়া উচিত, যাহার যে পুরস্কার বা দণ্ড পাওয়া উচিত, তাহাকে যথাযথরূপে তাহা প্রদান করার নাম ন্যায়ানুগত ব্যবহার। ছলে, বলে অথবা কৌশলে পরস্ব আত্মসাৎ পূর্ব্বক যে মূঢ় বাহ্য ব্যবহারে আপনাকে সত্যাবলম্বী সাধু বলিয়া জনসমাজে প্রদর্শন করিতে চাহে, ধরণীবক্ষে তাহার ন্যায় নরাধম আর কেহ নাই।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য তাঁহার মোহ-মুদ্গর নামক ক্ষুদ্র কাব্যে বলিয়াছেন :—

"স্বীয় পরিশ্রমে যে অর্থ লাভ করিতে পার তদ্দ্বারাই আপন চিত্তের বিনোদন কর।"*

মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন:—"যে ব্যক্তি অন্যায়পূর্ব্বক জীবিকা অর্জ্জন করে সে সর্ব্বকর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়।"

বাস্তবিক স্বীয় শক্তির যথাযথ ব্যবহার দ্বারা ন্যায়সঙ্গত উপায়ে জীবিকা অর্জ্জনপূর্ব্বক, স্বকীয় ও পারিবারিক সুখ সন্তোষ সাধনে যে বিমল আনন্দ লাভ করা যায়, পশুর ন্যায় অন্যায়াচারী ব্যক্তিগণ তাহার এক কণিকারও আস্বাদ গ্রহণে কদাপি সমর্থ হয় না। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকে ন্যায়-পথে পরিচালন পূর্ব্বক, সমগ্র জগতের শুভকামনা ও হিতানুষ্ঠান করিয়া সংসারের হৃদ্গত আশীর্ব্বাদ এবং অতুল আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন।

আবার অন্যদিকে এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে যে অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে ন্যায়নিষ্ঠ হইলেও অনেক সাধুব্যক্তি অপরাধীর প্রতি ন্যায় দণ্ডবিধানে ভীত ও পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। কেহ গুরুতর অপরাধ করিলেও তাহার অনিষ্ট-সাধন করিতে তাঁহাদিগের স্বভাবতঃই প্রবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত তাহাতে বিষম ক্লেশই উপস্থিত হইয়া থাকে। কেহ কেহবা দয়াপরবশ হইয়া অপরাধীকে নানা মিথ্যা যুক্তিবিচারে নিরপরাধী সপ্রমাণপূর্ব্বক, তাহাকে ন্যায়দণ্ড বিধান হইতে

* যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং।

মুক্তিদান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকেন। ঈদৃশ দয়াকে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এবম্বিধ দয়ার আচরণে মানবহৃদয়ের ভাবপ্রবণতা চরিতার্থ হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা সত্য ও ন্যায়কে পদদলিত এবং মানবের উচ্চতর ধর্ম্মবুদ্ধিকে খর্ব্ব করা হয়। যদি কেহ কোনও অপকর্ম্ম করে, তবে তাহার প্রতি যে দণ্ডের ব্যবস্থা আছে তাহা অক্ষুণ্ণভাবে পরিচালিত করিতে হইবে।

প্রাচীনকালে রোমনগরে ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রথা প্রচলিত ছিল। রোমীয় বীরগণ কথায় কথায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। যে ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত ও নিহত করিতে সমর্থ হইতেন, তিনি স্বীয় বীরত্বের নিদর্শন স্বরূপ নিহত ব্যক্তির পরিচ্ছদ, অসি, উষ্ণীষ প্রভৃতি স্বয়ং গ্রহণপূর্ব্বক যোদ্ধৃমণ্ডলীমধ্যে সম্মান ও প্রশংসা লাভ করিতেন। রোমীয় সম্রাট্‌গণের রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে এই কুপ্রথা পূর্ব্বাপর অবাধে চলিয়া আসিতেছিল। অবশেষে যখন ধর্ম্মপরায়ণ সম্রাট্ টাইটস্ মেনিলাস রোমের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, তখন এই নৃশংসরীতির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইয়া হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। এই নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রথা রোম রাজ্যের বলক্ষয় ও উচ্ছেদ সাধনের এক প্রধান কারণ ইহা উপলব্ধি করিয়া টাইটস্ অবিলম্বে রাজ্যমধ্যে এই আদেশ প্রচার করিয়া দিলেন যে, অতঃপর যে কেহ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, রাজবিধি অনুসারে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

এই রাজবিধি প্রচারিত হইবার কিয়দ্দিবস পরে সম্রাট্ টাইটসের পুত্র একদিবস মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া কোনও কারণে জনৈক প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া, তাঁহার পরিচ্ছদ, বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি স্বয়ং গ্রহণপূর্ব্বক, পিতার অনুমোদন ও আনন্দ বর্দ্ধনের আশায় মহোল্লাসে তৎসকাশে আগমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার আশা ও উল্লাস অচিরেই ঘোর নৈরাশ্য ও বিষাদে পরিণত হইল! টাইটস্ স্বীয় তনয়কে অপরাধী স্থির করত তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে টাইটস্-তনয়ের অপরাধের বিচার আরম্ভ হইল—পিতা স্বয়ং পুত্রের বিচারকর্ত্তা! তিনি তনয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে কহিলেন, "প্রিয় বৎস, আমি লোকের নিকট ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য। আমি আপনাকে কোনও ক্রমে সেই পবিত্র গৌরবের উপযুক্ত মনে করি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে আমার প্রচারিত বিধি দরিদ্র কৃষকপুত্র ও আমার স্বীয় সন্তানগণের তুল্যরূপে পালনীয়। আমার প্রচারিত বিধি আমি স্বয়ং লঙ্ঘন করিলেও অপরের ন্যায় দণ্ড গ্রহণ করিতে আমি বাধ্য। রোমের সম্রাটের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া আমি যে সমুদায় রাজবিধি প্রচার করিয়া থাকি, রোমবাসিগণের সহিত আমি নিজেও তদ্দ্বারা শাসিত হইতেছি। অতএব, আমি

নিজেই যখন শাসক ও শাসিত, রাজা ও প্রজা উভয়ই, তখন তুমি আমার পুত্র হইলেও ন্যায় দণ্ড গ্রহণ করিতে নিশ্চয়ই বাধ্য। আমি যদি তোমার প্রতি নির্দ্দিষ্ট দণ্ডবিধান করিতে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে জনসমাজের চক্ষে হেয় ও বিধাতার নিকট দণ্ডার্হ হইব।" এই বলিয়া তিনি শোক-বিগলিত ও শান্তগম্ভীর স্বরে স্বীয় তনয়ের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। সমাগত জনমণ্ডলী তাঁহার পক্ষপাত-শূন্য ন্যায়বিচার দর্শনে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিল। টাইটসের পরিবার মধ্যে নিদারুণ শোকতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ সম্রাট্ তাহার মধ্যেও অটল ও গম্ভীর হইয়া রহিলেন। আত্মীয় স্বজনগণের গভীর শোক ও ক্রন্দনধ্বনি এবং রাজপুত্রের জন্য তাঁহাদের সকাতর প্রাণভিক্ষা তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ দৃঢ় মনে বার বার প্রতিহত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তিনি অবিচলিত হৃদয়ে নীরবে পুত্রশোকযন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে সম্রাট্‌তনয়ের প্রাণদণ্ড হইল। টাইটস্ পুত্রশোকে ঈদৃশ কাতর হইয়াছিলেন যে, তিনি কতিপয় দিবস পর্য্যন্ত শয্যা হইতে উত্থান করিতে সমর্থ হন নাই।

এই অসাধারণ ন্যায়নিষ্ঠার বিবরণ পাঠ করিয়া যেমন একদিকে আমাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়, আবার অন্য-দিকে তেমনি আমরা সমগ্র হৃদয়ের সহিত টাইটস্‌কে সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না। এই দৃষ্টান্ত অতিশয়

উচ্চ ও আমাদিগের আদর্শস্থানীয়। আমরা যাহাতে আমাদিগের ক্ষুদ্র জীবনের বিবিধ দৈনিক কার্য্যে ন্যায়কে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে সমর্থ হই তদ্বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

---

(৫)

কর্ত্তব্যনিষ্ঠা।

সুখ দুঃখের তরঙ্গমালা প্রতিনিয়ত মানবহৃদয়ের উপর দিয়া এরূপ অবিরলভাবে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে যে, তাহাদিগের কোলাহল ভেদ করিয়া কর্ত্তব্যের আহ্বান শ্রবণ করা মানবসাধারণের পক্ষে নিতান্তই সুকঠিন। আজি হয় ত গৃহে নব কুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, আনন্দের শঙ্খধ্বনি কক্ষে কক্ষে নিনাদিত হইতেছে, নৃত্য, গীত, ভোজন, বিতরণের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে; কালি হয়ত অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী, সুশিক্ষিত, নয়নাভিরাম তরুণবয়স্ক সন্তান, পিতা মাতার হৃদয়-পিঞ্জর ভগ্ন ও শূন্য করিয়া, তাঁহাদিগকে চির শোকসন্তাপে নিক্ষেপপূর্ব্বক ভবধাম ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। আজি হয়ত গৃহে পরিণয়োৎসব সমুপস্থিত—সুমধুর বাদ্যভাণ্ড-রবে আকাশ ধ্বনিত হইতেছে, বন্ধুবান্ধবপরিপূর্ণ অট্টালিকা, মনোহর পুষ্পাভরণে বিভূষিত ও বিচিত্র আলোকমালায়

সমুজ্জ্বল হইয়া পারাবতকাকলিসংক্ষুব্ধবৎ আনন্দ কল্লোলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে; কালি হয়ত দারুণ যন্ত্রণাময় সাংঘাতিক ব্যাধি প্রিয়জনকে অধিকারপূর্ব্বক পরিবারস্থ সকলকে ভীত, উদ্বিগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। আজি হয়ত সংসারিক সিদ্ধি লাভে হৃদয় সরোবরে আনন্দের হিল্লোল উত্থিত হইতেছে; আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীমণ্ডলীর প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ-বর্ষণে বক্ষঃ স্ফীত হইয়া উঠিতেছে; কালি হয়ত নির্যাতন উৎপীড়নের উত্তপ্ত শলাকাসকল হৃদয়কে বিদ্ধ ও ঘোর যন্ত্রণায় দগ্ধ করিতেছে। আজি হয়ত প্রচুর অর্থাগমের অলিগুঞ্জন অপেক্ষাও শ্রুতিমধুর ঝন ঝন ধ্বনিতে শ্রবণকুহর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে; কালি হয়ত সুখ সৌভাগ্যের পূর্ণশশীকে গ্রাসপূর্ব্বক দারিদ্র্য-দুঃখ-বিপদের ভীষণ রাহু সংসারমধ্যে স্বীয় বিকট মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতেছে। এবম্বিধ সুখ দুঃখ, বিপদ দুর্দ্দিন, ব্যাধি যন্ত্রণার উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে যিনি স্বীয় কর্ত্তব্যকে অবিচলিত নিষ্ঠাসহকারে আলিঙ্গন করিয়া থাকিতে সমর্থ, তিনি নিশ্চয়ই বীরাগ্রগণ্য। শত শত হারকিউলিস্, সীজর, নেপোলিয়ন, ওয়াশিংটন, জয়সিংহ, প্রতাপ সিংহও ঈদৃশ কর্ত্তব্য-বীরের চরণতলে অবলুণ্ঠিত হইবার যোগ্য।

(৬)

সাহস ও তেজস্বিতা।

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করত কর্ত্তব্যের আদেশে জীবন পরিচালিত করিতে হইলে প্রভূত সাহসের প্রয়োজন। যে সাহসে নেপোলিয়ন, ওয়েলিংটন, জুলিয়স সীজর, আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি বীরগণ সমরক্ষেত্রে বিজয়-লাভ করত জগতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, আমরা সেই শারীরিক পরাক্রমের কথা বলিতেছি না। কিন্তু যে মানসিক তেজে, হৃদয়ের সুখাসক্তি ও রিপুপরতন্ত্রতা পরাজিত হয়, যাহার বলে মানব সহস্র সহস্র প্রতিকূল ঘটনা, বিভীষিকা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ফুৎকারে দূরীভূত করিয়া, স্বীয় জীবনে ও সংসার-ক্ষেত্রে ন্যায়, সত্য ও সাধুতার স্বর্ণসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়, আমরা সেই নৈতিক সাহসেরই উল্লেখ করিতেছি। যদি চরিত্র-ধনে ধনী হইতে চাও, যদি কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে চাও, তবে ক্ষুদ্র বৃহৎ তাবৎ বিষয়ে নৈতিক সাহসকে অবলম্বন কর। সত্য অনুসন্ধানে সাহসী হও, সত্য বাক্য বলিতে ও সাধু আচরণ করিতে সাহসী হও, ন্যায়-সঙ্গত ব্যবহার করিতে সাহসী হও, প্রলোভনকে পরাস্ত করিতে সাহসী হও ;—ভীরুর ন্যায়,—কাপুরুষের ন্যায় সংগ্রাম-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া, অসার ও অনিত্য সুখসম্পদের যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত হইও না।

কাপুরুষ ও ভীরুগণের দ্বারা জগতে কখনও কোনও মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই। অজেয় নৈতিক পরাক্রমশালী ব্যক্তিগণই, কি চিন্তারাজ্যে, কি ধর্ম্মরাজ্যে, কি দেশহিতৈষণার ক্ষেত্রে, যুগে যুগে মানবজাতিকে পরিচালিত করিয়াছেন। পৃথিবীর সম্রাট্ ও রাজগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন; দেশের সমবেত শক্তি তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে চীৎকার উত্থাপিত করিয়া তাঁহাদিগকে ভীষণ নির্য্যাতন করিয়াছে, তথাপি তাঁহারা অজেয় পরাক্রমে সংগ্রামক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের শেষ রক্তবিন্দুও মহাবিক্রমে কর্ত্তব্যের জয় ঘোষণা করিয়াছে, এবং পরিণামে সমগ্র জগৎ তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত, বা তৎপ্রচারিত ধর্ম্মেরই অনুসরণ করিয়াছে।

কর্ত্তব্য-সঞ্জীবিত তেজীয়ান্ পুরুষ একান্ত স্বাবলম্বী। তিনি স্বীয় অন্তরের উজ্জ্বল আলোককেই অভ্রান্ত পথপ্রদর্শক বলিয়া বিবেচনা করেন এবং আত্মীয় স্বজনগণের কাতর ক্রন্দনধ্বনি, সুহৃদ্বর্গের অননুমোদন ও অপ্রীতি, প্রতিবেশিমণ্ডলীর নিন্দাবাদ ও বিদ্রূপ, স্বদেশবাসিগণের ভীতিপ্রদর্শন ও বৈরাচরণ প্রভৃতি উপেক্ষা করত, ধীর গম্ভীর অথচ প্রফুল্ল চিত্তে স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে অগ্রসর হইয়া থাকেন। কেহ তাঁহাকে সম্মান করুক বা না করুক, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি বা লাভ নাই—তিনি আপনার সম্ভ্রমে আপনি সম্মানিত; আপনার

কর্ত্তব্য-গৌরবে আপনি গৌরবান্বিত। অথচ তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার এবং ঔদ্ধত্যশূন্য, বিনয় এবং প্রফুল্লতায় পরিপূর্ণ। কর্ত্তব্যসঞ্জীবিত মহাপ্রাণ ব্যক্তি বধ্যমঞ্চে নীত হইয়াও চতুর্দ্দিকে প্রফুল্লতার স্নিগ্ধ প্রশান্ত কিরণ বিকীর্ণ করিতে ক্ষান্ত হন না।

সত্য, জ্ঞান, ন্যায় ও সাধুতার এতাদৃশ অনুপ্রাণনী শক্তি যে, এই সকল সদ্‌গুণ যে হৃদয়ে বিকসিত হয়, সেই খানেই অদম্য তেজ ও সাহসের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। গ্রীসদেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত মহাত্মা সক্রেটিস জ্ঞান-শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া অতুল পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা সহকারে স্বদেশ মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের শিক্ষাদান ও প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহার প্রচারিত উচ্চ তত্ত্ব ধারণে অক্ষম হইয়া এথেন্সবাসিগণ তাঁহাকে মহা উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল, এবং অবশেষে তিনি এথিনীয় যুবকগণকে বিপথগামী ও ধর্ম্মদ্রোহী করিতেছেন বলিয়া রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন। বিচারে তাঁহার বিষপানে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার আদেশ হইল। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে, বিচারপতিগণের সম্মুখে যেরূপ তেজস্বিতা ও অকুতোভয়তা সহকারে জীবন্ত ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে কারাগার হইতে পলায়ন করিতে পরামর্শ দান করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি এই অপরিহার্য্য নিয়তিকে অতিক্রম করিবার জন্য কোথায় পলায়ন করিব?" তাঁহার একজন

শিষ্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিয়াছিলেন, "অবশেষে বিনা অপরাধে আপনার মৃত্যু হইল!" সক্রেটিস কহিলেন, "তোমরা কি চাও যে আমি অপরাধী হইয়া প্রাণত্যাগ করি?" যখন কারাধ্যক্ষ তাঁহাকে বিষপাত্র অর্পণ করিল, তখন তিনি কারাগার-মধ্যে শিষ্যগণের সহিত ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। সক্রেটিস বিষপাত্র স্বহস্তে বদনে উত্তোলনপূর্ব্বক নিঃশেষিত করিলেন এবং তখনও পদচারণা করিতে করিতে, প্রীতিপূর্ণ সহাস্যমুখে শিষ্যগণকে উপদেশ দান করিতে লাগিলেন। অবশেষে জ্ঞান ও ধর্ম্মের জ্বলন্ত কথা উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার অমরাত্মা দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

মহাত্মা থিওডোর পার্কার যখন অন্যায় দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানপূর্ব্বক, আমেরিকার নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন দাসত্বপ্রথার সপক্ষ সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার বিরোধী হইয়াছিল। অধিক কি তিনি যেখানে গমন করিতেন, আত্মরক্ষার্থে তাঁহাকে সর্ব্বদা অস্ত্র সঙ্গে রাখিতে হইত। একদা তিনি বোষ্টন নগরে দাসত্ব-প্রথার বিপক্ষে এক বক্তৃতা ঘোষণা করিলেন এবং অসাধারণ তেজে, অকাট্য যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক জ্বলন্তভাষায় এই প্রথার অশেষ দোষ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাহাতে দাসত্বপ্রথার সপক্ষ সহস্র সহস্র শ্রোতা উত্তেজিত হইয়া, সমবেত চীৎকারে বক্তার কথার প্রতিবাদ করিতে লাগিল। অনেকে একবাক্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "উহাকে ফেলিয়া দাও; উহাকে বধ

কর।” পার্কার বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, “কি? আমাকে ফেলিয়া দিবে? আমাকে বধ করিবে? আমি ন্যায়ের পক্ষে এখানে একাকী দণ্ডায়মান। তথাপি কেহ আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে।” অতঃপর তিনি বক্তৃতা সমাপনপূর্ব্বক মঞ্চ হইতে অবতরণ করিলেন এবং নির্ভীকচিত্তে বিপক্ষকুলের জনতারণ্য ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সকলে তাঁহার তেজস্বিতা ও সাহস দর্শনে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবাক্ হইয়া রহিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনেও সাহস ও তেজস্বিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সাধারণ মানবগণ মহাজনদিগকে আদর্শরূপে সম্মুখে স্থাপিত করিয়া স্বীয় স্বীয় ক্ষুদ্র জীবনেও তাঁহাদিগের ন্যায় সদ্‌গুণের বিকাশ সাধন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। সকলের অন্তরেই হিতাহিত বিচারশক্তি, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও দায়িত্বজ্ঞান বিদ্যমান আছে। যিনি যে পরিমাণে সেই সকল উচ্চতর বৃত্তির অনুশীলনপূর্ব্বক নিকৃষ্ট বৃত্তিসমূহকে পরাজিত করিয়া ধর্ম্মবুদ্ধির আদেশে কর্ত্তব্য সাধন করিতে অভ্যাস করিবেন, সেই পরিমাণে তাঁহার চরিত্রে সংকল্প দৃঢ়তা লাভ করিতে থাকিবে, তেজ ও সাহস প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিবে, এবং সেই পরিমাণে তিনি পশুত্ব হইতে মুক্তিলাভ করত প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভে সমর্থ হইবেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

—:*:—

(১)

মিতাচার।

মানব-অন্তরের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমূহ একদিকে তাহাকে পাশবধর্ম্ম আচরণের জন্য সবলে আকর্ষণ করিতেছে; অন্যদিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তিসমূহ তাহাকে মধুর স্বরে আহ্বানপূর্ব্বক নীতি এবং ধর্ম্মের পবিত্র পথে গমন করিতে আদেশ করিতেছে। একদিকে শারীরিক সুখের প্রলোভন তাহাকে সর্ব্বদা প্রলুব্ধ করিয়া তুলিতেছে, অন্যদিকে নৈতিক ও ধর্ম্মজনিত সুখের বিন্দুমাত্র আস্বাদ তাহাকে তৎপথে আকৃষ্ট করিতেছে। এই উভয় ভাবের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে মানবের ইচ্ছা ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অবশেষে প্রবলতর ভাবের অধীন হইতেছে। ইন্দ্রিয়সুখের প্রলোভন অন্তর্দৃষ্টিশূন্য মানবের চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়া নীতি ও ধর্ম্মের পথ হইতে

তাহাকে অধঃপতিত করিয়া থাকে। কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে মানব ক্রমশঃ বুঝিতে পারে যে, ভোগসুখে তৃপ্তি নাই, যন্ত্রণা আছে; বিকাশ নাই, বিকৃতি আছে; আনন্দ নাই, দুঃখ আছে; আত্মপ্রসাদ নাই, দারুণ আত্মগ্লানি আছে। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ জনিত সুখ মেঘদামমধ্যস্থ তড়িল্লতার ন্যায় ক্ষণমাত্র প্রকাশিত হইয়া মানবকে গভীর অতৃপ্তি ও বিষাদের অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া অন্তর্হিত হয়। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আদেশে ও নৈতিক প্রবৃত্তির নির্দ্দেশে জীবনের নানা অবস্থায়, পরিমিত সুখসম্ভোগ কর, দৈহিক সুখ আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় তোমার নৈতিক ও ধর্ম্মজীবন বিকাশের সহায়তা করিবে। কিন্তু উদ্দাম বাসনার উত্তেজনায়, প্রবৃত্তির লালসাময় উচ্ছ্বাসে অন্ধ হইয়া অমিতাচারে ইন্দ্রিয়সুখের পশ্চাতে ধাবমান হও, দেখিবে তাহাতে তৃপ্তি নাই, কেবল দুঃখ ও হাহাকার করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইবে। তাহাতে মনুষ্যত্ব কোথায়? তাহাতে গৌরব কোথায়? তাহা কেবল তোমাকে বিনাশের পথেই লইয়া যাইবে। কিন্তু হিতাহিত জ্ঞানের আলোকে শ্রেয়ঃপথ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক বিবেকের আদেশে প্রেয়কে জলাঞ্জলি দেওয়া এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকুলের সহিত সংগ্রাম করত তাহাদিগের উপর আধিপত্য স্থাপনদ্বারা নীতি ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করাতেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও প্রকৃত সুখ। মঙ্গলময় বিধাতাপুরুষের ইহাই অখণ্ড্য নিয়ম যে, প্রবৃত্তি-স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিলে মানবকে অচিরেই মনুষ্যত্ব-

বর্জ্জিত হইয়া পশুত্বেরও অধম দশায় নিপতিত হইতে হইবে; কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতির অনুগত হইয়া ঐহিক সুখ সম্ভোগ করিলে তাহা মানবের উচ্চতর জীবন বিকাশের সহায়তা করিবে।

(২)

সংযম।

কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, নীতি ও ধর্ম্মের পথে চলিতে হইলে, যেমন দুর্দ্দম নৈতিক সাহসের প্রয়োজন, অকর্ত্তব্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য, নীতি ও ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য, প্রলোভনের মোহিনীশক্তি হইতে আপনাকে সতত রক্ষা করিবার জন্য তদ্রূপ সংযমের প্রয়োজন। কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য যেমন মানবেচ্ছার প্রয়োগশক্তি আছে, কোনও কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিবার বা বিরত হইবার জন্য তদ্রূপ তাহার সংযম-সামর্থ্যও আছে। হিতাহিত বিচার দ্বারা কর্ত্তব্যপথ নির্দ্ধারণপূর্ব্বক মানব যদ্রূপ আপনাকে তৎপথে পরিচালিত করিতে পারে, তদ্রূপ বিচার দ্বারা অসৎ পথ জ্ঞাত হইয়া তৎপথ হইতে আপনাকে সাবধানে সংযত করিয়া রাখিতেও সে সমর্থ। কেবল কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান অভ্যাস করিলেই যে চরিত্র বিকসিত হইবে তাহা নহে, কিন্তু অকর্ত্তব্য হইতেও আপনাকে সর্ব্বপ্রযত্নে বিরত রাখিতে হইবে। বহু আয়াসে তীরসংলগ্ন তরণী যদ্রূপ

ছিন্ন-রজ্জু হইয়া পুনরায় খরস্রোতে নীয়মান হয় এবং ত্বরায় আবর্ত্ত মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায়, তদ্রূপ বহু আয়াসোপার্জ্জিত বিদ্যা ও কঠোর সাধনা-সঞ্চিত সদ্গুণসমূহ কেবল আত্মসংযমের অভাবেই প্রবৃত্তি-স্রোতে নীয়মান হইয়া সংসারের ভীষণ আবর্ত্তমধ্যে অচিরেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। আত্মসংযমের অভাবে কত বিদ্বান্ ও জ্ঞানী ব্যক্তির মূল্যবান্ জীবন, অর্ণব-শিলা-সংঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন পোতের ন্যায় সংসার-সমুদ্রের পাপপাষাণসংঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। আত্মসংযমের অভাবেই কত তেজস্বী তপস্বীর কঠোর সাধনালব্ধ তপোবল ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। আত্মসংযমের অভাবে কত তীক্ষ্ণপ্রতিভা অস্ফুট অথবা অর্দ্ধস্ফুট অবস্থাতেই প্রবল রিপুকীট কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। আত্মসংযম ব্যতীত বুদ্ধি পরিপক্কতা ও ধীরতা লাভ করে না, এবং প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে, "ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দ্বারা যাহার চিত্ত সংযত হয় নাই তাহার বুদ্ধি অপ্রতিষ্ঠিত, এবং যাহার জ্ঞান জড়-বিষয়-রত ইন্দ্রিয়গণের অনুগামী তাহার প্রজ্ঞা, বায়ু কর্ত্তৃক সমুদ্রস্থ তরণীর নিমজ্জনের ন্যায় বিলুপ্ত হয়।" আত্মসংযম ব্যতীত পরমার্থ-সাধনা, ধ্যান, তপস্যা আকাশ-কুসুমবৎ কল্পনা মাত্র। মনু কহিয়াছেন, 'দুষ্টভাবাপন্ন বিপ্রের জ্ঞান, বৈরাগ্য, যজ্ঞ, নিয়ম ও তপস্যা কখনই সিদ্ধ হয় না।" কঠোপনিষদে আছে, "যে ব্যক্তি দুশ্চরিত্র হইতে বিরত হয় নাই, যাহার চিত্ত

শান্ত ও সমাহিত হয় নাই, সেই অশান্তমনা ব্যক্তি কেবল জ্ঞানমাত্র দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।" উপনিষদে আরও কথিত আছে, "আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি ও মনকে রশনা বলিয়া জান। * * * যে সর্ব্বদা অসমাহিত-মনা ও অবিবেকী; তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সারথির দুষ্টাশ্বের ন্যায় অবাধ্য হইয়া থাকে, এবং যে সর্ব্বদা সমাহিতমনা ও বিবেকী, তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সারথির সাধু অশ্বের ন্যায় বশীভূত হইয়া থাকে।" মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে, "যে আত্ম-নিষ্ঠ ধীর ব্যক্তি প্রমত্ত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণের রশ্মি ধারণে সমর্থ, তিনিই উৎকৃষ্ট সারথি। অশ্বগণ পথিমধ্যে বিমুক্ত হইয়া চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে যদ্রূপ সারথি তাহাদিগের ধৈর্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করা সাধু ব্যক্তির কর্ত্তব্য।" মনু বলিয়াছেন, "বিষয়সমূহে আত্যন্তিক আসক্তিহেতু জীব দোষ প্রাপ্ত হয় তাহাতে সংশয় নাই। অতএব তাহাদিগকে সংযত করিলেই সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হয়।" বাস্তবিক আত্মসংযম ব্যতীত কি ঐহিক, কি পারত্রিক কোন ব্যাপারই সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব আত্মসংযমকেই চরিত্রবিকাশের প্রধানতম উপায় বলা যাইতে পারে।

অনেকের প্রকৃতি বাসনার অধীন বা রিপুপরতন্ত্র থাকে, কিন্তু সুবুদ্ধি ও আত্মসংযমগুণে তাহারা কালক্রমে সমাহিত হইয়া যায়। মনোমধ্যে জীবনের দায়িত্ব ও ধর্ম্ম-সংগ্রাম স্ফুরিত হইয়া উঠিবামাত্রই সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মসংযম অভ্যাস করা

প্রত্যেকেরই উচিত। অধ্যবসায় সহকারে ধীরে ধীরে আত্ম-সংযম অভ্যাস করিলে তাহা কালক্রমে সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। তখন আর কোনও প্রলোভনই মনকে সহজে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না।

কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বাল্যকালে নিতান্ত দুর্বিনীত ও কোপন-স্বভাব ছিলেন। অধিক কি তিনি অভিভাবকগণের শাসনেও অবাধ্যতা এবং এবং উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু বয়সের সহিত যতই তাঁহার অভিজ্ঞতালাভ হইতে লাগিল তিনি ততই আত্মসংযম শিক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং পরিণত বয়সে তাঁহার বাল্যের সেই অনমনীয় উগ্রভাব গাম্ভীর্য্যের সম্মিলনে নীরব দৃঢ়-সংকল্পে পরিণত হইয়াছিল।

পরিণতবয়স্ক যুবকগণের ইচ্ছা ও উদ্যম শক্তি উন্মুক্ত বাষ্পের ন্যায় অন্ধভাবে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া থাকে। কিন্তু চিন্তাশীলতা, ধীরতা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিদ্বারা নিয়মিত হইলে তাহা বাষ্পীয়-যন্ত্রস্থ বাষ্পের ন্যায় জীবনকে নানা কার্য্যক্ষম করে। প্রবল ইচ্ছা ও উদ্যমশক্তি যদি ধর্ম্মনিয়মে সুপথে পরিচালিত হয়, তবে তাহা ধরাতলে অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। অলি-ভার ক্রমওয়েল যৌবনকালে নিরতিশয় ক্রোধপরায়ণ এবং দুর্দ্দম, অশাসিত ও কর্কশপ্রকৃতি ছিলেন। অথচ তাঁহার মনে ভূয়সী উদ্যমশক্তি ছিল। কিন্তু প্রকৃত কল্যাণকর কার্য্যে নিয়োজিত না হওয়াতে তাহা নানাবিধ অপকারে প্রযুক্ত হইয়া সকলের ক্লেশ উৎপাদন করিত। অবশেষে সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সেই

অপরিমেয় ও দুর্দ্দম উদ্যমশক্তির উপরে ধর্ম্মের প্রভাব সঞ্চারিত হওয়াতে, উহা ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ক্রমওয়েল রাজ্যশাসনে নিয়োজিত হইয়া সত্য ও ধর্ম্মের পক্ষে যেরূপ অসাধারণ ক্ষমতা, তেজস্বিতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের ইতিহাসে তাহার বিবরণ অতি উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

মহাত্মা শাক্যসিংহ কহিয়াছেন, "সংগ্রামে যে লক্ষ লোক জয় করিয়াছে সে প্রকৃত বিজয়ী নহে, যে আপনাকে জয় করিয়াছে, সেই প্রকৃত বিজয়ী।" বাস্তবিক যে আত্মবিজয়ী বীরপুরুষ শাসন ও সংযমদ্বারা স্বীয় চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যকে নিয়মিত ও বশীভূত রাখিতে সমর্থ, সমগ্র ধরাতল তাঁহার করায়ত্ত।

(৩)

ক্রোধ ও রসনাসংযম।

ষড়্রিপু মধ্যে ক্রোধ মানবের ভীষণ শত্রু। ইহার বশীভূত হইলে মানব মুহূর্ত্তমধ্যে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, ভ্রষ্ট-বুদ্ধি, বিকৃতমনা ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পড়ে। তখন তাহা-দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সাজ্ঘাতিক কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। আত্মপুরাণে লিখিত আছে, "যদ্রূপ অতিমাত্র প্রজ্বলিত অগ্নি শুষ্ক ও আর্দ্র তাবৎ বস্তুকেই দগ্ধ করে, তদ্রূপ কোপাগ্নি

প্রজ্বলিত হইলে এই বিশ্বের তাবৎ বস্তুকেই দগ্ধ করিয়া থাকে।” ক্রোধী ব্যক্তি যদ্রূপ অন্তর মধ্যে ক্রোধাগ্নির মুর্ম্মুরদাহে সর্ব্বদা দগ্ধ হইতে থাকে, তদ্রূপ ক্রোধানলের তেজ তাহার শারীরিক স্বাস্থ্যকেও বিনষ্ট করিয়া থাকে। হুতাশনে ইন্ধন-সম তাহার সদ্‌গুণরাশি অচিরেই তাহাতে ভস্মীভূত হইয়া যায়। কোপন-স্বভাব ব্যক্তির চিত্তের অস্থৈর্য্য বশতঃ কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোভিনিবেশ হয় না এবং সে ক্রোধের উত্তেজনায় নিয়তই সাংসারিক ও মানসিক সর্ব্ববিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। ক্রোধ হইতে স্বকীয় ও পরকীয় যে সকল অপকার হইয়া থাকে, ক্রোধাবসানে তাহা স্মরণপূর্ব্বক দারুণ আত্মগ্লানির উদয় হইয়া মানবকে দুঃখ ও ক্ষোভ-সাগরে নিমজ্জিত করে। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে ক্রোধরিপুকে সংযত করিতে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

স্বকীয় সুখ এবং কল্যাণের জন্য জিহ্বাকে সংযত করা একান্ত প্রয়োজনীয়। বাক্য বজ্রাপেক্ষাও কঠিন হইয়া মনকে বিচূর্ণ, এবং ক্ষুরধারাপেক্ষাও তীক্ষ্ণ হইয়া হৃদয়কে কর্ত্তন করিতে পারে। রসনাকে সংযত করা ধৈর্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। যে স্বীয় হৃদয়ের হিংসা, দ্বেষ বা ক্রোধ কঠোর ভাষায় প্রকাশপূর্ব্বক অন্যের হৃদয়ে বেদনা প্রদান করে; যে বিশ্বাসহন্তা নরাধম আত্মীয়ের জীবন-মরণের সন্ধিস্বরূপ গোপনীয় কথা বা মন্ত্রণা শত্রুর নিকট অথবা নিষিদ্ধ স্থানে প্রকাশ করিয়া দেয়; যে ভদ্রসমাজে নিতান্ত চঞ্চল হইয়া বাচালতা ও প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করে; যে স্বীয় মনের

নচিন্তা ও সংকল্প সংবরণে অসমর্থ হইয়া জলবুদ্বুদের ন্যায় তাহা লোক সমক্ষে প্রকাশ করিয়া ফেলে; সেই আত্মসংযম, আত্মশাসন ও আত্মসম্মানবিহীন নির্ব্বোধ, নির্লজ্জ ব্যক্তি এ সংসারে স্বয়ং পদে পদে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হয়, এবং অপরকেও নিয়ত বর্ণনাতীত বিপজ্জালে জড়িত করিয়া থাকে।

মহাত্মা শাক্যসিংহ তৎপুত্র রাহুলকে রসনা-সংযম সম্বন্ধে কথাচ্ছলে এই উপদেশ দান করিয়াছিলেন,—"কোনও রাজার এক রণ-মাতঙ্গ ছিল। সে একাকী পঞ্চশত মাতঙ্গকে পরাজিত করিতে সমর্থ ছিল। শুণ্ডে অস্ত্রবিদ্ধ হইলে হস্তীর সমূহ বিপদ্, এই বিবেচনা করিয়া হস্তিপাল তাহাকে যুদ্ধকালে স্বীয় শুণ্ড সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে শিক্ষা দান করিয়াছিল। একদা সেই হস্তী রণমদে মত্ত হইয়া শত্রুর তীক্ষ্ণধার তরবারি গ্রহণ করিবার মানসে শুণ্ড প্রসারিত করিল। তাহাতে হস্তিপাল বিপদের আশঙ্কা করিয়া ত্বরায় হস্তী লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। হে রাহুল! ঐ মাতঙ্গ যদ্রূপ সর্ব্বশরীর অনাচ্ছাদিত রাখিয়াও, কেবল শুণ্ডসঙ্কোচনে শিক্ষিত হইয়াছিল, তদ্রূপ অন্য কোনও দিকে দৃষ্টি না রাখিয়াও মানব যদি স্বীয় রসনা শাসনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে, সে সর্ব্ববিধ কলুষ হইতে নিস্তার পাইতে পারে। কিন্তু রসনা অসংযত থাকিলে, সেই গজের শুণ্ডপ্রসারণের ন্যায় তাহার বিপদের সম্ভাবনা হইয়া থাকে।"

(৪)

চিন্তা ও ভাব সংযম।

বাল্যকাল অবধি চিন্তা ও ভাবকে সংযত করিতে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা শাক্যসিংহ কহিয়াছেন, "মন অতিশয় চঞ্চল, সর্ব্বদাই পরিভ্রমণ করিতেছে। এই মনকে সংযত করিলে বহু কল্যাণ হয়। সংযত মনে সুখের উদয় হয়। * * * শত্রু শত্রুর যত না অনিষ্ট করিতে পারে, বিপথগামী মন তদপেক্ষা অধিকতর অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে।" চিন্তাই সকল বাসনার মূল ও সকল কার্য্যের জননী। অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় হৃদয়ের ভাবনিচয়, মানবের কামনাকে অধিকতর প্রজ্বলিত করিয়া তুলে। অসত্য ও কল্পনাকে, পাপ ও বিরুদ্ধ চিন্তাকে মনোমধ্যে অত্যল্পমাত্র অধিকার দিলেও উহারা ক্রমশঃ সমগ্র মনে স্বীয় অধিকার স্থাপন করিয়া বসে।

অতএব বাল্যকালাবধি মনকে তাবৎ নিষিদ্ধ পাপ চিন্তা হইতে সংযত রাখিয়া সাধু চিন্তা, সত্যভাব এবং সাধু সংকল্পে নিযুক্ত করিতে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

নির্জ্জনতা অপ্রতিষ্ঠিত চরিত্রের পক্ষে সংযমের বিরোধী। নির্জ্জনতা চিন্তাশীল সাধু ব্যক্তির পক্ষে মহোপকারী, কিন্তু অসমাহিতমনা তরলচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা অনিষ্টের হেতু। পাপ-পিশাচ অন্ধকারেই বিচরণ করে এবং অন্ধকারেই অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া থাকে। অতএব চরিত্র সাধনের প্রথমাবস্থায় নির্জ্জনতা পরিত্যজ্য।

নির্জ্জনতার ন্যায় অসাধু সংসর্গও সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। অসৎসঙ্গ আত্মসংযমের ব্যাঘাত করে। পাঁপের সহচর স্বরূপ অসাধু ব্যক্তিগণ সাধুতার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ নিয়তই সংযমে যত্নশীল ব্যক্তিকে পাপপথে প্রলোভিত করিয়া থাকে। কিন্তু সাধু সজ্জনের সংসর্গে চিন্তা ও কার্য্যে সংযম শিক্ষা হয়। মনে পাপ বা বিরুদ্ধ চিন্তার উদয় হইবামাত্রই সৎসঙ্গ আশ্রয়পূর্ব্বক সদালোচনা ও সাধুকার্য্যে যোগদান করা কর্ত্তব্য।

সাধুসঙ্গের ন্যায় কার্য্যশীলতাও মানবকে অনেক সময় প্রলোভন হইতে রক্ষা করে এবং কার্য্যে গাঢ় অভিনিবেশ দ্বারা আত্মসংযমের শিক্ষা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিয়ত অধ্যয়ন, জ্ঞানচর্চ্চা, আর্ত্তসেবা বা অন্যবিধ কর্ত্তব্যে নিযুক্ত থাকে, প্রলোভন তাহার নিকট অগ্রসর হইবার অবসর পায় না, এবং কার্য্যের শাসনে তাহার বাসনা ও প্রকৃতি সংযমের অভ্যাস হয়।

(৫)

আমোদপ্রিয়তা।

আমোদপ্রিয়তা মানবের ভীষণ শত্রু। খরস্রোত নদীজলে মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল নিক্ষেপ করিলে তাহা যদ্রূপ স্রোতোবেগে নীয়মান হইতে থাকে—জলনিমগ্ন হইয়া মীনকুলের সম্মুখে উপস্থিত হইতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ উপদেশ, জ্ঞান,

সাধনা, কর্ত্তব্য প্রভৃতি কদাপি আমোদপ্রিয় মানবের মনের সন্নিহিত হইতে পারে না, আমোদপ্রিয়তার খরস্রোতে ভাসিয়া যাইতে থাকে। শাক্যসিংহ কহিয়াছেন "যে ব্যক্তি আমোদে রত তাহার ইন্দ্রিয় অসংযত, অলস ও দুর্ব্বল। বাতাহত বিটপীর ন্যায় সে প্রলোভনকর্ত্তৃক জিত হয়। যে নিয়ত আমোদে আসক্ত, যে শ্রেষ্ঠজ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করে না, সে মণিমুক্তামিশ্রিত পঙ্কিল-জলপূর্ণ পাত্রের ন্যায়। পাত্রের জল যতক্ষণ আলোড়িত হয়, ততক্ষণ বহুমূল্য পদার্থ-গুলি নয়নগোচর হয় না। সেইরূপ যতদিন, হৃদয়মধ্যে আমোদ ও বাসনা প্রবল থাকে ততদিন উচ্চতর জ্ঞানের সৌন্দর্য্য অনুভব কয়া যায় না।"

তথাপি গীত, বাদ্য, নৃত্যাদির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মানব যখন জীবনের কৃত্রিমতা বিস্মৃত হয়, তখনই উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে, শিশুর ন্যায় সরল ও স্বাভাবিক ভাবে সে এই বিশ্বসঙ্গীতে আপনার প্রাণের সঙ্গীত মিশাইবার জন্য উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠে। সভ্যতা নানাপ্রকার কৃত্রিমতা দ্বারা তাহাকে এই স্বাভাবিক আনন্দোচ্ছ্বাস হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখিতে চাহে। কিন্তু প্রকৃতিবিহারী বর্ব্বর জাতি অবাধে এই হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া থাকে। গারো, কুকী, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতি যেরূপ আনন্দের উচ্ছ্বাসে বনফুল ও বিহঙ্গ-পক্ষে সজ্জিত হইয়া, সমবেত নৃত্য করে, তদ্দর্শনে

দর্শক মাত্রেরই মনে শিশুর ন্যায় নির্দ্দোষ আমোদ ও প্রফুল্লতার সঞ্চার হইয়া থাকে। সভ্যতম জাতির মধ্যেও সমবেত, নৃত্য, গীত, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি প্রচলিত আছে। মানব সমাজের কঠোর পরিশ্রমজনিত অবসাদ দূর করিয়া মনে স্ফূর্ত্তির সঞ্চার, সামাজিক সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন এবং হৃদয়বৃত্তির উন্মেষের জন্য যাত্রা, নাট্য, সঙ্গীত ও ক্রীড়া প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু যখন তৎসমূহ মানবের আসক্তিকে পূর্ণমাত্রায় গ্রাস করত তাহাকে শিষ্টাচার ও নীতির সীমা উল্লঙ্ঘন করায় এবং মনুষ্যজনোচিত কর্ত্তব্য সাধন হইতে দূরে লইয়া যায়, তখনই তাহা দূষণীয় হইয়া উঠে। জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে বারবনিতাগণের নৃত্যাদি দর্শনে আমোদ লাভ করিতে দেখিলে কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তির প্রাণ ব্যথিত না হয়? আহার পানের ন্যায় আমোদ সম্ভোগেও মিতাচারপরায়ণ হইলে তদ্দ্বারা অনিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, প্রভুত হৃদয় মনের স্বাস্থ্য সম্পাদনই হইয়া থাকে। অনুরঞ্জিনী বৃত্তির যথেচ্ছ চরিতার্থতাসাধনই বিলাস ও আমোদপ্রিয়তা। এমন যে পবিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, জীবনের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া, তাহাতেও একান্ত লীন হইয়া মত্ততা সঞ্চয় করা মানব-চরিত্রের পক্ষে দুর্ব্বলতার পরিচায়ক ও দোষাবহ।

আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতে যাত্রা, অভিনয় প্রভৃতি প্রচলিত আছে। রামায়ণ-মহাভারত-বর্ণিত আদর্শ চরিত্রসমূহ,

ঐকতানবাদন ও কারুকার্য্য-খচিত পরিচ্ছদের সম্মিলনে অভিনীত হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর একাধারে দর্শন, শ্রবণ, মন ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকে। সচ্চরিত্র ভাবুক ব্যক্তিগণ যখন ভাবে বিগলিত হইয়া ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি মহচ্চরিত্র এবং সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শ সতী নারীগণের চরিত্রাভিনয় করিয়া থাকেন, তখন বঙ্গের কোন্ সহৃদয় বালক, বৃদ্ধ বা তরুণবয়স্ক নরনারীর নয়ন অশ্রুপ্লাবিত, হৃদয় পবিত্র, মন উচ্চভাবে পূর্ণ এবং জীবন মধুময় ভাবে আপ্লুত হইয়া না উঠে? এমন কি মহাত্মা শ্রীচৈতন্যদেবও তাঁহার পারিষদবর্গ সমভিব্যাহারে, প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া, ভক্তিলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। ঈদৃশ যাত্রাভিনয় মানবসমাজে মহা কল্যাণকর এবং ইহা নরনারীর হৃদয়ে প্রভূত পবিত্রতা ও মধুরতার সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু কালক্রমে অশিক্ষিত ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তিগণের হস্তে পতিত হইয়া যাত্রাভিনয় যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। ইহা অধুনা একটী ভাবহীন অর্থকরী ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। সুরাপান ও তদানুষঙ্গিক বহুল পাপ যাত্রাভিনয় সম্প্রদায় মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেগুলিকে দুর্নীতির লীলাভূমি করিয়া তুলিয়াছে এবং এরূপ যাত্রাভিনয় অধুনা অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে যাহা অজ্ঞাতসারে দেশমধ্যে পাপ-স্রোত প্রবাহিত না করিতেছে।

আমাদের দেশের যাত্রাভিনয়ের ন্যায় পাশ্চাত্য প্রদেশে থিয়েটার বা নাট্যশালা তদ্দেশবাসিগণের সাহিত্য ও হৃদয় মনের উৎকর্ষ বিধান করে। তথায় স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত থাকাতে পুরুষ রমণী একত্রে অভিনয় করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য অনুকরণে আমাদের দেশেও অধুনা নাট্যশালা স্থাপিত হইয়া সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক নাট্যাভিনয় হইতেছে। বৈদেশিক অনুকরণে এই নাট্যশালাসমূহ দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, সঙ্গীত বাদ্য ও অভিনয় প্রণালীতে, আমাদের দেশের প্রাচীন যাত্রাভিনয় হইতে বহুলাংশে উৎকর্ষ লাভ করিয়া সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটী বিষয়ে ভারতীয় নাট্যশালা নিতান্ত দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। ভদ্রসমাজে নাম গ্রহণের অযোগ্যা, পতিতা রমণীগণের দ্বারা এখানে অভিনয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য অনুকরণ আমাদের দেশে সর্ব্বথা প্রযোজ্য হইতে পারে না। রমণী অভিনেত্রীর অভাবে বিদেশীয় নাট্যশালার অনুকরণের সর্ব্বাঙ্গীনতা সম্পন্ন হয় না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া নীতিকে পদতলে দলিত করিয়া সুরুচি ও শিষ্টাচারের মস্তকে লগুড় প্রহারপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গীনতা সম্পাদন করিতে হইবে, ইহা যৎপরোনাস্তি লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। বলা বাহুল্য যে, ঈদৃশ নাট্যশালাসমূহদ্বারা দেশে দুর্নীতির স্রোত প্রবলতর হইতেছে। তথায় কতই প্রলোভন যুবকগণের মনোহরণ করিবার জন্য, ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছে! কত ছাত্র, কত যুবক, কত দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি

ঈদৃশ নাট্যশালার চাকচিক্যময় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত হইয়া, পবিত্র অধ্যয়ন, তপস্যা ও কর্ত্তব্য কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া, পাপস্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় ব্যথিত হইয়া ক্রন্দন করে। তদ্ব্যতীত, কলুষিতজীবন রমণীগণ সর্ব্বজন-সমক্ষে নির্লজ্জভাবে, সীতা সাবিত্রী, যশোধারা প্রভৃতি আর্য্য সতীগণের ও চৈতন্য, বুদ্ধ, রামচন্দ্র প্রভৃতি মহাপুরুষগণের সাজে সজ্জিত হইয়া, তাঁহাদের পবিত্র চরিত্রের অভিনয় করিবে, ভারত সন্তানের হৃদয়ে চির-গ্রথিত তাঁহাদের পবিত্র নামে বিদ্রূপ লেপন করিবে ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয়, এবং ইহা অপেক্ষা দেশের নৈতিক দুর্গতির বিষয়, আর কি হইতে পারে?

হে বঙ্গীয় যুবকগণ! তোমরা হৃদয়োৎকর্ষসাধক নাট্য-শালাকে সর্ব্বপ্রকারে কলঙ্কশূন্য করিতে যত্নবান্ হও। তোমরা দলে দলে নদীতীরে, শৈলশৃঙ্গে, সরস শোভাময় নিবিড় কাননমধ্যে, অথবা শ্যামল শস্যক্ষেত্রের সন্নিকটে ভ্রমণ করিয়া নিসর্গশোভা-সন্দর্শনে চিত্তকে পবিত্র সৌন্দর্য্যরসে নিমগ্ন কর, অথবা বৃক্ষশাখাসমাসীন পিককুলের ন্যায় উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে, মুক্তকণ্ঠে প্রকৃতি-সঙ্গীত গান করিয়া বিমল আনন্দ সম্ভোগ কর। তোমরা বয়স্যে বয়স্যে মিলিত হইয়া মনের আনন্দে প্রাণ খুলিয়া পবিত্র রহস্যালাপ কর; সুরুচিসঙ্গীত, নীতিগর্ভ কাব্য ও উপন্যাস পাঠ কর; নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র লইয়া সংগীতালাপ কর, অথবা অশ্রুসিক্ত নয়নে নির্দ্দোষ যাত্রাভিনয়

সম্ভোগ কর; কিন্তু স্বকীয় কর্ত্তব্য ও তপস্যা বিস্মৃত হইয়া, মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া আমোদপ্রিয়তার প্রখর স্রোতে ভাসমান হইও না। এরূপ অপবিত্র আমোদ হইতে আপনা-দিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে সংযত রাখ, এবং বদ্ধপরিকর হইয়া প্রতিজ্ঞা কর, যে যতদিন এই সুনীতির কণ্টক নাট্যাভিনয় হইতে সমূলে উৎপাটিত না হইবে ততদিন নাট্যশালায় কদাপি পদার্পণ করিবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—— :*: ——

(১)

প্রকৃতি।

এ পর্য্যন্ত চরিত্রের দৃঢ়াংশমাত্র আলোচিত হইয়াছে। যাহাতে মানসিক বৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ বিকাশ লাভ হয়; যাহাতে শ্রমশীলতার অভ্যাস, কর্ত্তব্যজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি ও অটল কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার শিক্ষা হয়; যাহাতে যথেচ্ছাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিতাচারী হওয়া যাইতে পারে এবং আত্মসংযমের শিক্ষা ও সাধনা হয়, পূর্ব্ব কয়েকটী অধ্যায়ে তাহারই উপায় বিবৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সকলের শিক্ষা না হইলে চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না; মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না; এবং জনসমাজ মধ্যে মানবের অবস্থিতি ও উন্নতি সম্ভব হয় না। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, এ সমুদায় চরিত্রের উন্নত অচলে আরোহণ করিবার কঠিন পাষাণ-সোপান মাত্র! হৃদয়-বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও উৎকর্ষলাভেই চরিত্রের পূর্ণ অভিব্যক্তি। হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য।

সংগ্রামে মানব জীবনের প্রতিষ্ঠা, সাধনায় তাহার উন্নতি, প্রীতিতে তাহার পরিণতি। দৃঢ়তায় মনুষ্যত্বের সাধনা, কোমলতায় তাহার সিদ্ধি। কোমলতা মানব চরিত্রের লক্ষ্য, কাঠিন্য তাহার উপায়। কোমলতা বিকাশ, কাঠিন্য প্রকরণ; কোমলতা শস্য, কাঠিন্য তাহার বহিরাবণ। জীবনসংগ্রাম জনসমাজে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করে; শ্রম ও কর্ত্তব্যকে সংস্থাপিত করে; মিতাচার ও আত্মসংযমের দৃঢ়তা সাধন করে; শান্তি ও পবিত্রতার বিস্তার করে,—উচ্চতর প্রীতিময়, কোমল, সুন্দর জীবন তদুপরি অভিব্যক্তি লাভ করে।

দৃঢ় ও কোমল বৃত্তিনিচয়ের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশই মানব চরিত্রের পূর্ণ আদর্শ। যখন অটল কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও আত্মসংযমের উপর সুকোমল, পবিত্র প্রীতি-কুসুম বিকসিত হইয়া জন-সমাজকে সৌরভে আমোদিত করিতে থাকে, তখনই মানব-চরিত্র পূর্ণতা লাভ করে।

হৃদয়-বৃত্তির অভিব্যক্তির প্রথম সোপান প্রকৃতি। প্রচলিত কথায় ইহাকে মেজাজ বলে। শুষ্ক, কঠোর কর্ত্তব্য-সাধন বিষম ক্লেশকর। মানবের প্রকৃতি যদি কোমল ও মধুর না হয়, তবে কর্ত্তব্য নিজের নিকটেও ভারবহ বোধ হয়, জন-সমাজেরও অপ্রীতিকর এবং পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। কেবল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অটল নিষ্ঠা দ্বারা জগতে সহজে কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয় না। একটু মধুর বাক্য, একটু প্রফুল্ল দৃষ্টি, একটু সন্তোষের হাস্য শত শত লোকের হৃদয় জয় করিয়া, গুরুতর

কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়। সহিষ্ণু অনুদ্বেজিত ও প্রফুল্ল প্রকৃতি, স্বকীয় এবং পরকীয় সুখ শান্তির নিদান।

জগতে এক শ্রেণীর লোক দেখা যায় তাহারা স্বভাবতঃই আশাশীল ও সুমিষ্ট প্রকৃতি সম্পন্ন। তাহাদের নিকট সংসার সুখময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রতি পুষ্পের বিকাশে, প্রতি পল্লব-মর্ম্মরে, প্রতি বিহঙ্গ-সঙ্গীতে, প্রতি পবন-হিল্লোলে তাহারা উচ্ছ্বসিত আনন্দ অনুভব করে। পিতামাতার স্নেহ, তনয় তনয়ার অর্দ্ধস্ফুট ভাষা, বন্ধু বান্ধবের প্রীতির মধ্যে তাহারা নিরতিশয় সুখ লাভ করিয়া থাকে। তাহারা স্বয়ং সর্ব্বদা আশা ও আনন্দে পূর্ণ থাকিয়া, প্রফুল্ল মনে, লঘুহস্তে জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন করে এবং যেখানে গমন করে, সেই খানেই আনন্দ বিকীর্ণ করিতে থাকে। রোগ শোক, দুঃখ যন্ত্রণা তাহাদিগের প্রফুল্ল মুখকে বিষণ্ণ ও সহিষ্ণুতাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। রোগী তাহাদের মুখ দেখিলে আশা ও আনন্দ লাভ করিয়া রোগ-যন্ত্রণা বিস্মৃত হয়। তাহাদের দুঃখ ও দারিদ্র্য-প্রপীড়িত পর্ণ কুটীরে সামান্য শাকান্নও যেন সুখ ও শান্তি বিতরণ করিতে থাকে। অত্যাচার উৎপীড়ন তাহাদিগের পরদুঃখকাতর হৃদয়কে সঙ্কুচিত ও স্নেহবিগলিত নেত্রকে বিশুষ্ক করিতে সমর্থ হয় না। মানবের প্রবঞ্চনা ও কৃতঘ্নতার শাণিত অসিও তাহাদের হস্তকে লোকহিত হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। দুঃখযন্ত্রণার ভার বহন করিতে হইলেও তাহারা, অক্ষুব্ধ চিত্তে, প্রফুল্ল মনে

অহা করিয়া থাকে। ঈদৃশ মানবগণের জীবনভার নিতান্ত লঘু ও প্রকৃতি জন সাধারণের প্রীতিপ্রদ।

অন্য এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের প্রকৃতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহাদের নিকট সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বালারুণের মধুর কিরণ, বা পূর্ণশশীর মনোহর শোভা তাহাদের নিবিড় তমোময়, দুর্ভেদ্য হৃদয়-মধ্যে একটী রেখাও প্রেরণ করিতে সমর্থ হয় না। বিহঙ্গকুলের কাকলী বা তরঙ্গিণীর উল্লাস-নৃত্য; কুসুমনিকরের বিমল সৌরভ বা শস্যক্ষেত্রের ঘনশ্যাম, কোমল শোভা তাহাদের দুঃখ সন্তপ্ত, বিষণ্ণ হৃদয়ে প্রফুল্লতার লেশ মাত্র সঞ্চার করিতে সমর্থ হয় না। জনক জননীর অনুপম স্নেহ, সোদর সোদরার নির্ম্মল সেবা-যত্ন ও বন্ধু বান্ধবের অকপট প্রীতির মধ্যে তাহারা বিষম স্বার্থপরতার ছায়া দর্শন করে। জনসমাজের নৃত্যগীত, পানভোজন, আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে তাহারা অসারতা ও দুঃখ ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পায় না। ঈদৃশ দুঃখবিভীষিকাগ্রস্ত মানবগণের মুখমণ্ডলে সর্ব্বদাই অসহিষ্ণুতার বিরক্তিপূর্ণ বিকটভাব প্রকাশ পায় এবং তাহারা যেখানে যায় সেইখানেই অসন্তোষের গরল বিস্তার করিতে থাকে। যদি কর্ত্তব্য সাধন করিতে হয়, তবে তাহারা মহা বিরক্তির সহিত অনিচ্ছা পূর্ব্বক তাহাতে হস্তক্ষেপ করত সমস্ত সময় দারুণ অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করিতে থাকে। দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের জন্য তাহারা অনবরত উদ্বিগ্ন চিত্তে,

অতি সন্তর্পণে প্রতিপদক্ষেপ গণনা পূর্ব্বক, পদচালনা করিতে থাকে, অথচ দুঃখ যন্ত্রণাও তাহাদিগকে স্বীয় অনিবার্য্য অধিকার হইতে কদাপি অব্যাহতি দান করে না। ঈদৃশ প্রকৃতিসম্পন্ন মানব সংসার-ক্ষেত্রে কেবল অসন্তোষ, ক্ষোভ ও বিরক্তি সঞ্চয় পূর্ব্বক স্বীয় জীবনকে দুর্ব্বহ করিয়া তুলে; এবং আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশিমণ্ডলীরও যৎপরোনাস্তি বিরক্তি ও অপ্রীতির ভাজন হয়।

জগতের শিরোভূষণস্বরূপ গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ মহা প্রফুল্ল, প্রেমিক এবং আশা ও নির্ভরশীল। ঈশ্বরবিশ্বাসী দূরদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিগণই ঘন তমোরাশিমধ্যে আলোক দর্শন করেন; বর্ত্তমান অমঙ্গলের মধ্যে ভাবী মঙ্গল দর্শন করেন; উপস্থিত ব্যাধি যন্ত্রণার মধ্যে ভাবী স্বাস্থ্য উপলব্ধি করেন; ঘোর পরীক্ষার মধ্যে পবিত্রতা ও সংযম শিক্ষা করেন এবং দুঃখদারিদ্র্য হইতেও জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সাহস সঞ্চয় করিয়া থাকেন। প্রফুল্লতাই উন্নতির কুসুমাস্তরণবিশিষ্ট কোমল পথ। প্রফুল্লতা নৈতিক জীবনের বিশ্বস্ত প্রহরী; কর্ত্তব্য-ক্ষেত্রে কুসুমোদ্যানবেষ্টিত শীতল নির্ম্মল সরোবর এবং অসীম ধর্ম্ম-পারাবার বক্ষঃস্থ সাধনা তরণীর সুমন্দ অনুকূল পবন।

জেরেমি টেলর যখন হৃত-স্বর্ব্বস্ব হইয়া, যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ ভোগ করিতেছিলেন, তখন তিনি উৎপীড়কগণকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন, "তাহারা আমার নিকট হইতে সকলই কাড়িয়া লইয়াছে। আর কি আছে? কিন্তু আমার চতুর্দ্দিকে

দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, তাহারা আমার জন্য এখনও যথেষ্ট রাখিয়াছে। আমার সূর্য্য চন্দ্র আছেন, সাধ্বী স্ত্রী আছেন; আমার দুরবস্থায় সহৃদয়তা প্রদর্শন ও সাহায্য করিবার জন্য বন্ধু বান্ধব আছেন। * * * * তাহারা আমার প্রফুল্ল স্ফূর্ত্তি, হৃদয়ের আনন্দ এবং নির্ম্মল প্রজ্ঞা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। ঈশ্বরের কৃপা, ধর্ম্মের সুখ, পরলোকের আশা এবং তাহাদের (উৎপীড়কগণের) উপর করুণা আমার এখনও আছে।" প্রজ্ঞায় দৃঢ়নিষ্ঠ হইয়া অক্ষুন্নভাবে কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনের অভ্যাস করিলে স্বতঃই মানবহৃদয়ে প্রফুল্লতার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। যে পরিমাণে এই জগৎকে মঙ্গল ও আনন্দময় বলিয়া বোধ হইবে ও ইহার সহস্রমুখ সৌন্দর্য্য অনুভবের শিক্ষা হইবে, সেই পরিমাণে, কুসুমকলিকার বিকাশের ন্যায় স্বতঃই মানব-হৃদয়ে প্রফুল্লতা বিকসিত হইয়া উঠিবে।

প্রফুল্লতার মূলমন্ত্র আনন্দ ও প্রীতি। যাহার হৃদয় সর্ব্বদা আনন্দ ও প্রীতিতে পরিপূর্ণ, পার্থিব উৎপীড়ন দূরের কথা-মরণভয়ও তাহার মুখ ম্লান করিতে সমর্থ হয় না। আশান্বিত ও প্রীতিশীল ব্যক্তি জনসমাজ মধ্যে আনন্দ ও প্রফুল্লতা বিস্তার করিয়া স্বয়ং সুখী হন, অপরকেও সুখী করেন। বেন্থাম বলিয়াছেন, "যে পরিমাণে মানব অপরকে সুখ দান করিবে, সেই পরিমাণে তাহার স্বীয় সুখ-ভাণ্ডারও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে।" কবি রজার্স একটী ক্ষুদ্র বালিকার গল্প বলিতেন। সেই বালিকার সহিত যাহার পরিচয় হইত, সেই তাহাকে

ভালবাসিত। একদা কোনও ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিল, "সকলে তোমাকে এত ভালবাসে কেন?" বালিকা উত্তর করিল, "আমার মনে হয়, আমি সকলকে এত ভালবাসি বলিয়া।" এই কথাটি বালিকার মুখ হইতে নিঃসৃত হইলেও ইহার মূল্য অনেক অধিক। অন্যের প্রতি প্রীতিতেই মানবের প্রকৃত সুখ। আমাদের যতই কেন ব্যক্তিগত সাংসারিক লাভ হউক না, এবং সেই সফলতা আমারা যতই কেন সাধুপথে থাকিয়া উপার্জ্জন করি না, মানবমাত্রের প্রতি সজীব প্রীতির সঞ্চার না হইলে উহা আমাদিগকে পূর্ণ সুখ ও প্রকৃত আনন্দ প্রদান করিতে পারে না।

স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতা সকল দুঃখের মূল। যে ব্যক্তি আপনাকে লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত, তাহার অপরের সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবসর কোথায়? পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা ও মনুষ্যকে সে তাহার স্বকীয় স্বার্থ সাধনের উপায়রূপে দর্শন করে! সকলে তাহার সুখ বিধান করুক, সে কাহারও সুখের জন্য চিন্তা করিবে না; সকলে তাহার সুবিধা করিয়া দিউক, সে কাহারও সুবিধা বা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেনা; তাহার সামান্য শিরঃপীড়া উপস্থিত হইলে সকলে আসিয়া তাহার সেবা করুক, কিন্তু জনসমাজের শোক ও দুঃখের ক্রন্দনে তাহার শান্তিময়ী নিদ্রা ও সুখ-স্বপ্ন যেন ভগ্ন না হয়,—এই তাহার দিবানিশি সাধন, সুতরাং সিদ্ধিও তদনুরূপ হইয়া থাকে। অনবরত আপনার

বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, আপনাকেই পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে এবং প্রতি মুহূর্ত্তে আপনার সুখ দুঃখের পরিমাণ করিতে করিতে, সে নিজেই নিজের পূজনীয় ক্ষুদ্র দেবতা-স্বরূপ হইয়া উঠে। ঈদৃশ ব্যক্তির সুখ কোথায়? আত্ম-সুখান্বেষণই দুঃখ, আত্মবিস্মৃতিতেই সুখ। সুখসচ্ছন্দে, শান্তি ও আনন্দে জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ হইতে হইলে, স্বীয় স্বার্থের প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক, মুক্ত ভাবে বিস্তৃত জগতে হৃদয় সম্প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে, স্বীয় জীবনের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ তুচ্ছ করত মানব-চরিত্রের চরম লক্ষ্য—বিশ্বব্যাপিনী প্রীতির শিক্ষা লাভ করিতে হইবে।

(২)

সৌজন্য।

হৃদয়-বৃত্তির অভিব্যক্তির দ্বিতীয় সোপান—সৌজন্য। সৌজন্য চরিত্রের প্রস্ফুট সৌন্দর্য্য। ইহা মানবের কার্য্যের আভরণ এবং কর্ত্তব্যের সৌরভ স্বরূপ। সৌজন্য সামাজিক সম্বন্ধকে সুমিষ্ট করে, ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় কার্য্যেকে অনুরঞ্জিত করে এবং সমগ্র জীবনকে প্রফুল্ল ও মধুময় করিয়া তুলে।

যে ব্যক্তি জনসমাজে বাস করিয়া সৌজন্যভূষণে বঞ্চিত সে অতি কৃপাপাত্র। যাহার সৌজন্য নাই, তাহার বাক্য মধুরতাবিহীন নয়ন প্রফুল্লতাশূন্য বদন সন্তোষচিহ্নবর্জ্জিত,

অঙ্গভঙ্গী কোমলতাবিহীন এবং কার্য্য অতৃপ্তিময়। অকারণে কর্কশ কথায় বা ব্যবহারে লোকের মনে কষ্ট দিতে, সম্মানার্হ ব্যক্তির অবমাননা করিতে, শোক-সন্তপ্ত প্রাণের যন্ত্রণা বর্দ্ধিত করিতে, মৃতের উপর খড়্গাঘাত করিতে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কোচ বোধ হয় না। সামান্য একটু কষ্ট স্বীকার করিলে যদি অপরে সুখী হয় সে কখনই তাহা করিতে সম্মত হইবে না। সে উপকার স্মরণ করিয়া উপকারীর নিকট মস্তক অবনত করিতে জানে না, স্নেহের প্রতিদানে হাস্য ও তৃপ্তি প্রকাশ করিতে পারে না এবং স্বার্থত্যাগীর সেবা প্রাপ্ত হইয়া দুই বিন্দু অশ্রুপাতপূর্ব্বক ভাবের কৃতার্থতা প্রকাশে সক্ষম নহে। সাধারণের যথার্থ ক্রটী ক্ষমা করা দূরে থাকুক, প্রতিপালক জ্ঞানদাতা বা প্রীতিশীল ব্যক্তির বিন্দুমাত্র ব্যবহার যদি তাহার স্বার্থ ও ইচ্ছার প্রতিকূল হয়, তবে সে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তদীয় হৃদয়ে নির্ম্মম ব্যবহারের শাণিত ছুরিকা প্রবেশ করাইতেও কুণ্ঠিত হয় না। ঈদৃশ সৌজন্যবিহীন বর্ব্বর বিদ্যালাভে সফলকাম ও দৈনিক কার্য্যে তৎপর হইলেও, তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া থাকে। সে আপনিও সুখী হইতে পারে না, অপরকেও সুখী করিতে সমর্থ হয় না। সে কেবল জনসমাজের বিরক্তিকর বৃশ্চিকবৎ অসৌজন্য ও অভদ্রতার তীব্র দংশনে সকলকে প্রতিনিয়ত মর্ম্মাহত করিতে থাকে।

মৃদু ও কঠোর ভাব দ্বারা আত্মনিগ্রহ হয়, আত্মসংযম

হয়, কর্ত্তব্য সাধন হয়, কিন্তু জনসমাজের হৃদয় তদ্দ্বারা বিজিত হয় না। জনসমাজের সহিত সম্বন্ধ বাক্যে ও ব্যবহারে। সৌজন্য বাক্যের মধুরতা সম্পাদন করে এবং ব্যবহারের ভূষণ-স্বরূপ হয়। সৌজন্যমাধুর্য্যেই জগতবাসীর হৃদয় আকর্ষণ করা যায়। সৌজন্যবিহীন, অটল ও নীরস কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, জগতের অল্পসংখ্যক মাত্র উচ্চাশয় ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ, কিন্তু জনসাধারণ তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করা দূরে থাকুক, উগ্রতাই সহ্য করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। সৌজন্যের সুশীতল বায়ুতে তাহাদিগের হৃদয়-কুসুম বিকশিত হইলে তাহারা কর্ত্তব্যের অনমনীয় দৃঢ়তার অর্থ কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং শ্রমই হউক বা সংযমই হউক; ন্যায়ই হউক বা সত্যই হউক; নীতিই হউক বা ধর্ম্মই হউক, সৌজন্য ব্যতীত কিছুই সাধারণ লোকের জীবনে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। সৌজন্যের অভাবে কি সামাজিক জীবনে, কি ব্যক্তিগত জীবনে কোনও কার্য্যেই সুসিদ্ধি এবং আনন্দ লাভ সম্ভব নহে।

সৌজন্য হৃদয়-নিঃসৃত করুণা ও প্রীতি রসের ফল। উহা বাহ্য শিষ্টাচার প্রদর্শন মাত্র নহে। হৃদয়ে প্রকৃত ভাবের উদয় হইলেই তাহা মানবের মুখমণ্ডলে স্বতঃই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, এবং তদীয় কার্য্যকে অনুরঞ্জিত করতঃ হস্ত পদে ব্যস্ততা ও লঘুতার সঞ্চার করিয়া থাকে। যেখানে প্রকৃত সম্মান নাই, প্রকৃত সহানুভূতি নাই এবং প্রকৃত বিনয় নাই,

সেখানে মৌখিক সম্মান, সহানুভূতি ও বিনয় প্রদর্শন করিলে মানবাত্মার অধোগতি হয়।

এই প্রসঙ্গ মধ্যে সৌজন্যের কতিপয় স্থূল স্থূল লক্ষণ উল্লিখিত হইতেছে। কিন্তু জীবনের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কার্য্য ও ব্যবহারে যাহাতে স্বভাবতঃ সৌজন্য প্রস্ফুরিত হইয়া উঠে, প্রত্যেকরই সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার সাধনা করা কর্ত্তব্য। দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন, সামান্য সামান্য বিষয়ে স্বয়ং একটু কষ্টস্বীকার করিয়া অপরকে সুখী করিবার চেষ্টা করা, অনর্থক অপরের হৃদয়ে আঘাত প্রদান হইতে বিরত থাকা প্রত্যেক ভদ্রনামধারী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। সাধনা ও অভ্যাস প্রকৃতির প্রফুল্লতা বিকাশের ন্যায়, সৌজন্য বিকাশেও সমর্থ

সৌজন্যের একটী লক্ষণ—অপরের প্রতি সম্মান। যাহার যে প্রকৃত গুণ তাহা অকপট চিত্তে স্বীয় অন্তরে অনুভব করিলে স্বভাবতঃই সেই গুণের জন্য তাহার প্রতি মানবের শ্রদ্ধা ও সম্মান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কেবল তাহাই যথেষ্ট নহে অপরের সহিত যেখানে মতের ও কার্য্যের ঐক্য হইতেছে না, সে স্থলেও আপনার ন্যায় অপরের মত ও কার্য্যকে সম্মান প্রদান করিতে হইবে। স্বীয় মত ও বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিবার আমার যেমন সম্পূর্ণ অধিকার আছে, অপরেরও তাহার নিজের মত ও বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিবারও সেই-রূপ অধিকার আছে, এবং আমার সেই অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে আমি যেরূপ সকলকে বাধ্য মনে করি, আমিও

সেইরূপ প্রত্যেকের সেই অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে বাধ্য, এইরূপ বিবেচনা করিলে, পরস্পর পরস্পরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা আর অসম্ভব হয় না; প্রত্যুত, কলহ মনোভঙ্গ ও সুহৃদ্বিচ্ছেদ অসম্ভব হয়। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মত, বিশ্বাস ও কার্য্যকে আমরা সম্মান করিতে বাধ্য। তাহাতে যদি কিঞ্চিৎ ভ্রম বা অন্যায়ও থাকে, তবে অশ্রদ্ধার সহিত তাঁহার মতের প্রতিবাদ না করিয়া, সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার সরল বিশ্বাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। নচেৎ শান্তি ও সদ্ভাবের অভাব ঘটে এবং সৌজন্যের হানি হইয়া থাকে। বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুরুজনদিগকে সম্মান করা সার্ব্বভৌমিক নীতির উপদেশ। বয়ঃকনিষ্ঠকেও যথাযথ সম্মান করিতে হইবে। বালক তাহার সহচরবর্গের মধ্যে যে সম্মান প্রাপ্ত হয় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিও তাহাকে সেই সম্মান প্রদান করিবেন। প্রকৃত বিনয়ী ব্যক্তি বালক বৃদ্ধ, ইতর ভদ্র কাহারও নিকটে মস্তক অবনত করিতে কুণ্ঠিত হন না।

ধনী দরিদ্র, উচ্চনীচনির্ব্বিশেষে সকলকে সম্মান করা উন্নত সৌজন্যের লক্ষণ। কারণ সকলের হৃদয়েই মনুষ্যত্ব ও প্রীতি আছে। স্কচ্ কবি বার্ণ্স্ জনৈক সুশীল কৃষকের সহিত রাজপথে শিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া একজন স্কচ্ যুবক তাঁহাকে অনুযোগ করেন। তাহাতে বার্ণ্স্ তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তিনি কৃষকের পরিচ্ছদের সহিত আলাপ

করেন নাই। কিন্তু তদভ্যন্তরে যে মানব রহিয়াছে তিনি তাহারই সহিত কথা কহিয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন যে, সেই মানব হয়ত কোনও দিন প্রকৃত মনুষ্যত্বে সেই যুবককে ও তাঁহাকে, এবং তাঁহাদের ন্যায় আরও দশ জনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইতে পারে।

নারীজাতির প্রতি সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করা ব্যক্তি-মাত্রেরই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। নারী বিধাতার সাক্ষাৎ পালনী শক্তি। নারী কোমলতার আধার, করুণা ও স্নেহের সুমিষ্ট উৎস সহানুভূতি ও প্রীতির শীতল সরোবর এবং সেবা, যত্ন ও আত্মত্যাগের অবতার। নারী আমাদের জননী, নারী আমাদের ভগিনী। নির্ম্মল-স্বভাবা, সংসারের মাধুর্য্য ও শ্রীস্বরূপা নারীকে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না, তাহার ন্যায় কাপুরুষ, পাষাণ-হৃদয় ও কৃপাপাত্র আর কে আছে? যে জাতি নারীর সম্মান রক্ষা করে না, তাহারা অশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া ত্বরায় অধঃপতিত হইয়া থাকে। জগতের ইতিবৃত্ত ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। প্রাচীন আর্য্যগণ নারীজাতিকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি আর্য্য-মহিলাগণ ভারতবর্ষে সম্পূজিতা ছিলেন এবং অদ্যাপি তাঁহাদের পবিত্র নাম ভারতবাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঞ্চার করিয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে, "যে জ্ঞানবান্ সে কদাপি প্রকৃতির (ঐশ্বরিক শক্তির) অবমাননা করিবে না। পুরুষ সকল যদ্রূপ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন

নারীও তদ্রূপ প্রকৃতির অংশ। * * * প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে যত যোষিদ্বর্গ আছেন, তৎসমুদায়ই প্রকৃতির অংশ অথবা তাহার অংশের অংশ। অতএব তাঁহাদিগের মধ্যে একটীকেও অপমান করিলে প্রকৃতিরই অবমাননা করা হয়।" ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যেখানে নারীজাতি পূজিতা হন, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন থাকেন, আর যেখানে নারী সম্মানিতা না হন, সেখানে সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল হইয়া থাকে।" প্রাচীন ঋষি ও সংহিতা-কারগণ নারীজাতির সম্মান সম্বন্ধে এইরূপ বহুল উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

দেশের রাজাকে সম্মান করা বিধেয়। রাজা প্রজার রক্ষাকর্ত্তা, শাসনকর্ত্তা ন্যায়বিধাতা ও মঙ্গলদাতা। প্রজাগণকে সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য, তাহাদের ধন, জ্ঞান ও ধর্ম্ম বৃদ্ধির জন্য, তাহাদের স্বাস্থ্য ও শান্তিরক্ষার জন্য রাজা দিবানিশি চিন্তিত ও ব্যস্ত। পিতামাতা যদ্রূপ পরিবারের অভিভাবক, রাজা তদ্রূপ দেশবাসিগণের ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট অভিভাবক, জনক জননীকে সম্মান ভক্তি করা যদ্রূপ অবশ্যকর্ত্তব্য, রাজাকেও সম্মান ভক্তি করা তদ্রূপ অবশ্যকর্ত্তব্য। যে, রাজার রাজ্যে বাস করিয়া, দস্যু তস্করের অত্যাচার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া জীবনের অন্যান্য নানাবিধ সুখ শান্তির পন্থা লাভ করিয়া, তাঁহাকে ভক্তি করে না, কিন্তু কুশিক্ষায় বিকৃতহৃদয় হইয়া, রাজাকে দেশের উৎপীড়ক বা শত্রুজ্ঞানে,

রাজাজ্ঞার অবমাননা করে, রাজবিধিতে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, রাজবাক্যে অবহেলা-করে, সে অন্যান্য বিষয়ে সফলকাম হইলেও, অমূল্য সৌজন্য-রত্নে বঞ্চিত। তাহার জীবন অন্যান্য বিষয়ে উন্নত হইলেও মণিহীন মুকুটের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া থাকে। দেশের অশেষ কল্যাণ ও সুখবিধাতা রাজাকে ভক্তি করা একান্ত কর্ত্তব্য। রাজার হিতকামনা, রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও রাজকার্য্যে সহায়তা করিবার সুযোগ অন্বেষণ করা প্রত্যেক প্রজারই অবশ্য কর্ত্তব্য।

আত্মসম্মান সৌজন্যের আর এক লক্ষণ। আত্মসম্মান ব্যতীত পরকীয় সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা অসম্ভব। আত্মসম্মান অহঙ্কার বা আত্মম্ভরিতা নহে। স্বীয় চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাই আত্মসম্মান। যে আপনার সাধুতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, পবিত্রতা ও প্রীতিকে সম্মান করিতে জানে না, যে কপর্দ্দকের বিনিময়ে এই সকল উচ্চ সামগ্রীকে সংসারের পণ্যক্ষেত্রে বিক্রয় করিয়া ফেলে, সে অপরের চরিত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে কখনই সমর্থ হয় না। যে স্বকীয় মত, বিশ্বাস ও কার্য্যের মূল্য এবং মর্য্যাদা জানে, সে অপরের জীবনের ব্যাপার সেইরূপ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। যাহার আত্মসম্মান আছে, আত্মসংযম তাহার সঙ্গের সঙ্গী। সে আপনাকে লোকচক্ষের সম্মুখে প্রকাশ করিতে যেরূপ কুণ্ঠিত, অপরকেও লোকসমক্ষে অযথা-প্রকাশিত হইতে দেখিলে সেইরূপ লজ্জিত ও ব্যথিত হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মসাম্মনবিশিষ্ট ব্যক্তি

অপরের জীবনকে স্বীয় জীবনের ন্যায় শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদা দান করিতে সমর্থ। আত্মমর্য্যাদা ব্যতীত স্বকীয় উন্নতি সংসাধিত হয় না, অপরের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মানও সম্ভব হয় না।

সৌজন্যের অপর এক লক্ষণ বিনয়। স্বকীয় অন্তরে যে সদ্‌গুণসমূহের অভাব আছে, প্রকৃত ভাবে তাহা অনুভব করিলে এবং অপরের মধ্যে সেই সকল গুণের সমাবেশ দেখিয়া সরল চিত্তে তাহা স্বীকার করিলে মানব-অন্তরে বিনীতভাবের আবির্ভাব হয়। বিনীত ব্যক্তির বাক্য কোমল, দৃষ্টি দীনতা-ব্যঞ্জক, কার্য্য সলজ্জ ও সঙ্কুচিত এবং ব্যবহার অভিমান-পরিশূন্য হইয়া থাকে। উদ্ধতস্বভাব ব্যক্তি কাহারও প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। বিনীত-হৃদয় প্রশান্ত-স্বভাব ব্যক্তিই সকলের অনুরাগভাজন হন। আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ দাম্ভিক ব্যক্তি কখনও আপনার ত্রুটি বা অভাব দেখিতে পায় না, সুতরাং তদ্দূরীকরণের ইচ্ছা মনোমধ্যে উদিত না হওয়াতে তাহার কোনও প্রকার উন্নতি সম্ভব হয় না। বিনয়ী ব্যক্তি কখনও আত্মসম্মান বিহীন নহেন। তাঁহার মুখে কখনও দৃপ্তভাব দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু সাধুতা ও চরিত্রের তেজ তাঁহার অন্তর মধ্যে নিয়ত জাগরিত থাকে। সুতরাং তিনি যেমন একদিকে আপনার প্রকৃত মহত্ত্বের গৌরবে আপনি সম্মানিত হন, অন্য দিকে তেমনি আপনার অভাব ও অপূর্ণতার জন্য সর্ব্বদাই বিনীত থাকেন। লোকসমক্ষে, স্বীয় সফলতার জন্য যেমন কখনও তাঁহার অহঙ্কার প্রকাশ পায় না, তেমনি

বিনীত হইতে গিয়া, তিনি কখনও আত্ম-মর্য্যাদা বিস্মৃত হন না। বিনীত ব্যক্তির অহঙ্কারপরিশূন্য অথচ আত্মসম্ভ্রমযুক্ত সলজ্জ ও প্রফুল্ল প্রশান্ত, সুমিষ্ট হাস্যে ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে! বিনীত ব্যক্তির কখনও সহানুভূতির অভাব হয় না, এবং তৎকর্ত্তৃক কেহ কখনও অপকার বা মর্ম্মপীড়া প্রাপ্ত হয় না। প্রকৃত বিনয়ী ব্যক্তির হৃদয় বালকের ন্যায় সরল ও মুকুরের ন্যায় নির্ম্মল। জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানিগণ বিনয় সম্পন্ন ছিলেন মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কর্ত্তা মহাজ্ঞানী নিউটন স্বীয় অলৌকিক প্রতিভায় জগৎকে চমৎকৃত করিয়াও আপনাকে অতি সামান্য জ্ঞান করিতেন। গ্রীস দেশীয় অদ্বিতীয় পণ্ডিত মহাত্মা সক্রেটিস বলিয়াছিলেন, "লোকে এই জন্য আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলে, যে আমি আমার অজ্ঞানতা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছি।" ইহাই প্রকৃত বিনয়। ঈদৃশ বিনয়ের সৌরভেই জগৎ আমোদিত ও মুগ্ধ হয়। অপরসাধারণ লোক অহঙ্কারকে পুরোবর্ত্তী করিয়া যে বিনয়ের পরিচয় প্রদান করেন, তাহা বিনয়ের ছায়ামাত্র। যে বিনীত সেই উন্নত হয়। যে বিনীত সেই জনসাধারণকে প্রীতি ও আনন্দ দান করে এবং আপনিও আনন্দিত হয়।

সৌজন্যের আর একটি লক্ষণ কৃতজ্ঞতা। যে বিনয়ী সে কৃতজ্ঞ। এই সংসারে মানবগণ পরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষ হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। প্রতিকূল ঘটনারাজিকে প্রতিহত করিয়া, উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে করিতে তাহাদের

ক্ষুদ্র শক্তি প্রতিনিয়ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। কি জীবিকা অর্জ্জনে, কি জ্ঞানোপার্জ্জনে, কি চরিত্রের সাধনায়, কি ধর্ম্মের তপস্যায়, মানবগণ পরস্পরের একান্ত মুখাপেক্ষী। দুর্ব্বল মানব সাহায্যের আশায় নিঃসহায় দৃষ্টিতে সবল ভ্রাতার মুখের প্রতি চাহিতেছে; সবল দুর্ব্বলকে সাহায্য করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া দিতেছে। এই সাহায্য না থাকিলে জনসমাজ এতদিন অরণ্যে পরিণত হইয়া যাইত। ইতর প্রাণিগণও উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে। মানব কি পশু অপেক্ষা অধম? তাহা কখনই নহে। যে হৃদয়-তন্ত্রী স্বার্থের ধূলিকর্দ্দমে জড়িত হইয়া পড়ে নাই, কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে সামান্যমাত্রও উপকার লাভ করিলে অমনি তাহা কৃতজ্ঞতার সঙ্গীতে ঝঙ্কার করিয়া উঠে। উপকৃত ব্যক্তি আপনার অক্ষমতা ও দাতার মহত্ত্ব অনুভব করিয়া দীনতা ও কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হইয়া নীরবে অশ্রুপাত করেন; কখন বা দাতার মুখের দিকে সকরুণ নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, প্রাণের অন্তঃস্তলনিঃসৃত সুমিষ্ট ও সরলভাষায় তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে থাকেন এবং তাঁহাকে সুখী ও আপ্যায়িত করিবার জন্য সর্ব্বদাই সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকেন। আপ্যায়িত ও প্রত্যুপকৃত ব্যক্তিও উপকৃতের কৃতজ্ঞতা ও সদ্ভাবে লোকাতীত আনন্দ-রসে ভাসমান হন।

(৩)

প্রীতি।

হৃদয়-বৃত্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি প্রীতিতে। সাধনা দ্বারা প্রকৃতির কোমলতা লাভ এবং সদ্ভাব ও সৌজন্যের স্ফুরণ হইলে, মানবহৃদয়ে সর্ব্বজীবের প্রতি সহানুভূতির উদয় হয়। এই সহানুভূতিই গভীরতা লাভ করত, বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইয়া মানবকে জীবনের পূর্ণ সার্থকতা প্রদান করিয়া থাকে।

চরিত্র বিকাশের প্রথম সোপানে মানবের অন্তরে স্বার্থপরতা বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থায় স্বীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির প্রতিই তাহার একাগ্রদৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। সুতরাং অহরহ জীবনসংগ্রামে অপরকে পরাজিত করিয়া, স্বয়ং প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি লাভ করিবার চেষ্টা তাহাকে ঘোরতর স্বার্থে আবদ্ধ করিয়া রাখে। চরিত্রের দ্বিতীয় সোপানে আরোহণ করিলে মানবের সামাজিক দৃষ্টি বিকাশ লাভ করে। তখন আপনার ন্যায় অপর সামাজিক জীবের অধিকারের প্রতিও তাহার দৃষ্টি নিপতিত হয় এবং তখন সে আপনার স্বার্থকে কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করিয়া অপর দশজনের স্বার্থসিদ্ধির সহায়তা করিতে আপনাকে বাধ্য বলিয়া অনুভব করে। তখন তাহার অন্তরে সত্য, ন্যায় ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের উন্মেষ হয় এবং স্বকীয় উন্নতির জন্য সে যে সাহস ও তেজস্বিতা প্রকাশপূর্ব্বক জীবন সংগ্রামে জয়লাভের চেষ্টা করিত অপরকেও তাহার অংশ প্রদান

করিতে আরম্ভ করে। 'আমিও জীবিত থাকি, তোমরাও জীবিত থাক, আমিও উন্নত হই, তোমরাও উন্নত হও; আমিও সুখ এবং আনন্দ লাভ করি, তোমরাও সুখ এবং আনন্দ লাভ কর,'—তখন এই ভাব তাহার অন্তরে উদিত হয়। মানবজীবনে ও মানবসমাজে ইহা নীতির যুগ। নীতি মানবজাতির মধ্যে সংগ্রাম দূর করে, ব্যক্তিগত জীবনের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জনসমাজে শান্তি সংস্থাপন করে এবং পরস্পরের মধ্যে উত্তরোত্তর কার্য্যসৌকর্য্যার্থে প্রকৃষ্ট পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক নিরাপদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ এবং জ্ঞান ও চরিত্র লাভে সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাই মানব-চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ নহে।

৩। মানব যখন চরিত্রশৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে, তখন তাহার নয়নের সম্মুখে এক অভিনব দৃশ্য উদঘাটিত হয়। তাহার হৃদয়ের উপর হইতে স্বার্থের যবনিকা সম্পূর্ণ-রূপে অপসারিত হয় এবং সে তখন সমগ্র মানবজাতিকে প্রীতিরঞ্জিত, মধুর দৃষ্টিতে দর্শন করিতে থাকে। তখন আর 'আমিও থাকি, তোমরাও থাক'—এভাব থাকে না, তখন কেবল তোমরাই থাক, তোমরাই উন্নত হও, তোমরাই আনন্দ লাভ কর; আর আমি তোমাদের সুখের জন্য আপনাকে জন্মের মত বিসর্জ্জন করিয়া ফেলি'—মানবহৃদয়ে এই বিশ্বব্যাপী প্রীতির ভাব সমুদিত হইয়া থাকে। এই প্রীতির মধ্যে স্বার্থ নাই, রোষ নাই, লোভ নাই, হিংসা নাই

দ্বেষ নাই,—কেবল করুণার অনন্ত ভাণ্ডার লইয়া সে প্রফুল্ল বদনে মানব জাতিকে আহ্বান করিতেছে। তোমরা যদি তাহার প্রতি কঠোর বাক্যবাণ বর্ষণ কর, তাহাকে পদতলে দলন কর, ঘোর নির্যাতনে মৃতপ্রায় কর অথবা প্রাণেও বিনাশ কর, তথাপি সে তোমাদিগকে প্রীতিদান করিতে ক্ষান্ত হইবে না। তাহার হৃদয়ে স্বর্গীয় পারিজাত প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহার বিমল সৌরভেই সে বিভোর। সে আত্ম-হারা প্রেমের অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছে, মর্ত্ত্য-প্রাণ, মর্ত্ত্য-জীবন তাহার নিকটে নিতান্ত তুচ্ছ।

জড় শক্তিতেই জগতের অধিকাংশ লোকের অটল বিশ্বাস। সংসারের যাবতীয় কার্য্য সংসাধনে, তাহারা জড়শক্তির অন্বেষণ করে; অগ্নি, জল, বায়ু, তাড়িত সংগ্রহ পূর্ব্বক লোষ্ট্র কর্দ্দম ধাতু স্তূপীকৃত করত, বুদ্ধির সাহায্যে তাহাদিগের সম্মিলনে, জীবন-যাপন ক্রিয়াকে অতি সহজ করিয়া তুলিতে চাহে। অল্প সময়ে অধিক সুযোগ উপার্জ্জন করাই বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার উদ্দেশ্য। সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সহিত অন্ন বস্ত্র, গৃহ সজ্জা প্রভৃতি উপার্জ্জন অতি সহজ হইয়া আসিয়াছে। জড়বাদমূলক সভ্যতায় দৈহিক সুখ সাচ্ছন্দ্য যথেষ্ট পরিমাণে লব্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু উহা কি মানবকে সুখের পরাকাষ্ঠা প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে? অসংখ্য বাষ্পীয় যন্ত্র, লৌহবর্ত্ম, সূক্ষ্ম কারুকার্য্য কি দুঃখীর দারিদ্র্য মোচন করিতে পারিয়াছে? রোগীর রোগ যন্ত্রণা দূর করিতে পারিয়াছে? শোকার্ত্তের হাহাকার ঘুচাইতে

পারিয়াছে ? অজ্ঞানীকে জ্ঞান দান করিতে পারিয়াছে ? সভ্যতার ধর্ম্মাধিকরণ-সমূহ কি অধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক করিতে সমর্থ হইতেছে ? কারাগার-সমূহ কি পাপীকে সাধু করিতে পারিয়াছে ? পুলিশ প্রহরী কি কুক্রিয়াসক্ত, মদ্যপায়ী, প্রবঞ্চক, নরহন্তাকে পাপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া, সাধুপথে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইতেছে ? না, তাহা হইবার নহে। জড়শক্তিতে বহু সুযোগ লাভ হয় বটে ; বুদ্ধি ও কৌশলে অনেক কার্য্য সংসিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু ধন, বল ও বুদ্ধিকৌশল মানবজাতির প্রকৃত সুখ বিধান করিতে অসমর্থ। প্রীতির আত্মহারা উন্মাদিনী শক্তিই কেবল তাহা করিতে সমর্থ।

প্রীতিই মানব জাতিকে যথার্থ প্রাণদান করে। যেখানে নিষ্ঠুরতা, যেখানে অন্যায়, যেখানে দারিদ্র্য, যেখানে অজ্ঞানতা, সেই খানেই প্রীতি স্বীয় করুণা-হস্ত প্রসারিত করিয়া দেয়। শোকের হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দর্শনে, যন্ত্রণার কাতর ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রবণে, প্রীতি ব্যথিত ও বিগলিত হৃদয়ে, অশ্রুপূর্ণ সকরুণ-নয়নে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য দ্রুতপদে অগ্রসর হয় এবং পাপীর অনুতাপের গভীর হাহাকার-ধ্বনি কর্ণগোচর করিয়া, জগৎ সংসার, মান সম্ভ্রম বিস্মৃত হইয়া, তাহাকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠে। প্রীতির কোমল-কিরণ সম্প্রপাতে, এই দুঃখযন্ত্রণা-তাপ-কলুষময় ধরাতলে আর্ত্ত-আশ্রম, পীড়িতাশ্রম, অনাথাশ্রম, উন্মাদাশ্রম, উদ্ধারাশ্রম প্রভৃতি অগণ্য

কুসুমরাজিবৎ বিকসিত হইয়া, আতুর অন্ধ, অনাথ ও দুঃখি-গণের অকপট আশীর্ব্বাদরূপ বিমলসৌরভ বিকীর্ণ করিতে থাকে। প্রীতিই জগতের মূলশক্তি। প্রীতিই মানবের অপূর্ণতা বিদূরিত করিয়া, ধরাতলে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন করে।

সহানুভূতিতে প্রীতির অনুশীলন আরম্ভ হয়। সহানুভূতিই প্রীতির গূঢ়মন্ত্র। ইহা অমঙ্গল ও পাপিকে পরাজিত এবং মঙ্গল ও পুণ্যকে সংস্থাপিত করে। ইহা উৎপীড়কের ক্রোধ শান্তি করে এবং মানবপ্রকৃতির শ্রেষ্ঠ গুণ-সমূহের বিকাশ সাধন করে। অন্যের মনোমধ্যে প্রবেশ করার নাম সহানুভূতি। স্বীয় অভ্যাসগত দৃষ্টি, চিন্তা ও ভাব পরিত্যাগ করিয়া অপরের দৃষ্টিতে দর্শন করা, অপরের চিন্তায় বিচার করা এবং অপরের ভাবে অনুভব করার নাম সহানুভূতি। স্বীয় ব্যক্তিগত নির্ম্মোক পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় সংকীর্ণতার ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়া, যখন আমরা অপরের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার ব্যক্তিত্বে অধিবাস করি, তখনই আমাদের স্বার্থ দূরীভূত হয়, তখনই আমরা তাহার সুখ-দুঃখ, অভাব-সামর্থ্য, প্রতিভা-বিনয় প্রভৃতি স্বীয় হৃদয়ে গাঢ়ভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হই এবং তখনই আমরা তাহাকে সাহায্য অথবা সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারি অথবা আমাদিগের প্রীতি তাহার হৃদয়ের সদ্ভাব অবগত হইয়া প্রচুর আনন্দ ও সান্ত্বনা লাভ করি। সহানুভূতি ব্যতীত সৌহার্দ্দ বা প্রীতি কিছুই সম্ভব নহে।

প্রীতি-বিকাশের প্রথম ক্ষেত্র গৃহাশ্রম। নিঃস্বার্থ প্রীতি ও সেবাতেই স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা, পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতির মধুর সম্বন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে। পূজনীয় জনক মহাশয় সন্তানগণের মুখের দিকে চাহিয়া যেরূপ প্রগাঢ় পরিশ্রমে, আপনার স্বাস্থ্য ও সুখ বিসর্জ্জন করিয়া, তাহাদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার জন্য অর্থোপার্জ্জন করেন, সংসারের আর কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ নিঃস্বার্থ ভাবে তাহা করিতে সমর্থ? জননীর নিঃস্বার্থ স্নেহের উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। সে আত্ম-হারা স্নেহের মধুর কাহিনী কেহ বলিয়া শেষ করিতে সমর্থ হয় না।

এইরূপ আত্মহারা প্রীতিরসে লালিত পালিত হইয়া বালক-বালিকাগণও বয়োবৃদ্ধি-সহকারে প্রীতিশীল প্রকৃতিলাভ করে এবং একত্র অবস্থানবশতঃ ভ্রাতা ভগিনী ও আত্মীয় স্বজনের সহিত জীবনের নানা সুখ দুঃখের অবস্থায় সহানুভূতি করিতে অভ্যস্ত হয়। ভ্রাতা, ভগিনীকে অকপট যত্ন ও আদরে সাহায্য করে; ভগিনী স্নেহে বিগলিত হইয়া ভ্রাতার সেবা ও যত্ন করে। ভাই ভাইয়ের সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ও বিপদে বিপদ্ অনুভব করিয়া থাকে এবং পরিবারের বিস্তৃতির সহিত তাহাদের হৃদয়ও প্রীতিতে সম্প্রসারিত হইতে থাকে।

গৃহাশ্রম মধ্যে সহানুভূতি যে পরিমাণে বিকাশ লাভ করে, সামাজিক জীবনের সংস্রবে আসিয়া তাহা সেই পরিমাণে

জনসমাজের উন্নতি অবনতি বা অভাব দুঃখ অনুভব করিতে সমর্থ হয়। তখন আর তাহা পারিবারিক সুখ-দুঃখের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না। স্বদেশের, জনসমাজের সুখদুঃখের সহিত আপনাকে গ্রথিত করিয়া, সামাজিক কল্যাণ-সাধনে ও অভাব-মোচনে প্রবৃত্ত হয়। তখন স্বদেশ ও সমাজ তাহার আপনার হয় এবং তখন সে আত্মীয় স্বজনের ন্যায় জনসমাজের ধন, প্রাণ, জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, সম্ভ্রম, স্বাধীনতা প্রভৃতি রক্ষা করিবার জন্য প্রীতিবলে বলবান্ হইয়া অগ্রসর হইতে থাকে।

কিন্তু ইহাও প্রীতির পূর্ণ অভিব্যক্তি নহে। সহানুভূতির সম্যক্ পরিণতি হইলে মানবহৃদয়ের সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় এবং পর্ব্বত-নিঃসৃত নির্ঝরিণী যেমন ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া শতমুখে সাগরবক্ষে প্রবেশ করে, মানব-হৃদয়ও সেইরূপ ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া, অবশেষে বিশাল বিশ্বব্যোমমধ্যে আত্মহারা হইয়া যায়। তখন বিশ্বপ্রেমিক আপনাকে মত, সাম্প্রদায়িকতা বা অভিমানের আবরণ মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে সমর্থ হন না। তখন সমগ্র জগৎ তাঁহার হইয়া যায় এবং তিনিও সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়েন। তখন আত্মীয় স্বজন স্বদেশ বিদেশ তাঁহার নিকট সকলই একাকার হইয়া যায় এবং তিনি বিশাল প্রেমদৃষ্টি লাভ করতঃ বিশ্ববক্ষের যাবতীয় মানবের মুখে, সৌন্দর্য্য ও প্রীতির পবিত্র ছবি সন্দর্শন করিতে থাকেন। মানবমাত্রেই তখন

তাঁহার নিকট পরম সমাদরের সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। তি জগতের কোনও ব্যাপারেই আর উদাসীন থাকিতে পারেন না। কেহই আর তাঁহার শত্রু বা পর থাকে না, তখন তাঁহার পক্ষে "বসুধৈব কুটুম্বকম্" হইয়া পড়ে। তখনই তাঁহার হৃদয়ে বিশ্বপ্রীতি স্ফূর্ত্তি লাভ করে এবং তাঁহার সে-হস্ত জগতের কল্যাণের জন্য আপনা আপনি প্রসারিত হইয়া থাকে

কা বোধিসত্ত্বর রাজকুমার রাজপ্রাসাদে তুল্ল ভ ভোগ-বিলাস সুখ-মধ্যে মগ্ন ছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয়মধ্যে সহানুভূতি স্ব গাঢ়তর হইয়া সুকোমল বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইল। জগতে জরা, মরণ, শোক দুঃখের হুতাশন-মধ্যে দিবানিশি দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া, সিদ্ধার্থের প্রাণ ক্রন্দন করিয়া উঠিল! তিনি রাজ্যসুখ চরণে দলিত করিয়া, পতিব্রতা স্ত্রী, একমাত্র স্নেহবন্ধন নবপ্রসূত তনয়, স্নেহময় আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগতের দুঃখ মোচনে ভিক্ষুকের বেশে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। শ্রীচৈতন্য উজ্জ্বল প্রতিভা ও অসামান্য পাণ্ডিত্য-সহকারে ছাত্র অধ্যাপনা পূর্ব্বক গৃহাশ্রমে পতিব্রতা পত্নীর আনন্দবর্দ্ধন ও দুঃখিনী জননীর সেবা শুশ্রূষায় রত ছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার প্রাণে প্রীতি ও ভক্তির তন্ত্রী ঝঙ্কার করিয়া উঠিল। অমনি তিনি বিশ্বপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া, বনিতা ও মাতাকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া, জগতে হরিভক্তি বিতরণ করিবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে বহির্গত